NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ অর্থনীতিতে কম নম্বর অর্থবিদ কেইন্‌সকে খুবই ব্যথিত করেছিল

১২ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণ করে পুঁতে দেওয়ায় অভিযুক্ত তিন ৫

কলকাতা ১৭ জুলাই ২০২৪ ১ শ্রাবণ ১৪৩১ বুধবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 17.7.2024, Vol.18, Issue No. 38 8 Pages, Price 3.00

ফের রক্তাক্ত উপত্যকা, ডোডায় শহিদ ৫ জওয়ান

দায় স্বীকার জইশ-ই-মহম্মদের

শ্রীনগর, ১৬ জুলাই: আবারও রক্তাক্ত ভূস্বর্গ। জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডায় জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে শহিদ হয়েছেন ৫। পাশাপাশি, মঙ্গলবার এই হামলার দায় স্বীকার করেছে পাক জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের ছায়াসঙ্গী কাশ্মীর টাইগার্স।

সোমবার রাতে জম্মু-কাশ্মীরের ডোডায় জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াই শুরু হয় ভারতীয় সেনার। সঙ্গে ছিল জম্মু-কাশ্মীর পুলিশও। দুই পক্ষের লড়াইয়ে অনন্ত চার জন জওয়ান এবং এক জন পুলিশকর্মী গুরুতর আহত হন। তাঁদের ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় জওয়ানদের। তাঁদের মধ্যে এক জন বাংলার বাসিন্দা।

ভারতীয় সেনার সঙ্গে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) যৌথ ভাবে সোমবার সন্ধ্যায় ডোডা জেলার দেশা জঙ্গল এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিল। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, গোপন সূত্রে খবর পেয়েই এই অভিযান চালানো হয়। ওই এলাকায় জঙ্গিদের লুকিয়ে থাকার খবর ছিল।

সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, তল্লাশি অভিযানের সময় অতর্কিতে সেনাবাহিনীর দিকে ধেয়ে আসে গোলাবারুদ। পাল্টা জবাব দেন জওয়ানেরাও। শুরু হয় দু'পক্ষের গুলির লড়াই। ২০ মিনিটের বেশি সময় ধরে চলে এই লড়াই। সেই সময়ই জঙ্গিদের ছোড়া গুলিতে চার জওয়ান জখম হন। তাঁদের মধ্যে ব্রিজেশ থাপা নামে ক্যাপ্টেন পদস্থ সেনা আধিকারিকও ছিলেন। তিনি দার্জিলিঙের বাসিন্দা। চার জনেরই মৃত্যু হয়েছে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায়। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। মঙ্গলাবার ভোরে তাঁদের মৃত্যু হয়। ওই জঙ্গল এলাকায় চার থেকে পাঁচ জন জঙ্গি লুকিয়ে থাকার খবর ছিল, এমনই জানান এক সেনা আধিকারিক। তাদের সন্ধানে মঙ্গলবারও তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে জম্মু-কাশ্মীরের বেশ কয়েকটি জায়গায় সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। সেই কারণে জম্মু-কাশ্মীরের বিস্তীর্ণ এলাকায় 'হাই অ্যালার্ট' জারি করা হয়েছে। কাঠুয়া, কুলগাম-সহ একাধিক এলাকায় চলতি মাসেই সেনাবাহিনীর উপর হয়েছে জঙ্গি হামলা। কখনও সেনা কনভয়ে, কখনও আবার সেনাগাড়ি লক্ষ্য করে ছোড়া হয়েছে গোলাগুলি।

সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, গত তিন বছরে জম্মুতে জঙ্গি হানায় ওই নিয়ে ৪৭ জন জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। কাশ্মীর উপত্যকার তুলনায় হামলার সংখ্যা কম হলেও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি। মোদি সরকার ২০১৯ সালের ৫ অগস্ট সংবিধানের ৩৭০ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা লোপ করেছিল। সাবেক জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যকে দুই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখে ভাগ করা হয়। তার পরেই কাশ্মীরের পাশাপাশি জম্মুতেও ধারাবাহিক ভাবে পাক জঙ্গিদের হামলার সূচনা।

শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডোডায় জঙ্গি হামলায় শহিদ চার সেনা জওয়ান ও এক পুলিশ। সেনাদের মধ্যে একজন বাংলার ছিলেন। দার্জিলিঙের বাসিন্দা ক্যাপ্টেন ব্রিজেশ থাপা। তাঁর মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে আসার পরই শোকপ্রকাশ করে নিজের এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন, দার্জিলিঙের নবীন সেনা অফিসার জম্মু ও কাশ্মীরে কর্তব্যরত অবস্থায় নিজের প্রাণ দিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করে এই কঠিন সময়ে তিনি শহিদের পরিবারের পাশে আছেন বলে জানিয়েছেন।

বাড়ি ফিরেই ঘুরতে যাওয়ার কথা ছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন: জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যাওয়ার আগে শেষবার বাড়িতে ফোন করেছিলেন। বাবা-মা কে জানিয়ে গিয়েছিলেন এই লড়াই শেষ করে চলতি মাসেই বাড়ি ফিরবেন। তার পর বাবা-মাকে নিয়ে মণিপুর, মেঘালয় ঘুরতে যাবেন ক্যাপ্টেন ব্রিজেশ থাপা। কিন্তু জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে সোমবার রাতেই কাশ্মীরে প্রাণ হারান তিনি। মাত্র ২৭ বছরে। কাশ্মীরের ডোডায় জঙ্গিদের গুলিতে শহিদ হন তিনি। এদিকে এই খবর পেয়েই কান্নায় ভেঙে পড়ে তার গোটা পরিবার। যদিও দেশের জন্য প্রাণ দেওয়ায় গর্বিত বাবা অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল ভুবনেশ থাপা। বুধবার সকালে দেহ নিয়ে দার্জিলিংয়ের লেবংয়ের বড়াগিঙ্গের এলাকায় নিয়ে যাওয়া হবে। দার্জিলিংয়ের পাশাপাশি শিলিগুড়ির শাস্ত্রীনগরেও বাড়ি রয়েছে থাপা পরিবারের। তবে শেষকৃত্য হবে লেবং। বাবা অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল ভুবনেশ থাপা বলেন, 'আমাকে দেখে ছোট থেকেই সেনায় যোগ দিতে চাইত ব্রিজেশ। বি টেক পাশ করার পর ওকে বলেছিলাম সেনা না হয়ে অন্য চাকরি করতে। কিন্তু কোনওভাবেই রাজি হয়নি। তবে দেশের জন্য শহিদ হওয়ায় আমরা অবশ্যই গর্বিত।' মা নিলীমা থাপা বলেন, 'আমার শ্বশুর, স্বামী সকলেই সেনায় ছিল। তাই ছেলে যোগ দেওয়ায় আমাদের আপত্তি ছিল না। তবে যাওয়ার আগে ফোন করে বলেছিল এমাসেই ফিরবে। কিন্তু আর ফেরা হলোনা ওর। তবুও দেশের জন্য প্রাণ দেওয়ায় আমরা ওর জন্য গর্বিত। নিজের কাজটা সঠিকভাবে পালন করেছে আমার ব্রিজেশ।'

'মর্যাদাহানিকর মন্তব্য থেকে বিরত থাকুন'

রাজ্যপালের মানহানি মামলায় মুখ্যমন্ত্রীকে বার্তা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যপাল সিভি আনন্দ সম্পর্কে মর্যাদাহানিকর কোনও মন্তব্য নয়। রাজ্যপালের করা মামলায় মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে এমনই মন্তব্য করল কলকাতা হাইকোর্ট। কলকাতা হাইকোর্টে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছিলেন রাজ্যপাল বোস। তৃণমূলের দুই বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, রায়াত হোসেন সরকার এবং তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষকেও ওই মামলায় যুক্ত করা হয় রাজ্যপালের তরফে। মঙ্গলবার বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের এজলাসে শুনানি হয় এই মামলার।

আদালতের পর্যবেক্ষণ, মামলাকারীর দাবি অনুযায়ী, তাঁর মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়েছে বেশ কিছু মন্তব্যে। ওই রকম মন্তব্য থেকে বিরত থাকা উচিত। যদি এই পর্যায়ে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ মঞ্জুর-না করা হয় তবে মামলাকারীর বিরুদ্ধে মানহানিকর বিবৃতি দেওয়ার বিষয়টিতে উৎসাহ দেওয়া হবে। বিচারপতি রাও এর আগে নির্দেশ দিয়েছিলেন, রাজ্যপাল বোস সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী মমতার মন্তব্য যে সব সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলিকেও এই মামলায় যুক্ত করতে হবে। মঙ্গলবারের শুনানিতে তিনি বলেন, 'এটা স্বীকার করতেই হবে যে মামলাকারী সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষের এক জন। তাঁর বিরুদ্ধে যে সব মন্তব্য করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে, সেগুলো বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।' আদালতের আরও পর্যবেক্ষণ, 'বাদী পক্ষ একটি প্রাথমিক মামলা করেছেন এবং এই পর্যায়ে একটি অন্তর্বর্তী আদেশ মঞ্জুর করা-না হলে সেটা বিবাদী পক্ষকে মানহানিকর বিবৃতি চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার শামিল হবে। তাতে দুই পক্ষরেই সুনামের উপর প্রভাব পড়তে পারে।'

এর পর মুখ্যমন্ত্রী-সহ চার জনকে রাজ্যপাল সম্পর্কে অপমানজনক মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকার কথা বলেছে হাইকোর্ট। অন্তর্বর্তী আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, আগামী ১৪ অগস্ট পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ, বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যাও ও রিয়াদ হোসেন রাজ্যপালের বিরুদ্ধে অসম্মানজনক কোনও মন্তব্য করতে পারবেন না। তবে মূল মামলার বিচার এখনও শুরু হয়নি।

কাউন্সিলর ও তৃণমূল যুব সভাপতির দ্বন্দ্ব এবার প্রকাশ্যে

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার রাস্তায় ৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সুনন্দা সরকারকে সজোরে চড় মারতে দেখা গেল তৃণমূল যুব সভাপতিকে। স্থানীয় সূত্রে খবর, তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ তোলেন ওই যুবনেতা। এদিকে কানাঘুষো শোনা যায়, রাজ্যের মন্ত্রী তথা এলাকার বিধায়ক শশী পাঁজা ঘনিষ্ঠ এই যুবনেতা কেদার দাস। ২১শে জুলাইয়েরও সমস্ত দায়িত্ব কেদারের হাতেই ন্যস্ত করেছেন শশী। এদিকে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই দ্বন্দ্ব চলছে সুনন্দার। তবে মঙ্গলবারের এই ঘটনা যেন সব কিছুকেই ছাপিয়ে যায়। এই ঘটনা দলকে অস্বস্তিতে ফেলল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

শীর্ষ আদালতে পিছিয়ে গেল চাকরি বাতিল মামলার শুনানি

নিজস্ব প্রতিবেদন: চাকরি বাতিল মামলায় আবেদনকারীদের ভাগ্য ঝুলেই রইল। মঙ্গলবার দেশের শীর্ষ আদালতে মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল। সবপক্ষের বক্তব্য শুনবেন বলে জানিয়েছিলেন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। ফলে সেদিকেই তাকিয়ে ছিলেন অনিশ্চয়তায় থাকা চাকরিপ্রার্থীরা। কিন্তু মঙ্গলবার এই মামলার শুনানি পিছিয়ে গেল। সুপ্রিম কোর্ট সূত্রে খবর, অন্তত ৩ সপ্তাহ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে শুনানি। এর মধ্যে ২ সপ্তাহ পর সব পক্ষকে ফের পালটা হলফনামা জমা দিতে হবে বলেও জানানো হয়েছে শীর্ষ আদালতের তরফ থেকে। একইসঙ্গে সর্বোচ্চ আদালতের তরফে নোডাল অ্যাডভোকেট বেছে দেওয়া হয়েছে। তাঁরা দু-সপ্তাহের মধ্যে সেই কাজ করবেন।

এদিকে সূত্রে খবর, মঙ্গলবার শীর্ষ আদালতের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পক্ষের বক্তব্য শোনার জন্য আলাদা আলাদা ভাগ করে দেওয়া হয়। যার মধ্যে রয়েছে রাজ্য সরকার, এসএসসি, রিট পিটিশনার অর্থাৎ আবেদনকারী এবং যাঁদের চাকরি বাতিল করা হয়েছে তাদের। এর পাশাপাশি যাঁদের বিরুদ্ধে এখনও কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি, তাঁদের বক্তব্য, সিবিআইয়ের বক্তব্য এবং যাঁদের নথি যাচাই হয়নি, তাঁদেরও মতামত শোনা হবে। এই সব পক্ষের বক্তব্য জানানোর জন্যই সর্বোচ্চ আদালতের তরফে 'নোডাল অ্যাডভোকেট' ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। তাঁরাই দু-সপ্তাহের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পক্ষের বক্তব্য নথিভুক্ত করে পেশ করবে সর্বোচ্চ আদালতে। শীর্ষ আদালত সূত্রে খবর, এই পাঁচ পক্ষ ছাড়া অন্য কোনও পক্ষ বক্তব্য জানাতে চাইলে, লিখিতভাবে সুপ্রিম তা জানাতে পারবে। তবে তা পাঁচ পাতার মধ্যেই রাখতে হবে।

২০১৬ সালের এসএসসি মামলায় প্রায় ২৬ হাজার জনের চাকরিতে নিয়োগ নিয়ে জটিলতা দেখা দেয়। অভিযোগ, বেআইনিভাবে অতিরিক্ত পদ তৈরি করে ২৫ হাজার ৭৬৩ জনকে চাকরি দেওয়া হয়েছিল। এই চাকরির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হওয়া মামলার রায়ে চাকরি বাতিল করে দেওয়া হয়। এমনকী এই চাকরিজীবীদের বেতনও ফেরতেরও নির্দেশ দেওয়া হয়। এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতে যান এই চাকরিজীবীরা। এরপরই হাইকোর্টের দেওয়া রায়ে স্থগিতাদেশ দেয় শীর্ষ আদালত।

প্রসঙ্গত, গত ৭ মে এই সংক্রান্ত মামলা সুপ্রিম কোর্টে উঠলে প্রধান বিচারপতি একাধিক প্রশ্ন তোলেন। পরবর্তী শুনানির দিন ঠিক হয় ১৬ জুলাই। এদিন সবপক্ষের বক্তব্য শুনবেন বলে জানিয়েছিলেন প্রধান বিচারপতি। তবে এদিন সেই বক্তব্য নথিভুক্ত করার জন্য নোডাল অ্যাডভোকেট ঠিক করে দেওয়া হল। তিন সপ্তাহ পর, মঙ্গলবার ফের শুনানি হবে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে।

কেন্দ্রীয় বাজেটের আগেই নিত্যই রেকর্ড সেনসেক্সের

মুম্বই, ১৬ জুলাই: সামনেই কেন্দ্রীয় বাজেট। তার আগে যেন রকেটের গতিতে ছুটছে শেয়ার বাজার। সেনসেক্স থেকে নিফটি, সর্বত্রই তৈরি হচ্ছে নিত্যনতুন রেকর্ড। মঙ্গলবারও দেখা গেল একই ছবি। বাজার খুলতে না খুলতেই নতুন রেকর্ড করে ফেলে নিফটি। প্রথমবারের মতো ২৪ হাজার ৬৫০ পয়েন্টের গণ্ডি পেরিয়ে যায়। যদিও কিছু সময় পর খানিক নিম্নগতি দেখা গেলেও দুপুর ২টোর সময়েও ২৪,৬১৭ থেকে ২৪, ৬২০ পয়েন্টের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। একদম শুরুতে যদিও এই পয়েন্টেই খাতা খুলতে দেখা যায় নিফটিকে এদিন তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রগুলির শেয়ারের উত্থান অব্যাহত রয়েছে। বড় লাভের মুখ দেখেছে টিসিএস থেকে ইনফোসিস।

অন্যদিকে এদিন বিএসই-এর সেনসেক্স ৬৬.৬৩ পয়েন্টের সামান্য বৃদ্ধির সঙ্গে ৮০ হাজার ৭৩১ পয়েন্টে খুলেছে। লাগাতার বৃদ্ধির জেরে বর্তমানে বিএসই-এর বাজার মূলধন ৪৫৬.৬৮ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছে গিয়েছে। তথ্য বলছে, বর্তমানে বিএসই-তে ৩১৮৬টি শেয়ারের লেনদেন হচ্ছে। যার মধ্যে ২১৬৭ টি শেয়ার বাড়ছে। ৯১১টি শেয়ারের দরপতন হয়েছে। তবে ১০৮টি শেয়ার অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়েছে। এরমধ্যে তো আবার ১৪৬টি শেয়ার গত এক বছরের সময়কালে সর্বোচ্চ রিটার্নও দিয়েছে। তবে পতনের মুখোমুখি হয়েছে ১০টি শেয়ার।

বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে বাজেট পেশের পর্যন্ত মার্কেটের ছবিটা খুব একটা বদলাবে না। তবে তারপর কী হবে সেটা বাজেটের গতি প্রকৃতির উপর বেশ খানিকটা নির্ভর করছে বলে মনে করা হচ্ছে। একদিন আগে অর্থাৎ ১৫ জুলাই বিএসই-তে তালিকাভুক্ত সমস্ত শেয়ারের মোট মার্কেট ক্যাপ ছিল ৪,৫৫,০৬, ৫৬৬.৪৬ কোটি টাকা। ১৬ জুলাই বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গে এটি ৪, ৫৬,৩১,৮৪০.৬৩ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। ১,২৫,২৭৪.১৫ কোটি টাকা বেড়েছে বিনিয়োগকারীদের আয়।

বিধানসভার অধিবেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী ২২ জুলাই শুরু হয়ে চলেছে রাজ্য বিধানসভার অধিবেশন। লোকসভা নির্বাচন শেষ হওয়ার পর এই প্রথম বিধানসভার অধিবেশন বসতে চলেছে। অধিবেশন শুরু হওয়ার পরের দিন ২৩ জুলাই মুখ্যমন্ত্রী দুপুর ২টোর সময় বিধানসভা চেম্বারে মন্ত্রিসভার বৈঠক ডেকেছেন বলে জানা গিয়েছে।

বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনার কথা জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর এবং উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে উনিশে জুলাই শুক্রবার নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা। উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ ও দক্ষিণ ওড়িশা সংলগ্ন উপকূলে এই নিম্নচাপের প্রভাব সব থেকে বেশি থাকবে। যার জেরে উইকেন্ডে বৃষ্টি বাড়তে পারে দক্ষিণবঙ্গে। একুশে জুলাই রবিবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে 'ওয়াইড স্প্রেইড রেইন'-এর পূর্বাভাস। তবে আগামী দু-তিন দিন রাজ্যে বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও কমবে। উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কমবে। পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হতে পারে উত্তরবঙ্গে। বুধবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়।

মহরম: অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সামাল দিতে বার্তা ডিজির

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহরমকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয় রাজ্য সরকার সে ব্যাপারে সতর্ক রয়েছে। এই আবহে কারো অসুবিধে সৃষ্টি না করে এক সঙ্গে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে সরকারের তরফে বার্তা দেওয়া হয়েছে। রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশক হিসেবে পুনরায় দায়িত্ব নেওয়ার পর সোমবার নবান্নে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন রাজীব কুমার। তিনি জানান, দুই অনুষ্ঠানই নির্বিঘ্ন রাখতে পুলিশের তরফে সব ধরনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কেউ হাতে আইন তুলে নিতে চাইলে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে। রথযাত্রা ও মহরম উপলক্ষ্যে রাজ্যবাসীকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার' এটা মাথায় রেখে সবাই উৎসব পালন করুন। তবে খেয়াল রাখবেন আপনার উৎসবের জন্য যেন অন্যের অসুবিধা না হয়।'

একই সঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলিতে সুড়ঙ্গের খোঁজ পাওয়া প্রসঙ্গে ডিজি বলেন, পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। এটা নিয়ে অযথা কেউ উত্তেজনা ছড়াবেন না। সাংবাদিক বৈঠকে ডিজির সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন এডিজি আইনশৃঙ্খলা মনোজ ভার্মা। কুলতলির বিষয়ে তিনি বলেন, 'এর পিছনে কোনো জালিয়াতির চক্র যুক্ত থাকতে পারে। এর পিছনে ছোট না বড় কোন। আঠা আছে সেটা এখনই বলা সম্ভব নয়, আমরা তদন্ত করে দেখছি।'

সোমবারই রাজ্য পুলিশের ডিজি পদে ফিরেছেন রাজীব কুমার। লোকসভা ভোটের সময়ে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে আইপিএস অফিসার রাজীব কুমারকে ডিজি পদ থেকে সরাতে বাধ্য হয় রাজ্য সরকার। তবে লোকসভা ভোট মিটলেও রাজ্যের একাধিক আসনে উপ নির্বাচন থাকায় এতদিন ডিজি পদে ফেরানো হয়নি রাজীবকে। ওই দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন সিনিয়র আইপিএস অফিসার সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। সম্প্রতি রাজ্যে একাধিক গণপিটুনির ঘটনা ঘটেছে। পরিস্থিতির জন্য অনেকে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তাকেও দায়ী করেছিলেন। এ ব্যাপারে নবান্নের হুঁশিয়ারির পরও কলকাতা-সহ জেলায় জেলায় একাধিক গণপিটুনির ঘটনা সামনে এসেছিল। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ডিজি বলেন, 'কোথাও কোনও সমস্যা হলে পুলিশকে জানান, হাতে আইন তুলে নেবেন না।'

আফগানিস্তানে বজ্রপাতে মৃত অন্তত ৩৫ জন

কাবুল, ১৬ জুলাই: প্রকৃতির রুদ্র রোষে বিপর্যস্ত আফগানিস্তান। দেশটির পূর্বাঞ্চলে ঝড় ও বজ্রপাতে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৩৫ জনের। আহতের সংখ্যা ২৩০। ভেঙেছে বহু বাড়ির দেওয়াল। ধসে গিয়েছে ছাদ। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়ার আরও করছে স্থানীয় প্রশাসন। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সেদেশের তালিবান সরকার।

গত মাস দুয়েক ধরেই অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাতে ভাসছে আফগানিস্তান। বিপন্ন জনজীবন। প্রাণ হারাচ্ছে গবাদি পশুরাও। কয়েকটি প্রদেশে নতুন করে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সোমবার ফের বৃষ্টির পরিমাণ বাড়ে জালালাবাদ এবং নানগারহার প্রদেশের কিছু জেলায়। সঙ্গে বাড়ে ঝড় ও বজ্রপাত। আর তাতেই এই প্রাণহানি ঘটে। হতাহতদের মধ্যে মহিলা ও শিশুও রয়েছে। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে আফগানিস্তানের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান কুরেশি বদলুন জানান, 'সোমবার সন্ধ্যায় ভারী বৃষ্টি ও বজ্রপাতের কারণে জালালাবাদ ও নানগারহার প্রদেশে ৩৫ জন মারা গিয়েছেন। আহত হয়েছেন ২৩০। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। স্থানীয় হাসপাতালগুলোতে আহতদের চিকিৎসা চলছে।' এদিকে, তালিবান সরকারের মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ এক্স হ্যান্ডলে জানান, 'নিহত ও আহতদের পরিবারের জন্য আমরা সমবেদনা রয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে সাহায্য প্রদান করা হবে

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী
গত ১০/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯০১৫ নং এফিডেভিট বলে Tapan Kumar Ghosal S/o. Sasadhar Ghosal ও Tapan Kr Ghoshal S/o. S. D. Ghoshal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১০/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯০১৪ নং এফিডেভিট বলে Aritra Chaudhuri S/o. Rathindra Nath Chaudhuri ও Aritra Chowdhuri S/o. R. N. Chowdhuri সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৫/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯২৪৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Sanjit Bose ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Suhas Kumar Bose ও Lt. A. S. Bose সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত ১৫/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯২৪৯ নং এফিডেভিট বলে Dilip Kumar Pramanik S/o. Shanti Kumar Pramanik ও Dilip Kr. Pramanik S/o. S. Pramanik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CORRIGENDUM
এতদ্বারা সকল এজেন্সি কে জানানো যাইতেছে যে, MEMO NO- 753/ PAN/KGP-1, DATED- 16.07.2024 অনুযায়ী নিম্নলিখিত টেন্ডার নোটিশ নম্বর গুলির হার্ড কপি জমা দিতে হইবে না। E=1 2024-25 & E-2 2024-25 OPENING DATE 17.07.24, E-18 2024-25 2nd CALL & E-19 2024-25 2nd CALL & E-28 2024-25 2nd CALL OPENING DATE 17.07.24, E-29 2024-25 2nd CALL OPENING DATE 22.07.24.

Sd/- Prodhan, Karimpur- I Gram Panchayat.

E-TENDER
E- tenders are invited by The Prodhan, Dighalkandi Gram Panchayat (Under Karimpur – II Panchayat Samity), Dighalkandi, Nadia. **NIET NO. 04/5thSFC 2024-25,** Last date of submission **26.07.2024 up to 6p.m.** For details please contact to the office or visit **www. wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan, Dighalkandi Gram Panchayat.

CANCELLATION OF NIT
The Prodhan, Dighalkandi Gram Panchayat (Under Karimpur – II Panchayat Samity), Dighalkandi, Nadia Inform REF. **NO- DIG/ 145/CFC, Dated 16.07.2024 NIT NO. 03/5thSFC 2024-25** Has been cancelled due to administerial matter and wrong tender specification.

Sd/- Prodhan, Dighalkandi Gram Panchayat.

বিজ্ঞপ্তি
আমি কেশব দেবনাথ, পিতা-মৃত রাখাল দেবনাথ সাং-বেলানগর, পোষ্ট ও থানা- বালি, জেলা- হাওড়ার বাসিন্দা। থানা নবদ্বীপ এলাকাধীন ২১ নং চরব্রহ্মনগর মৌজার এল.আর ৯১৮ নং খতিয়ান ভুক্ত এল.আর ১২৮ নং দাগের ৩.৬৯ শতক জমির স্বত্রের পক্ষে বিগত ইং ১৪.০৯. ২০২০ তারিখে নবদ্বীপ এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-৫০ নং আমমোক্তার দলিল বলে সাং ও পোঃ- চর ব্রহ্ম নগর, নবদ্বীপ নদীয়া নিবাসী আরতী রানী দেবী ওরফে আরতী দেবনাথ, স্বামী মৃত যুধিষ্ঠির দেবনাথের পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। অতঃপর উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বিগত ইংরাজি ১৬/০৫/২০২৪ তারিখে নবদ্বীপ এ.ডি.এস. আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৫০০ নং দলিল দ্বারা সাং সোনারপুর দক্ষিন ২৪ পরগনা নিবাসী পল্লবী মন্ডল স্বামী তাপস মন্ডলকে বিক্রয় করি। আগামী দিনে উক্ত দলিল গ্রহিতা জমিটির নাম পত্তন করিবেন। ইহাতে কাহারও কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি. এল অ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

লিগ্যাল নোটিশ
আমার মক্কেল রমানন্দ সামন্ত, ০৭/০২/২০২৪ তারিখে ০০৫৮২ নং দলিল মূলে শঙ্কর কুমার ঘোষ এর পক্ষে আমমোক্তার মুনমুন বাগ (পাওয়ার নং ৯৯৬৪/২০২৩, D.S.R.- 2 HOWRAH) এর নিকট হইতে বালিটিকুরী মৌজায়, জে.এল. নং ১০১ ভুক্ত, এল.আর. ২৪৭৬, ২৪৭৮, ২৪৭৯ নং খতিয়ান ভুক্ত, আর.এস. ও এল.আর. ৭৮২ নং দাগে ৩ শতক সম্পত্তি খরিদ করিয়া বালি বি.এল.এন্ড.এল.আর.ও. বালি, হাওড়া অফিসে মিউটেশনের জন্য আবেদন করিয়াছেন। যদি উক্ত আমমোক্তার দাতা বা অন্য কোনো ব্যক্তির কোনো রকম অভিযোগ থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞাপন প্রকাশনের দিন হইতে আগামী ০১ মাসের মধ্যে উক্ত ভূমি দপ্তরে অভিযোগ জানাইতে হইবে, নতুবা উক্ত সময়ের পর আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে।

Asif Mondal (Advocate)
Howrah Judge's Court
Enrollment No.-F/2341/2227/2022

জেনারেল নোটিশ
আমার মক্কেল **DEWKI REALTORS PRIVATE LIMITED, having its office at 47/1, J. N. Tewari Road, P.O. & P.S. Dum Dum, Kolkata 700 028, in the District of North 24 Parganas, West Bengal and represented by its Director namely SRI DEWKI NANDAN AGARWAL, son of Late Giridhari Lal Agarwal.** এয়ারপোর্ট (সাবেক রাজারহাট) থানার এলাকাধীন কৈখালী মৌজায় ৮২নং আর এস.এল. আর দাগের ২৫৬৫, ২৫৬৬ নং খতিয়ান ভুক্ত, জে. এল. নং ৫ এর ১ বিঘা ১০ কাঠা ১৫ ছটাক ৯ বর্গফুট শালি জমির মালিক শ্রী রঘুনাথ পশারী, পিতা মৃত মহাবীর প্রসাদ পশারী ও শ্রী হর্ষ বর্দ্ধন পশারী, পিতা শ্রী রঘুনাথ পশারী এর নিকট হইতে কিনতে ইচ্ছুক। বর্তমানে বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধিন ৬ নং ওয়ার্ডভুক্ত। হোল্ডিং নং এ এস/১০/এন/৪, কারখানাগলি, চিড়িয়ামোর, কলকাতা- ৭০০ ১৩৬ চৌহদ্দি উঃ কমন এয়ারপোর্ট ড্রেন, দঃ ১৪ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ (মোঝিপারা কৈখালী) পূঃ সুব্রত পালের জমি, পঃ দাগ নং ৮২। যদি কারো কোনো আপত্তি থাকে তবে নিম্নবর্ণিত ঠিকানায় ১৫ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ১০৯/৬, পি কে গুহ রোড, পোষ্ট ও থানা-দমদম, কলকাতা -৭০০০২৮, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা।

SRI BISWAJIT KAR (Advocate)
Kolkata High Court (WBEN-549/91)
Contact Address: 47/1, J. N. Tewari Road, P.O. & P.S. Dum Dum, Kolkata- 700 028, District - North 24 Parganas, West Bengal

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৭ ই জুলাই। ১ লা শ্রাবণ। বুধবার। একাদশী তিথী। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরী শনি র মহাদশা বিংশোত্তোরী শনি র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নাই।

মেষ রাশি : সাধারণ মানের দিন। গ্রহ অবস্থান একপ্রকার। বিদ্যার্থীদের জন্য সুখবর আছে, তবে ধৈর্য রাখতে হবে। গৃহবধূদের নিজস্ব সঞ্চয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে এক প্রকার ধৈর্য রাখতে হবে। জমি বাড়ি বাস্তু সম্পর্কেও মধ্যাবস্তা, শুভ অশুভ মিশে থাকবে। কোন ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য বিষয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। মা তারার নাম করুন এবং হলুদ দান করুন তারা মায়ের চরণে। শুভ নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : শারীরিক দিক থেকে সুস্থতার লক্ষণ প্রবীণ নাগরিকদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে যারা মাছের ব্যবসা করেন, যারা কাগজ- বস্ত্র বিক্রয় করেন তাদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে প্রতিবেশীর দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি যোগ বিদ্যমান। গৃহবধূ রা নতুন বাণিজ্যের পরিকল্পনা করলে, আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। দুশ্চিন্তা শুধু যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন তাদের। ধৈর্য রাখুন ।ভগবান শিবের চরণে ১০৮ বিল্বোপত্র দিন প্রদীপ জ্বালুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মিথুন রাশি : জ্ঞান বর্ধক দিন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন কোন মামলা-মোকদ্দমায় জয়ের ইঙ্গিত। বাড়ি বাস্তু জমিতে শুভ। ব্যবসায়িক যে যোগাযোগ হাতের বাইরে চলে গিয়েছিলে, আবার তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা। নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে যাওয়ার শুভ লক্ষণ। ধৈর্য ধরে চিন্তা করে মানুষের সঙ্গে আচার ব্যবহার করুন নিশ্চয়ই আজ নতুন কোন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। বিদ্যার জন্য শুভ প্রেমিক যুগল শান্তির বাতাবরণ। দেবী মা দুর্গার চরণে ১০৮ রক্ত জবা নিবেদন করুন নিজের নাম গোত্র সহ।

কর্কট রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। যারা বিদ্যার্থী যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন, গবেষণায় আছেন, তাদের নতুন কোন সূত্র পাওয়া যাবে। লেখালেখি যারা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অভিনয় শিল্পকলার মধ্যে যারা আছেন তাদেরও সম্মান প্রাপ্তি যোগ। বান্ধবী বান্ধব দ্বারা ছোট ভ্রমণ। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র নিবেদন করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : যে প্রবীণ নাগরিককে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি তা পালন করার জন্য আজ শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। যে বন্ধুর দ্বারা আপনি উপকৃত হবার কথা ভেবেছিলেন, আজ নিশ্চয়ই তা পাওয়া যাবে। বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বাণিজ্যে নতুন পথের সহযোগিতা। প্রবীণ নাগরিকদের শরীর সুস্থ হয়ে উঠবে। ভগবান গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন নিশ্চিত শুভ বৃদ্ধি হবে।

কন্যা রাশি : যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন, যারা খাদ্যদ্রব্যের দোকান পরিচালনা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথের সন্ধান। আয় বৃদ্ধি অর্থবৃদ্ধি সম্পদ বৃদ্ধির এক যোগ। নিশ্চিত দূর ভ্রমণ হতে পারে প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের অতীব শুভ। ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন।

তুলা রাশি : প্রেমে সফলতা নিশ্চিত। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পিতা-মাতাকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরোন। আজ কর্মে শুভ যোগাযোগ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে ভুল বুঝেছিল, তা নিজে থেকেই শুধরে নেবেন। আজ ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। তবে প্রতিবেশী থেকে সতর্ক থাকা ভালো। । দেব দেব মহাদেবের শিবলিঙ্গের উপর মধু দুগ্ধ ঘৃত শর্করা দধি এই পঞ্চামৃত নিবেদন করুন। শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ খুব ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বান্ধব এবং পরিবারে তর্ক-বিতর্ক। যানবাহন নিয়ে বিপদ বাড়বে। নৌ ভ্রমণ জল ভ্রমণ না করা ভালো। প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ এর সম্ভাবনা প্রবল। জমি বাড়ি বাস্তুকে কেন্দ্র করে বিবাদ। প্রবীণ নাগরিক যিনি আপনাকে উপদেশ দেন। তার কথা অমান্য করা শুভ নয়। আজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদানে মহাসুখ।

ধনু রাশি : আজকের দিনটা সতর্ক থাকতে হবে, দুপুর ১২ টা পর্যন্ত গ্রহ সংস্থান আপনার পক্ষে থাকবে। দুপুর ১ টার পরে দুর্বল গ্রহ যুগে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল ফ্ল্যাটে বাড়িতে বাস্তুতে যেখানে থাকেন তার আশেপাশে, গুপ্ত শত্রু আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। ব্যবসায়ীদের ধৈর্য ধরতে হবে।। ২১ টি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন, বাড়ির গৃহ মন্দিরে।

মকর রাশি : প্রবীণ মানুষের সহযোগিতায় নতুন বাণিজ্যের পথ পাওয়া যাবে। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন, তাদের শুভ বৃদ্ধি হবে। যারা কুটির শিল্প বা বাড়িতে কোন রকম কাজকর্মে আছেন, যেখানে লোহা আছে, অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। প্রেমিক যুগলের জন্য অত্যন্ত শুভ দিন। আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিশ্ব পত্র প্রদানে মহাসুখ প্রাপ্তি।

কুম্ভ রাশি : শুভ দিন বুধবার। বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা নেই। অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। সম্মান প্রাপ্তির যোগ। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা বিশেষ সহযোগিতা প্রাপ্ত করা যাবে। গৃহ মন্দিরে নটি প্রদীপ জালুন। শুভ হবে।

মীন রাশি : ভয়-ভীতি যোগ রয়েছে গ্রহ সংস্থানে। মনের মধ্যে অহেতুক ভয় আসবে। মানসিকভাবে দুর্বলতা দেখা যাবে। গৃহ মন্দিরে একুশ টি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। যানবাহন নিয়ে বিশেষ বিবাদ বিতর্ক। সতর্ক থাকা ভালো।

(শ্রী শ্রী হরিশয়নী একাদশী তিথি মুহূর্ত। শ্রাবণ মাস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

বিশ্ব সঙ্গীত দিবসে দেশপ্রিয় মানবিক এসোসিয়েশনের নিবেদন ‘জয় ভারত’

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি কলকাতা শরৎ সদনে অনুষ্ঠিত হল দেশপ্রিয় মানবিক এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্যে বিশেষ সঙ্গীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠান ‘জয় ভারত’। বিশ্ব সঙ্গীত দিবসে এই মনোরম সঙ্গীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠানের আয়োজন কলকাতার বহু সঙ্গীত প্রেমীদের মন ছুঁল। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন, মাননীয় বিধায়ক শ্রী দেবাশীষ কুমার, কলকাতা পুরসভার বরো চেয়ারম্যান শ্রী সুদীপ পোল্লে এবং সংস্থার সম্পাদক শ্রী গৌতম ভান্ডারী। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত জগতের অতি চর্চিত যুগলবন্দী ‘কেডিয়া বন্ধুর’ সেতার সরোদের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। চারুকেশী রাগে এত গম্ভীর আলাপ তৎসহ জোর মালা সেতারে পন্ডিত মোর মুকুট কেডিয়া ও সরোদে মনোজ কেডিয়া বিশেষ কৃতিত্বের দাবি রাখেন।

মধ্যলয় ও দ্রুত তিনতালে কেডিয়া বন্ধুর হাতে মীর গমকের নিপুণতা তৎসহ তাল সমগমের কারু কার্যতার সঙ্গে বিশিষ্ট তবলাবাদক পন্ডিত প্রসেনজিৎ পোদ্দারের তবলায় পেশকারের নিপুণতা ও বিভিন্ন জাতিতে ‘ধেরে ধেরে’ বাণীর স্পষ্টতা হল ভর্তি দর্শক আসনে হাততালির আওয়াজ গর্জিত হয়। শেষে সওয়াল জবাব অংশে কেডিয়া বন্ধুর সেতার সরোদের যুগলবন্দীর সঙ্গে তবলায় পন্ডিত পোদ্দার ও ঘটমে স্বামী নাথন পিল্লাইয়ের যোগ্য সঙ্গত দর্শকদের বিশেষ আনন্দ প্রদান করে। পরবর্তী অনুষ্ঠান ছিল শাস্বতী বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালনায় বেহালা ঐকতানের পরিচালনায় বিশেষ সঙ্গীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠান। ‘জয় ভারত’ অনুষ্ঠানের শেষ নিবেদন ছিল কলকাতার অভিজাত সঙ্গীত ও নৃত্য প্রতিষ্ঠান ‘বাণীচক্র’ সংস্থার একশত ছাত্রছাত্রী দ্বারা পরিবেশিত সমবেত সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠান। এই দিনের সফল ভাবে অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য বিশেষ কৃতিত্বের দাবি রাখেন সংস্থার সম্পাদক শ্রী গৌতম ভান্ডারী।

গ্রাহকদের জন্য কিউআর কোড আনল বন্ধন ব্যাঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: কারেন্ট এবং সেভিংস অ্যাকাউন্ট গ্রাহকদের জন্য কিউআর কোডের মাধ্যমে আদানপ্রদান করার ব্যবস্থা শুরু করল বন্ধন ব্যাঙ্ক। এই প্রসঙ্গে মঙ্গলবার বন্ধন ব্যাঙ্কের তরফ থেকে এও ঘোষণা করা হয়, এই কিউআর কোডের মাধ্যমে গ্রাহকদের পক্ষে যে কোনও আউটলেটে অর্থ প্রদান করা সহজ হবে।

এই প্রসঙ্গে বন্ধন ব্যাঙ্কের ইডি এবং চিফ বিজনেস অফিসার রাজিন্দর বব্বর জানান, ‘আমরা আমাদের মূল্যবান গ্রাহকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিকিউআর-এর প্রবর্তনের মাধ্যমে, আমাদের লক্ষ্য হল একটি শক্তিশালী অর্থপ্রদানের সমাধান প্রদান করা যা গ্রাহকদের সহজ অর্থপ্রদানের পদ্ধতি প্রদান করতে সক্ষম করে।’

৬ই জুলাই দুপুরে প্রয়াত হলেন অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের পূর্ব আচার্য্য তথা ঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ দেবের লীলা পার্ষদ, মহামিলন মঠের ‘মা’ কিঙ্কর প্রণবানন্দ জী (রবীন মিশ্র জী)। বয়সজনিত কারণে মহামিলন মঠেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

‘স্টার্ট আপ ফর রেলওয়েস’র মাধ্যমে উৎসাহ জোগাচ্ছে ভারতীয় রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: উদ্ভাবনের মাধ্যমে রেল পরিষেবা ও পরিচালন ব্যবস্থার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে রেল মন্ত্রক ২০২২-এর ১৩ জুন ‘স্টার্টআপস ফর রেলওয়ে’ উদ্যোগের সূচনা করে। এই কর্মসূচির লক্ষ্য হল ভারতীয় স্টার্টআপ, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ, স্বতন্ত্র উদ্ভাবক, গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান, এনজিও এবং উদ্যোক্তাদের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে রেল নেটওয়ার্ক জুড়ে পরিচালন দক্ষতা এবং নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা।

এ ব্যাপারে একটি পোর্টালও এনেছে ভারতীয় রেল। ভারতীয় রেলের তরফ থেকে জানানো হয়েছ, ২০২৪ সালের জুলাই পর্যন্ত ভারতীয় রেলের ইনোভেশন পোর্টালে উদ্ভাবনের সঙ্গে যুক্ত মোট ১৯৪২টি সংস্থা নথিভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে স্টার্টআপ, স্বতন্ত্র উদ্ভাবক, এমএসএমই, গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা সহ আরও অনেকেই।

রেল মন্ত্রক উদ্ভাবনী নীতির বিভিন্ন অংশীদারদের মধ্যে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কর্মশালা, সভা, ভিডিও কনফারেন্স পরিচালনা করেছে। যেখানে স্টার্টআপ বা উদ্ভাবকদের ভাল অংশগ্রহণ নজর কেড়েছে বলেই জানানো হচ্ছে ভারতীয় রেলের তরফে। একইসঙ্গে এও জানানো হয়েছে, রেল মন্ত্রক উদ্ভাবনী পোর্টালে এ পর্যন্ত খোলা ২৮টি সমস্যা বিবৃতির ক্ষেত্রে মোট ৪২৩টি প্রস্তাব পেয়েছে। ১৫টি সমস্যা বিবৃতির জন্য মোট ২৩টি উদ্ভাবনী প্রকল্পকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। ২৩টি পুরস্কারপ্রাপ্ত উদ্ভাবনী প্রকল্পের মূল্য প্রায় ৪৩.৮৭ কোটি টাকা।

সম্প্রতি বেহালা নূতন দলের খুঁটিপুজো সম্পন্ন হল। এই বছর প্রথম বাংলার কোনও একটি ক্লাবে বিদেশ এবং দেশের দূতাবাসের সহায়তায় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ মালা রায়, বিধায়িকা রত্না চ্যাটার্জী, মেয়র পারিষদ তারক সিং, মোহনবাগান সচিব দেবাশিষ দত্ত, ইস্টবেঙ্গল সচিব রূপক সাহা, অভিনেত্রী মানালী দে। এদিন কলকাতায় আয়ারল্যান্ড দূতাবাসের কনস্যুলেট মায়াঙ্ক জানান, দেশের শিল্পীদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এবারের দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বেহালা নতুন দলে।

রাজ্যপালের বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্য থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস সম্পর্কে আপাতত কোনও অবমাননাকর বা ভ্রান্তিমূলক মন্তব্য করা চলবে না। অন্তর্বর্তী নির্দেশে এমনটাই জানিয়ে দিল কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। মামলার পরবর্তী শুনানি ১৪ অগস্ট। ওই দিন পর্যন্ত এই নির্দেশ বহাল থাকবে।

উল্লেখ্য, উপনির্বাচনে জিতে আসা দুই বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেয়াত হোসেন সরকারের শপথগ্রহণ নিয়ে কার্যত নজিরবিহীন দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছিল আইনসভা ও রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানের কার্যালয়ের মধ্যে। এর মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মানহানির মামলা করেন রাজ্যপাল স্বয়ং। দিল্লিতে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর হাইকোর্টে সেই মামলা দায়ের করেন বোস। এদিন সেই মামলায় অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিলেন বিচারপতি।

বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, মামলাকারীর দাবি, বেশ কিছু মন্তব্যে তাঁর মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়েছে। এধরনের মন্তব্য থেকে বিরত থাকা উচিত। সঙ্গে তাঁর সংযোজন, এই পর্যায়ে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ মঞ্জুর না হলে মামলাকারীর বিরুদ্ধে মানহানিকর মন্তব্য করার বিষয়টিকে উৎসাহ দেওয়া হবে। এই প্রেক্ষিতে হাই কোর্টের নির্দেশ, ১৪ অগস্ট পর্যন্ত প্রকাশ্যে বা কোনও সোশ্যাল মিডিয়ায় রাজ্যপালের বিরুদ্ধে কোনও অবমাননাকর বা ভ্রান্ত মন্তব্য করা চলবে না।

কলকাতা পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডে উল্টো রথের দিন জমজমাট খোকন দাসের নেতৃত্বে আয়োজিত রথ যাত্রা।

গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়নে ৮০০ কোটি বরাদ্দ রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের বরাবরের অভিযোগ, একশো দিনের কাজ, গ্রামীণ আবাস-সহ একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পে কেন্দ্রের বঞ্চনা অব্যাহত। এমত অবস্থায় গ্রামের দরিদ্র মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে বড়সর পদক্ষেপ নিচ্ছে রাজ্য সরকার। গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়নে আগামী মাসের মধ্যে পঞ্চায়েতগুলিকে নিজের কোষাগার থেকে ৮০০ কোটি টাকা দিতে চলেছে সরকার। রাজ্যের পঞ্চম অর্থ কমিশনের বরাদ্দ থেকে গ্রামীণ এলাকা উন্নয়ন খাতে আগস্ট মাসের শুরুতেই এই টাকা দেওয়া হবে বলে ওই দফতর সূত্রে খবর। রাজ্যের প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের কোষাগারে জমা পড়বে বরাদ্দ। গ্রামাঞ্চলের পরিকাঠামো উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির কাজে ওই টাকা ব্যবহার করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের ১০০ দিনের কাজের বিকল্প কর্মশ্রী প্রকল্পের আওতায় কাজের সুযোগ বাড়াতেও এই টাকা ব্যবহার করা হবে। পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার জানিয়েছেন, একেবারেই রাজনৈতিক কারণে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে বঞ্চনা করে চলেছে। কিন্তু তার ফলে গ্রামাঞ্চলের উন্নয়ন যাতে ব্যাহত না হয় এবং গরীব খেটে খাওয়া মানুষ যাতে নিজেদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত না হন তা নিশ্চিত করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত এবং পুর এলাকার উন্নয়নের জন্য পঞ্চম রাজ্য অর্থ কমিশনের টাকা দেয় রাজ্য।

মঙ্গলবার রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রাজভবন থেকে বেরচ্ছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

ধর্মতলায় ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ নির্মাণের কাজ চলছে জোর কদমে।

নিকাশির জন্য জেসিবিতে মাটি খুঁড়তেই অসন্তোষ স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পুরাতন মালদার নিকাশি ব্যবস্থা তৈরির ক্ষেত্রে জেসিবি মেশিন দিয়ে মাটি খোঁড়ার কাজ শুরু হতেই অসন্তোষ ছড়িয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু দাঁড়িয়ে থেকে পরিকল্পনাহীন ভাবেই আচমকা জেসিবি মেশিন দিয়েই মাটিকাটার কাজ শুরু করে দিয়েছেন। এর ফলে নিকাশি ব্যবস্থা স্বচ্ছল হবে না। বরঞ্চ পরিকল্পনাহীন ভাবে কাজ করায় যত্রতত্র বৃষ্টির জল জমে থাকবে। মঙ্গলবার পুরাতন মালদার সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রশিলাদহ এলাকায় এই কাজ শুরু হতেই স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে চরম ক্ষোভের সঞ্চার হয়। রেল কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা নিয়েই সাংসদ অবাঞ্ছিত ভাবেই মাটিকাটার কাজ শুরু করেছেন বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। আর এই ঘটনায় এদিন আবারও নতুন করে সংশ্লিষ্ট এলাকার একাংশ মানুষের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু।

উল্লেখ্য, সোমবার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের নিকাশি ব্যবস্থা পরিদর্শন করতে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। এরপরই এদিন সাংসদ উদ্যোগ নেন মাটি কেটে নতুন করে নিকাশি ব্যবস্থা তৈরি করার। আর সেই কাজ করতে গিয়ে আবারও বিপত্তি ডেকে এনেছে সাংসদ বলেই অভিযোগ রশিলাদহ এলাকার একাংশ বাসিন্দাদের।

সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রশিলাদহ আদিবাসী পাড়ার বাসিন্দাদের অভিযোগ, ‘শহরের নোংরা জল আমাদের এদিকে আসতে দেব না। কারণ, বর্ষা হলেই আমাদের নিচু অংশ এমনিতেই ডুবে যায়।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ১৭ জুলাই ২০২৪ ১ শ্রাবণ ৪৩১ বুধবার

নবনির্বাচিত বিধায়কদের শপথ বাক্য পাঠ করাতে কড়া অবস্থান বিধানসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২২ জুলাই বসছে বিধানসভার বাদল অধিবেশন। এই অধিবেশনের শুরুর পর্বেই যাতে নতুন জয়ী ৪ বিধায়কের শপথ পর্ব সেরে ফেলা যায়, তার জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি সেরে রেখেছে রাজ্য বিধানসভা। সদ্য উপনির্বাচনে জয়ী সুপ্তি পাণ্ডে, কৃষ্ণ কল্যাণী, মুকুটমণি অধিকারী, মধুপর্ণা ঠাকুরের শপথ নিয়ে এবার আর রাজ্যপালের উপর দায়িত্ব না ছেড়ে প্রথম থেকেই একপ্রকার কড়া অবস্থান নিয়েছে বিধানসভা।

বিধানসভা সূত্রে খবর, প্রথামাফিক, পরিষদীয় দফতর থেকে রাজভবনে চিঠি পাঠানো হবে। একইসঙ্গে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ও চিঠি দিয়ে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসকে এনিয়ে দ্রুত পদক্ষেপের জন্য আবেদন করবেন। শাসকদলের এই পদক্ষেপে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ধারনা, এর জেরে কার্যত বড় সমস্যায় পড়বেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। প্রথামাফিক পরিষদীয় দফতর এবং বিধানসভার অধ্যক্ষের চিঠি যাওয়ার পর তাঁর কার্যত শপথের দিনক্ষণ জানানো ছাড়া বিশেষ কিছু করার থাকবে না।

এদিকে নিয়মমাফিক নবনির্বাচিত বিধায়কদের শপথ পড়ানোর দায়িত্ব অধ্যক্ষকে দেওয়ার কথা রাজ্যপালের। কিন্তু বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেয়াত হোসেন সরকারের শপথপর্বে বেশ জটিল পরিস্থিতি তৈরি হয়। এবারও রাজ্যপাল সেই পথে যাওয়ার ইঙ্গিত মিলিলে দ্বিতীয়বার এই নিয়ে আর

অনুরোধ-উপরোধ নয় বলেই ভাবছে বিধানসভা।

এই নিয়ে রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বলেন, 'শপথবাক্য পাঠ তো করাতেই হবে। রাজ্যপালের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। যেটা নিয়ে আগে এত বিতর্ক হয়েছিল, সেই দিকে না গিয়ে তিনি যদি শপথ পাঠের অনুমতি অধ্যক্ষকে দিয়ে দেন, তাহলে সময়ের মধ্যেই শপথ পড়ানো হতে পারে।'

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, বাদল অধিবেশন শুরুর দিন সাধারণভাবে শপথবাক্য পাঠ করানোর সুযোগ থাকে। তার পর শোকবার্তা পাঠ করে অধিবেশন প্রথম দিনের মতো শেষ হয়। নতুন চার বিধায়কের ক্ষেত্রে নিয়মমাফিক কোনও জবাব রাজভবনের তরফে না এলে প্রথমদিনই শপথ পড়ানো হয়ে যেতে পারে। অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য এ নিয়ে এখনই সরাসরি কোনও মন্তব্য করেননি। তাঁর কথায়, 'রাজ্যপাল চিঠির উত্তর দেবেন কি না সেটা দেখতে হবে। দিলে কী উত্তর দেন, সেটাও দেখার বিষয়। সেটা না জানা পর্যন্ত কোনও মন্তব্য করা যাবে না।' একইসঙ্গে বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'এভাবে উপনির্বাচনে যাঁরা মাঝপথে জিতে আসছেন তাঁদের অধ্যক্ষই শপথবাক্য পাঠ করান। সারা দেশজুড়ে তেমনটাই হচ্ছে।'

পুলিশের 'তোলাবাজি'র প্রতিবাদে শাসানির মুখে কৌস্তভ বাগচি

নিজস্ব প্রতিবেদন: সড়ক পথে রাজ্য পুলিশের তোলাবাজির ঘটনার প্রতিবাদ করতে গিয়ে শাসানির মুখে আইনজীবী তথা বিজেপি নেতা কৌস্তভ বাগচি। এমন ঘটনার কথা নিজের সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে জানিয়েছেন কৌস্তভ স্বয়ং। সেখানে তিনি লেখেন, এক কর্তব্যরত পুলিশকর্মী পথে পণ্যবাহী গাড়ি থেকে তোলা তুলছিলেন। সেই সময় সেই পথেই ফিরছিলেন কৌস্তভ। এই ঘটনা দেখে তিনি প্রতিবাদ করেন। এই প্রতিবাদের ফলস্বরূপ তাঁকে পাল্টা পুলিশি শাসানির মুখে পড়তে হয়। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে জানা গিয়েছে, তাঁকে গালিগালাজ করেন ওই পুলিশকর্মী। এরপরই এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে খড়দহ থানায় অভিযোগ করেছেন এবং

রাজ্যসরকারের অন্যান্য প্রশাসনিক দফতরেও মেল মারফৎ এই ঘটনা জানান।

কৌস্তভের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট থেকে জানা গিয়েছে, এই ঘটনা সোমবার রাতের। খড়দহ থানায় কর্মরত ভিএন তিওয়ারি নামে এক পুলিশকর্মী রাতে বিটি রোডে পণ্যবাহী গাড়ি থামিয়ে তোলা তুলছিলেন। আর সেই কারণে টাটা গেট ও টিটাগড় পৌরসভার মাঝের রাস্তায় অকারণ যানজট তৈরি হয়। কৌস্তভ সেখান দিয়ে যাওয়ার সময়ে এই দৃশ্য দেখে প্রতিবাদ করেন। অভিযোগ, এরপরই ওই পুলিশকর্মী তাঁকে হুমকি দেন, গালিগালাজ করেন। এই পুরো ঘটনার কথোপকথন তিনি সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দেন। একইসঙ্গে খড়দহ থানায় অভিযোগের পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনের কড়া সমালোচনাও করেন তিনি। বিজেপি নেতার দাবি, 'এটাই বর্তমান পুলিশ প্রশাসনের প্রকৃত চিত্র। আইনশৃঙ্খলার ভার শিকেয় তুলে পুলিশ ব্যস্ত তোলাবাজিতে!' আইনজীবী নিজের সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, তিনি এই ঘটনার শেষ দেখে ছাড়বেন।

জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের মেডিক্যাল রিপোর্ট চাইল কলকাতা হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেশন দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের মেডিক্যাল রিপোর্ট চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। দু'সপ্তাহের মধ্যে প্রাক্তন মন্ত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে অগাস্টে মামলার পরবর্তী শুনানির দিন আদালতে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল মঙ্গলবার। আদালত সূত্রে খবর, বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ নির্দেশ দেন, জ্যোতিপ্রিয়র স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে রিপোর্ট জমা দিতে হবে প্রেসিডেন্সি জেলের মেডিক্যাল সুপারকে। আর তা হাইকোর্টে জমা দিতে হবে আগামী ২ অগাস্টের মধ্যে। আদালত সূত্রে খবর, ওইদিনই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে।

অসুস্থতার কারণে চিকিৎসার জন্য অন্তত এক মাস জামিনে মুক্তির আর্জি জানিয়েছিলেন জ্যোতিপ্রিয়র আইনজীবী। ওই মামলাতেই মঙ্গলবার বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ এই

নির্দেশ দেন বলে আদালত সূত্রে খবর। এদিন আদালতে জেলবন্দি প্রাক্তন মন্ত্রীর আইনজীবী মিলন মুখোপাধ্যায় জানান, তাঁর মক্কেলের ওজন কমেছে। একাধিক রোগে ভুগছেন তিনি। কিডনির অবস্থা ভালো নেই। প্রতিদিন শারীরিক অবস্থার অবনতি হচ্ছে। জেলের বাইরে তাঁর যথাযথ চিকিৎসার প্রয়োজন। তিনি আদালতে অভিযোগ করেন, এর আগে একটা পরীক্ষার জন্য প্রেসিডেন্সি জেলে আবেদনের পরেও কাজ হয়নি। এই প্রসঙ্গে পাল্টা ইডির আইনজীবী আদালতে বলেন, 'বাইরে পরীক্ষা করানোর আগে দেখা দরকার, জেল হাসপাতালে সেগুলো করা সম্ভব কি না। এরপরই পুরো বিষয় পর্যালোচনা করে বিচারপতি জ্যোতিপ্রিয়র মেডিক্যাল টেস্টের অনুমতি দেন।'

উল্লেখ্য, গত ২৬ অক্টোবর রেশন দুর্নীতিকাণ্ডে গ্রেফতার হন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। এর আগে একাধিক বার শারীরিক অসুস্থতার কথা জানিয়ে জামিন চেয়েছেন জ্যোতিপ্রিয়। তবে এখনও তাঁর জামিন মঞ্জুর করেনি আদালত। গ্রেফতার হওয়ার পর চিকিৎসার কারণে দীর্ঘদিন এসএসকেএম হাসপাতালে ছিলেন জ্যোতিপ্রিয়। সেখান থেকে তাঁর ঠিকানা এখন প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার। কিন্তু সেখানে তাঁর যথাযথ চিকিৎসা হচ্ছে না বলে অভিযোগ তোলেন তাঁর আইনজীবী।

'প্রমোটারদের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখলে তৃণমূলের দোকানদারি চলবে না', কটাক্ষ অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সোমবার মদন মিত্রকে পাশে নিয়ে দমদমের তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, 'দলীয় কর্মীদের সঙ্গে প্রমোটার কিংবা সমাজবিরোধীদের কোনও সম্পর্ক থাকবে না। অতীতে যদি কোথাও ভুল থাকে। তাহলে সেটা সংশোধন করে নিতে হবে।' তৃণমূল সাংসদের এহেন মন্তব্যের জবাবে মঙ্গলবার পাল্টা খোঁচা দিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তাঁর কটাক্ষ, 'প্রমোটারদের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখলে তৃণমূলের দোকানদারি চলবে না। তৃণমূল নেতাদের ফুটানি উধাও হয়ে যাবে।' প্রাক্তন সাংসদের স্পষ্ট কথা, 'তৃণমূলে দুষ্কৃতী, প্রমোটার ছাড়া আর কেউ নেই। ওঁদের বাদ দিলে পুরো দলটাই ফাঁকা হয়ে যাবে।' অর্জুনের দাবি, একটা শ্রেণি তোলাবাজির টাকা পাচ্ছে। আরেকটা শ্রেণি সেই টাকা পাচ্ছে না। তোলার ভাগবাটোয়া নিয়ে ওদের মধ্যে যত লড়াই চলছে, চলবেও।'

রেশন কারচুপি রুখতে বৈদ্যুতিন ওজন যন্ত্র চালু করল খাদ্য দফতর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিভিন্ন সময় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রেশন বণ্টনের ক্ষেত্রে ওজনে কারচুপির অভিযোগ সামনে এসেছে। এবার সেই নিয়ে বড় পদক্ষেপ নিল রাজ্য। ওজনে কারচুপি রুখতে বৈদ্যুতিন ওজন যন্ত্রের ব্যবহার চালু করছে রাজ্য খাদ্য দফতর। আপাতত পাইলট প্রকল্প হিসাবে এই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ জানিয়েছেন, এর পরের ধাপে রেশন দোকানগুলিতে বৈদ্যুতিন ওজন যন্ত্র রাখা বাধ্যতামূলক করা হবে। যাতে আর কারচুপির ফাঁদে পড়ে বরাদ্দ রেশন থেকে বঞ্চিত না হন গ্রাহকরা। বেশ কয়েক মাস আগেই রেশন-দুর্নীতিকে কেন্দ্র করে তোলপাড় হয়েছে রাজ্য রাজনীতি। এই রেশন দুর্নীতির অভিযোগে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে গ্রেফতার করেছে ইডি। তারপর থেকেই কার্যত নড়েচড়ে বসেছে খাদ্য দফতর। রেশন ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ করতে চলতি বছরে নানা ধরনের ব্যবস্থা চালু করেছে খাদ্য দফতর। দফতরের পোর্টালের মাধ্যমে নতুন রেশন কার্ডের আবেদন গ্রহণ থেকে শুরু করে সব ধরনের পরিষেবা অনলাইনে দেওয়ার উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রেশন সংক্রান্ত কাজের জন্য গ্রাহকদের যাতে বিভিন্ন দফতরে ঘুরতে না হয়, সেদিকেও নজর দেওয়া হয়েছে। যাতে আর কোনও ভাবেই খাদ্য দফতরের বিরুদ্ধে কোনও ধরনের অভিযোগ না ওঠে। এই ব্যবস্থায় ইতিমধ্যে প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ যুক্ত হয়েছেন বলে দাবি করা হয়েছে খাদ্য দফতরের তরফে। দফতরের আধিকারিকেরা জানান, খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থাকে পুরোপুরি অনলাইনে নিয়ে আসার চেষ্টা চলছে। যাতে সবটার উপরে নজর রাখা সম্ভব হয়। ই-পস, অর্থাৎ বুড়ো আঙুলের ছাপ দিয়ে রেশন তোলার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল বৈদ্যুতিন ওজন যন্ত্র। সূত্রের খবর, ই-পস ব্যবস্থা চালু থাকা সত্ত্বেও কোথাও কোথাও গ্রাহকেরা কম রেশন পাচ্ছেন বলে অভিযোগ আসছিল।

এয়ারপোর্টের কাছে হোটেলে অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন: খাস কলকাতায় ফের এক রহস্যজনক মৃত্যু। দমদম বিমানবন্দর সংলগ্ন হোটেল থেকে উদ্ধার হল ভিনরাজ্যের বাসিন্দার দেহ। অনেক ডাকাডাকির পর সাড়া না পেয়ে হোটেলের তরফে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ হোটেলে পৌঁছনোর পর দরজা ভেঙে উদ্ধার করে দেহ। তবে যে অবস্থায় দেহ পাওয়া গিয়েছে, তাতে মৃত্যু স্বাভাবিক কি না তা নিয়ে সন্দেহ দানা বেঁধেছে।

হোটেল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, গত ১৩ জুলাই আন্দামান নিকোবরের বাসিন্দা আর শ্রীনিবাস রাও কলকাতায় এসেছিলেন কর্মসূত্রে। বিমানবন্দর সংলগ্ন হোটেলেই ওঠেন তিনি। দু'দিনের জন্য হোটেলের রুম বুক করেছিলেন তিনি। গতকাল অর্থাৎ ১৫ জুলাই চেক আউট করার কথা ছিল। কিন্তু চেক আউটের সময় পার হয়ে গেলেও তিনি বের হননি। এরপর সকাল সাড়ে ১১টা বেজে যাওয়ার পরও তিনি না বেরনোয় হোটেলের কর্মীরা দরজার কাছে গিয়ে ডাকাডাকি করেন। দীর্ঘক্ষণ কোনও সাড়া না পেয়ে তাঁরা খবর দেন বিমানবন্দর থানায়। পুলিশ দরজা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করতে নজরে আসে ওই ব্যক্তির গলায় নাইলনের দড়ি জড়ানো আর তা বাঁধা পাখার সঙ্গে। তবে খাটের ওপর বসা অবস্থায় রয়েছে শ্রীনিবাস রাওয়ের দেহ। সোমবার রাতেই মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বারাসত হাসপাতালে পাঠানো হযয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, আত্মহত্যার করতে পারে ওই যুবক। তবে কি কারণ, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। মৃতের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

কলকাতার বুকে প্রোমোটারদের দাদাগিরি, 'মার' খেলেন অন্তঃসত্ত্বা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার বুকে বাড়ছে প্রোমোটারদের 'দাদাগিরি'। এবার স্বামীকে মারধরের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে রেহাই পেলেন না সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বাও। প্রোমোটার এবং তাঁর সঙ্গীদের হাতে মার খেতে হল ওই মহিলাকে। এরপরই থানায় প্রোমোটার এবং স্থানীয় ক্লাবের কিছু লোকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন ওই মহিলা। অন্যদিকে অন্তঃসত্ত্বা মহিলার স্বামীর বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ এনেছে প্রোমোটারের লোকজন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তপসিয়ার গোবরা গোরস্থান এলাকায় একটি আবাসনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি ফ্ল্যাট কেনেন ওই দম্পতি। মোট ২৪ লক্ষ টাকায় এই চুক্তি হয় ওই প্রোমোটারের সঙ্গে। এরপর গত মে মাসে ওই দম্পতি এই ফ্ল্যাটে আসেন। প্রোমোটারকে ২১ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল বলে আক্রান্ত দম্পতির দাবি। বলা হয়েছিল, আবাসনের লিফটের কাজ এবং ফ্ল্যাটে যাবতীয় কাজ শেষ হওয়ার পর বাকি ৩ লক্ষ টাকা দেবেন তাঁরা। অভিযোগ, সেই কাজ শেষ না করেই অপু দাস নামে ওই প্রোমোটার বাকি ৩ লক্ষ টাকা চেয়ে বারবার তাগাদা দিতে থাকেন। সঙ্গে দেওয়া হতে থাকে হুমকিও।

এরপর সোমবার সন্ধ্যায় আক্রান্ত গৃহবধূর স্বামী স্থানীয় বাজার থেকে ফেরার পথে প্রোমোটার এবং তাঁর লোকজন ওই ব্যক্তির উপর চড়াও হন বলে অভিযোগ। টাকা চেয়ে মারধর করা হয়। সেই সময় ওই মহিলা স্বামীর চিৎকার শুনে স্থানীয় ক্লাবের সামনে ছুটে এলে তাঁকেও শারীরিকভাবে হেনস্থা করা হয় বলে অভিযোগ। গৃহবধূর দাবি, প্রোমোটার এবং ক্লাবের লোকজন তাঁদেরকে মারধর করেছে। তিনি অন্তঃসত্ত্বা জেনেও গায়ে হাত দিয়েছে প্রোমোটারের লোকজন। পাল্টা প্রোমোটার অপু দাস জানান, তিনি ওই মহিলার গায়ে হাত দেননি। ওই মহিলার স্বামীর সঙ্গে টাকা নিয়ে সামান্য বচসা থেকে হাতাহাতি হয়েছিল। দিনের পর দিন টাকা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। বাকি টাকা দিচ্ছে না। যে কারণে তিনি সেই টাকা চেয়েছিলেন। তাতেই ওই মহিলার স্বামী রেগে গিয়ে মারধর করেন। ঘটনার তদন্ত নেমেছে পুলিশ।

বেলঘড়িয়ার প্রতিবাদী যুবককে সাহস জোগালেন অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আড়িয়াদহ তালতলা স্পোর্টিং ক্লাবের ভেতরে চোর সন্দেহে একজনকে চ্যাঙদোলা করে অনবরত লাঠি পেটানোর ভিডিও ভাইরাল ঘিরে তোলপাড় রাজ্য। যদিও ভাইরাল ভিডিওর সূত্র ধরে পুলিশ উক্ত ক্লাবের 'হোতা' জয়ন্ত সিং-সহ তাঁর অনুগামীদের পাকড়াও করেছে। অথচ তালিবানি কায়দায় সেই অত্যাচারের ভিডিও শেয়ার করে বিপাকে পড়েন বেলঘড়িয়ার ৪ নম্বর উদয়ন পল্লীর রৌনক আবাসনের বাসিন্দা পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়। অত্যাচারের ভিডিও শেয়ার করায় বেলঘড়িয়া থানার পুলিশ নোটিশ দিয়ে পৃথ্বীরাজকে তলব করেছিল। যদিও আদালতের নির্দেশ, কোনওভাবেই পৃথ্বীরাজকে হেনস্থা করা যাবে না। মঙ্গলবার প্রতিবাদী যুবকের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে সাহস জোগালেন প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। স্যালুট জানিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়ে অর্জুন সিং

বলেন, 'আমি এবং দল ওই প্রতিবাদী যুবকের পাশে আছি। তাছাড়া যারা অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন তাঁরাও ওর পাশে আছে।' পুলিশ এখন ওই যুবককে ডেকে সোর্স জানতে চাইছে। তা নিয়েও এদিন প্রশ্ন তুললেন গেরুয়া শিবিরের এই লড়াকু নেতা। তাঁর দাবি, তৃণমূলের খবর তৃণমূলীরাই দেয়। অন্য কেউ দেয় না। কামারহাটিতে তৃণমূলের তিনটে গ্রুপ। তাই ওদের গোষ্ঠী কোন্দলের জন্য ভেতরের খবর বাইরে চলে আসছে। প্রাক্তন সাংসদের বার্তা, অত্যাচারের হাত থেকে বাংলা বাঁচাতে প্রতিটি বাড়ি থেকে একজন করে যুবককে লড়াইয়ে সামিল হতে হবে। অন্যথায় বাংলা বাঁচবে না। অপরদিকে প্রতিবাদী যুবক পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায় বলেন, প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন। এতে তাঁর মনোবল অনেকটাই বাড়ল। সুতরাং অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই জারি থাকবে। পৃথ্বীরাজের দাবি, তালতলা স্পোর্টিং ক্লাবের অত্যাচারের ভিডিও ২০২১ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত চাপা ছিল। কেউ জানতো না। কিন্তু ভিডিও ভাইরাল হতেই শাসকদল ও প্রশাসন অস্বস্তিতে পড়েছে। যদিও পুলিশি চাপ এবং পুলিশি হেনস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন প্রতিবাদী এই যুবক।

কাঞ্চনজঙ্ঘা দুর্ঘটনার সেফটির তদন্ত রিপোর্ট জমা করল রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: জমা পড়ল কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস দুর্ঘটনা নিয়ে কমিশনার অব রেলওয়ে সেফটির তদন্ত রিপোর্ট। রিপোর্টে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, 'শুধু চালকের দোষে নয়, দুর্ঘটনা ঘটেছিল ট্রেন অপারেশন কাজের গাফিলতির জন্যও'। সূত্রে খবর, সঠিক মেমু না দেওয়া, সিগন্যালিং ব্যবস্থায় ধারাবাহিক ত্রুটি, এমনকি চালক ও সহকারি চালকদের সঠিক প্রশিক্ষণ না থাকার জন্যই উত্তরবঙ্গে এত বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে এই রিপোর্টে।

একইসঙ্গে রেল বোর্ডের কড়া সমালোচনা করা হয়েছে ওই তদন্ত রিপোর্টে বলেও জানা গেছে। কারণ,

দুর্ঘটনার পরই চালকের ঘাড়ে দোষ দিয়েছিল রেলবোর্ড। সেখানে এই রিপোর্টে যথেষ্ট প্রশ্নের মুখে পড়েছে রাঙাপানি স্টেশন মাস্টারের ভূমিকাও। রিপোর্টে এও বলা হয়েছে, ট্রেন চালকদের কাজের জন্য পর্যাপ্ত মেমোর অভাব ছিল।

প্রসঙ্গত, গত ১৭ জুন শিয়ালদাগামী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। এনজেপি স্টেশন ছাড়ার পরই একটি মালগাড়ির সঙ্গে ধাক্কায় ১১ জন মারা যান। চিফ কমিশনার অব রেলওয়ে সেফটি নিজে তদন্ত শুরু করেছিলেন। রাঙাপানির স্টেশন মাস্টারকে সাসপেন্ডও করা হয়। দুর্ঘটনার পর ১৯ জুন ক্লোজ করা হয় তাঁকে। সম্প্রতি তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তার আগে আরও তিনজনকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল। বলা বাহুল্য বড় প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে ভারতীয় রেল।

শংসাপত্র না মেলায় নার্সিং কলেজে পড়ুয়াদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন: চাকরি দেওয়ার নামে শহর কলকাতায় ফের প্রতারণার ঘটনা। প্রতারণার শিকার এবার নার্সিং শিক্ষার্থীরা। পুলিশ সূত্রে খবর, এই প্রতারণার ঘটনা ঘটেছে গড়িয়া স্টেশন এলাকার শ্রীনগরের এক নার্সিং কলেজে। সেখানে চাকরি দেওয়ার নাম করে লক্ষাধিক টাকার প্রতারণার অভিযোগ ওঠে। এরপরই ওই বেসরকারি নার্সিং কলেজে সোমবার রাতে ভাঙচুর চালান পড়ুয়ারা। কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ নথিবদ্ধ হওয়ার পরই ওই নার্সিং কলেজের প্রধান মানিকলাল জানাকে আটক করে পুলিশ। পড়ুয়াদের অভিযোগ, তাঁরা লক্ষাধিক টাকা দিয়ে এই কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু দু'বছর কেটে গেলেও তাঁরা কোনও শংসাপত্র হাতে পায়নি কলেজ থেকে। এমনকি টাকা ফেরত চাইলেও দুর্ব্যবহার করা হয় তাঁদের সঙ্গে। একইসঙ্গে কলেজ থেকে আসল যে শংসাপত্র চাওয়া হয়েছিল সেগুলিও মিলছে না। ফলে অন্য কোথাও ভর্তিও হতে পারছেন না তাঁরা। এরপই এই ঘটনার বিচার চেয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন পড়ুয়ারা।

এদিকে কলেজের প্রধান মানিকলাল জানার বক্তব্য, 'অনেক ছাত্রী সম্পূর্ণ কোর্স না করেই কলেজ ছেড়ে দিতে চাইছেন। তাঁদের নামের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। তবে সবাইকে টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। অনেককে চেকের মাধ্যমে টাকা মিটিয়েও দেওয়া হয়েছে।' পড়ুয়াদের দাবি, যত দ্রুত সম্ভব নগদে টাকা মিটিয়ে দিতে হবে।

সবজির দামে রাশ টানতে বাজারে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আলু, পটলের মতো বাঙালির পাতে দেওয়ার অত্যন্ত পরিচিত শাকসবজি কিনতে গিয়ে নাভিশ্বাস উঠছে সাধারণ মানুষের। তবে মঙ্গলবারেও কলকাতার বাজারে পটলের দাম ছিল ৩০ টাকা কেজি। উচ্ছে কিনতে হচ্ছে ৫০ টাকা কেজিতে। ঢ্যাঁড়সের দাম ৬০ টাকা কেজি, টমেটো কেজি প্রতি ৮০ টাকা। শসা ৫০ টাকা কেজি, ঝিঙে ৪০ টাকা কেজি। বেগুন ৫০ টাকা, বিনস ৩০ টাকা কেজি। আদা-রসুন তো পাল্লা দিয়ে বাজার হাঁকাচ্ছে। আদা ২০০ টাকা কেজি, রসুন ২৫০ থেকে ৩০০ টাকা এক কেজির দাম। কাঁচা লঙ্কা ১০০ টাকা কেজি। আর তাতে রাশ টানতে অবশেষে ময়দানে নামল এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ। টাস্ক ফোর্সের পাশাপাশি এবার নজরদারিতে ইবি। শহরের বাজারদর খতিয়ে দেখতে উল্টোডাঙায় সবজির পাইকারি বাজারে মঙ্গলবার সকালে একযোগে হানা দেন টাস্ক ফোর্স ও ইবি প্রতিনিধিরা।

গত কয়েকদিনে শাকসবজির দাম আকাশ ছোঁয়া হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায়। ১০ দিনের সময়সীমা নির্ধারণ করে দেন তিনি। ইবি ও টাস্ক ফোর্সকে নির্দেশ দেওয়া হয় বাজারে ঘুরে ১০ দিনের মধ্যে দাম নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এরপর থেকেই কলকাতার পাইকারি থেকে খুচরো বাজারে নজরদারি শুরু হয়। মঙ্গলবার টাস্ক ফোর্সের প্রতিনিধিরা হাজির হন সবজির পাইকারি মার্কেটে। যেখান থেকে সবজি যায় বাগুইআটি, দমদম, কেষ্টপুর, নাগেরবাজারের সমস্ত বাজারে।

টাস্ক ফোর্সের মতে, পাইকারি বাজারের কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর কারণে দাম বাড়ছে। তাঁরা দাম বাড়াচ্ছেন, তাই খুচরো বাজারে সবজির দাম বাড়ছে। সমস্ত বাজার ঘুরে অসাধু ব্যবসায়ীদের তালিকা করে তা নবান্নেও পৌঁছে দেওয়া হবে বলে খবর। একইসঙ্গে টাস্ক ফোর্সের প্রতিনিধিদের দাবি, খুব শীঘ্রই বাজারদর নিয়ন্ত্রণে আসবে।

প্রশ্নের মুখে প্রাথমিকের ৪২ হাজার চাকরির নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখে প্রাথমিকের ৪২ হাজার চাকরির নিয়োগ প্রক্রিয়া। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ২০১৬ সালের প্রাথমিক টেটের মেয়াদ উত্তীর্ণ পুরো প্যানেল প্রকাশের নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। আদালত সূত্রে খবর, মামলার পরবর্তী শুনানি ৩০ জুলাই।

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের জন্য ২০১৪ সালে টেট হয়। ২০১৬ সালে সেই প্যানেল অনুসারে ৪২ হাজার নিয়োগ হয়। সেই নিয়োগকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন এক চাকরিপ্রার্থী। এই মামলাকারী ২০১৬ পরীক্ষা দিলেও প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত হননি। তাই ৫ শতাংশ অতিরিক্ত প্যানেল প্রকাশের আবেদন জানান। যদিও সেই প্যানেল প্রকাশ করেনি বোর্ড।

মঙ্গলবার এই মামলাই ওঠে বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে। সেখানেই প্রাথমিক পর্ষদকে বিচারপতি সিনহার নির্দেশ, 'আপনারা ডেড প্যানেলই প্রকাশ করুন। মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল দেখতে চাই।' এরই পাশাপাশি মামলাকারীকে বিচারপতির প্রশ্ন, যদি মূল প্যানেল প্রকাশিত না হয়, অতিরিক্ত প্যানেল কীভাবে প্রকাশিত হবে? মামলাকারীর আইনজীবী দিব্যেন্দু ভট্টাচার্যের বক্তব্য, 'বোর্ড মেরিট লিস্ট করেনি। অতিরিক্ত ৫ শতাংশের তালিকাও প্রস্তুত করেনি। বোর্ড বার বার বলেছে, প্যানেলের মেয়াদ উত্তীর্ণ।' বোর্ডের পালটা যুক্তি, 'নম্বর প্রকাশিত হয়েছে। নম্বর ব্রেক আপের সঙ্গে দেওয়া হয়েছে। মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল প্রকাশিত করা সম্ভব নয়।' দুপক্ষের বাদানুবাদ শোনার পর বিচারপতি সিনহার স্পষ্ট নির্দেশ, আগামী ১৫ দিনের মধ্যে মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল প্রকাশ করতে হবে।

সম্পাদকীয়

আইন নিজেদের হাতে না নিয়ে পুলিশ ও প্রশাসনে ভরসা রাখতে হবে, নইলে বিপদ

সল্টলেকের পোলেনাইট এলাকাতেও মোবাইল চুরির অভিযোগে এক যুবককে পিটিয়ে মারা হয়! এ ছাড়া সম্প্রতি ছেলেধরা সন্দেহে মানসিক ভারসাম্যহীন অনেক মহিলাকে শারীরিক ভাবে হেনস্থা করার বিভিন্ন খবরও সংবাদপত্র পড়েই জানতে পেরেছি! মোদ্দা কথাটা হল; কোনও একটা ঘটনা ঘটলে পুলিশ-প্রশাসনের দ্বারস্থ না হয়ে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা মারাত্মক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে! এর অন্যতম কারণ হল; হতাশা অথবা অবসাদ! জীবনে চলার পথে প্রত্যেক মানুষেরই নানান ধরনের অপূর্ণতা ও অপ্রাপ্তি থাকে! রক্তমাংসের মানুষ আমরা! স্বভাবতই আমাদের প্রত্যেকের মনে আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা; এগুলো থাকবেই! আর এগুলি যখন পূর্ণতা না পায়, তখন তৈরি হয় সুতীব্র ক্ষোভ! আর এই ক্ষোভ ধীরে ধীরে হতাশা বা অবসাদে পর্যবসিত হয়! আর্থিক অনটন, সাংসারিক টানাপড়েন, কর্মক্ষেত্রে হয়রানি, অফিসে বসের চাপ, দাম্পত্য কলহ; ইত্যাদির অভিঘাতে জর্জরিত মানুষ সঠিক জায়গায় ক্ষোভ উগরাতে না পেরে ছটফট করতে থাকে! নিজের অবদমিত সেই আক্রোশেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বৌবাজার, সল্টলেকের মতো ঘটনায়! যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে শাসক দল ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুবাদেও সুবিধা তোলে অনেকে! সম্প্রতি চোপড়া এলাকায় বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িত থাকার অভিযোগে এক মহিলাকে বাঁশের কঞ্চির গোছা দিয়ে মারধরের অভিযোগ উঠে এসেছে তাজিমুল হক নামক এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে! এ সব ক্ষেত্রে পুলিশকে সক্রিয় পদক্ষেপ করতে হবে! শাসক দলের লোক হলেও অভিযোগ পেলে সংশ্লিষ্ট অভিযোগ খতিয়ে দেখে মারধরে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করতে হবে! আর আমাদের মতো যারা দিন আনা দিন খাওয়া মানুষ, তাদের সব সময়ই একটা কথা মাথায় রাখতে হবে; কোনও অবস্থাতেই আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া যাবে না! পুলিশ-প্রশাসনের প্রতি আস্থা ও ভরসা রাখতে হবে! সন্দেহভাজনের উপর নিজেদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ না ঘটিয়ে তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে হবে!

আনন্দকথা

কাছে মাস্টার বসিয়া আছেন দেখিয়া তিনি কেশবকে বলিতেছেন, ‘‘ইনি কেন ওখানে (দক্ষিণেশ্বরে) যান না; জিজ্ঞাসা করত গা; এত ইনি বলেন, ‘মাগছেলেদের উপর মন নাই’!’’ মাস্টার সবে এক মাস ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করিতেছেন। শেষে যাইতে কয়দিন বিলম্ব হইয়াছে তাই ঠাকুর এইরূপ কথা বলিতেছেন। ঠাকুর বলিয়া দিয়াছিলেন, আসতে দেরি হলে আমায় পত্র দেবে।

ব্রাহ্মভক্তেরা শ্রীযুক্ত সামাধ্যায়ীকে দেখাইয়া ঠাকুরক বলিতেছেন, ইনি পণ্ডিত, বেদাদি শাস্ত্র বেশ পড়িয়াছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, হাঁ, এঁর চক্ষু দিয়া এঁর ভিতরটি দেখা যাচ্ছে; যেমন সার্সীর দরজার ভিতর দিয়া ঘরের ভিতরকার জিনিস দেখা যায়।

শ্রীটুক্ত ত্রৈলোক্য গান গাইতেছেন।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

জারিনা ওয়াহাভ

১৯৩০ *বিশিষ্ট চিত্র নির্দেশক শচিন ভৌমিকের জন্মদিন।*

১৯৫৯ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী জারিনা ওয়াহাভের জন্মদিন।*

১৯৬৪ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী কিরণ জুনেজার জন্মদিন।*

বাড়িয়ে দাও তোমার হাত

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

হ্যাঁ, হাত বাড়ানোর কথা বলছি। বলছি একটা শক্ত হাতের কথা। এখন সেই হাতের খুব প্রয়োজন। আসলে যা হবে এক যথার্থ ভালোবাসার হাত। আর যে হাতে থাকবে একটা পাওয়ার। মানে যাকে মান্য করা যায়। অভিভাবক গোচের একজন সে হাত ধরবে। যে হাত শিখিয়ে দেবে কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ। মানে সেই হাত হবে আমাদের চোখ। সেই হাত হবে আমাদের মন। যাকে বিশ্বাস করা যায়, যাকে সম্পূর্ণ ভরসাও করা যায়। এক কথায় যে হাত নির্ভরযোগ্যতার হাত। সেই হাত তোমার বাবার হতে পারে, সেই হাত তোমার মায়ের হতে পারে। হতে পারে কোনো ভালবাসার, কোনো বন্ধুর সেই হাত। যা আকারে ছোট কিন্তু ব্যঞ্জনায় বৃহৎ। হতে পারে আমাদের তা এক সুস্থ সমাজের। চলুন তবে না হয় এক এক করে পাইচারীই করে আসি।

প্রথমেই আসবো বাবা মায়ের কথায়। মনে করা হয় বাবাদের থেকে মায়েরাই শিশুদের সময় দেন বেশি। তাই মায়ের সার্বিক শিক্ষার উপর যাবতীয় শিশুর ভালো মন্দ নির্ভর করে অনেকাংশেই। কিন্তু অধিকাংশ মায়েরাই জানেন না কিভাবে শিশুদের মানুষ তথা লালন-পালন করতে হয়। আর সব থেকে কষ্টের ব্যাপার হলো তারা যে যথাযত লালন-পালনের টেকনিক জানেন না এটা তারা কোনো মতেই স্বীকার করেন না। দেখেছি এমন অনেক মায়েরা আছেন যারা স্বামীদের কোনোমতেই পাত্তা দেন না। ভাবখানা এমন যে আমাদের টিভি টিভিয়ালে সব জ্ঞান হয়ে গেছে। তোমরা বাইরে থাকলেই সব জানবে এমন কোনো কথা নেই। আর বাস্তব থেকেই তো সব সিরিয়াল হয় নাকি! স্বামীটি আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই বুঝে চুপচাপ থাকেন। আর মনে মনে ভাবেন ওরকম চড়া মেকআপে বাড়িতে বেনারসি পরে পালং শাক কাটে কি বাস্তবে! আর মা মেয়েকে হালকা হাওয়ার জন্যে বিয়ার খাওয়াচ্ছেন -এও কি বাস্তবে সম্ভব! আবার সব সিরিয়ালের নারী চরিত্রের একাধিক বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক — এও কি বাস্তবে হয়! আর ভালো মেয়ে নয়ত দজ্জাল শ্বাশুড়ী বা উল্টোটা কি সত্যিই বাস্তব! না, কিছু মেলে না। একটা ঝংকার — তাহলে আর সিরিয়ালগুলো চলত না। আর তুই হা হয়ে বসে আছিস কেনো? যা অঙ্কগুলো কর। আমি এই পরের সিরিয়ালটা দেখেই আসছি। বুঝুন! এইভাবেও নাকি পড়াশুনো হয়! ভাবা যায়! আরে বাচ্চাটা যে ওই অঙ্কটা কিছুতেই বুঝতে পারছে না — সেটাই বোঝাতে পারলো না। তবে বাকি ঐরকম সেম অঙ্ক সে কি করে পারবে তাই তো বুঝে উঠতে পারছে না। আবার এখনও ঠিক বাইশ মিনিট সিরিয়ালটা শেষ হতে বাকি। তবেই বুঝুন! কত গার্জেন দের যে টিভি দেখা আর সব্জি কাটার কাজ একসঙ্গে করতে গিয়ে হাতের আঙ্গুল কেটে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। এবার আপনারা ভাবুন এভাবে কি সন্তানের কাছে নির্ভরযোগ্যতার হাত বাড়ানো যায়! না, অবশ্যই বাড়ানো যায় না। এমন অনেক মা বাবাকে দেখা যায় যে তারা শারীরিক দিক থেকে বেশ সুশ্রী ও ফিটফাট হলেও বাচ্চা একেবারেই লিকলিকে প্যাংলা। নিশ্চই সেভাবে কেয়ার করা হয় না। মানবেন তো?

আসছি বাবাদের কথায়। তারা বাইরের কাজে ব্যস্ত। সেভাবে হয়তো সময় দিতে পারেন না। যারা সত্যিই ব্যস্ততায় পারেন না তাদের কথা বলছি না। আর যারা সময় দিতে পারেন না এটাকে ছুঁতো হিসাবে ব্যবহার করেন তারা বাচ্চাকে কত ভালোবাসে বুঝে নিন। এমন অনেক পুরুষ গার্জেনকে আপনি আমি চিনি যে বাচ্চার কোনো কিছুই তেমন খবর রাখেন না। এমনকি এখন বাচ্চা কোন ক্লাসে পরে তারা তাও জানেন না। বললে হয়তো বলবেন ওই ওয়ানের আগে যে ক্লাস থাকে সেই ক্লাস। কেনো আপনি সঠিক জানেন না কেনো? আসলে ওর পড়াশুনোর দিকটা ওর মা’- ই দেখে। অথচ আপনি জেনে অবাক হবেন যে ওই পুরুষ অভিভাবক উচ্চ শিক্ষিত। ভালো চাকরিও করেন। তবে! তবে এই কথায় পার পায়নি বাচ্চার স্কুল মিটিংএ। সেখানে এই সময় না পাওয়ার কথা বললে ম্যাডাম জানিয়ে দেন যে সময় আপনার বের করতে হবে,সন্তান আপনার। আপনি আপনার সন্তানকে ভালোবাসলে তার জন্যে একটু বেশি সময় কি আপনি বের করতে কিছুতেই পারেন না। আজ আপনি ওকে দেখলে কাল ওর রেজাল্ট আপনি দেখবেন। আপনি কি সন্তানের ভালো ফলের আশা করেন না? পুরুষ গার্জেনটি নিরুত্তর থাকেন। জানলে অবাক হবেন তারপর থেকে ওনার বাচ্চার প্রতি বাড়িয়ে দেওয়া সেই ভালোবাসার হাতে অচিরেই ভালো রেজাল্ট দেখতে পান। তাই মনে হয় চেষ্টা করলে কি না হয়।

আগেকার দিনে ভালো অভিভাবক পাওয়া যেত। মানে রক্তের সম্পর্ক ছাড়াও অনেকে ভালো অভিভাবক। তখন একটা গ্রামে বাবার বয়সি সবাই অভিভাবক। সবাই শাসন করতে পারত। অবশ্যই ভালো পরামর্শ তথা শাসন। এখন তো তা আর হয় না। অভিভাবক এখন আর কোনোরকম অন্য কারো অভিভাকত্ব সহ্য করেন না। অনেক আগেই স্কুল থেকে বেত উঠে গেছে। সুতরাং সে লেভেলের আর শাসন নেই। বরং অনেক অভিভাবক খোঁজ নেন কোনো টিচার কোনো রকম কোনো কটু কথা তার সন্তানকে বলেছেন কিনা। অথচ খোঁজ নেন না বাচ্চা আজ পড়াশুনো ঠিকমত করেছে কিনা। এমনও শুনেছি যে কোনো গার্জেনকে কোনো বাচ্চার প্রতি সামান্য কমপ্লেন সেই টিচারের সম্পর্কে হেড টিচারের কাছে পৌঁছায় নালিশ। এই তো অবস্থা!

আর এই অবস্থার মধ্যে আপনি ভালো সমাজের আশা করবেন কি করে! আগেকার দিনে একটা ভালো পরিবেশ ছিল। একটা মানবিক দিক ছিল। এখন তো আর তা দেখা যায় না। আর যাবেই বা কি করে? মানুষ আজ ভীষণ স্বার্থপর। শুধু নিজেরটা বোঝে। কে কত কাকে ভালোবেসে তা তো করোনা কলে দেখা গিয়েছে। আমরা দেখেছি নিজের সন্তানকে ফেলে বাবা পালাচ্ছেন। কি ভয়ানক দৃশ্য। না, আমরা কেউ সেই করোনা কাল চাই না। আমরা প্রত্যেকে একটা ভালো সমাজ চাই। কিন্তু তা পাই না। কারণ এটা প্রত্যেকে জানি যে ঘরের পরিবেশে আমরা একটা বড়ো জীবনকে ধরে রাখতে পারবো না। তাই বাইরে আমাদের যেতেই হবে। এখন বাইরেও পরিবেশ খারাপ হলে জীবন চলবে কি করে? তাই আমাদের আরও সচেতন হওয়ার প্রয়োজন। কিন্তু তা তো কোনোভাবেই হয় না। কারণ অনেকেই আছেন এই উন্মুক্ত পরিবেশে নিজেকে সামলাতে পারেন না। অনেকেই উৎসৃঙ্খল হন। তবে যে বয়সে না বুঝে হয় সে অবধি মানা যায় কিন্তু যারা সব কিছু জেনে বুঝে করেন তাদের কথা আপনি মানবেন কি করে! তাহলে কি এটাই বুঝে নিতে হবে তারাই হলো আমাদের সমাজের আসল কালপিট! হয়তো।

এবার আসি বন্ধুর কথায়। ভুল বললাম। বন্ধুত্বের কথায়। আমরা যা সহজে বাবা মায়ের কাছে আলোচনা করতে পারি না তা পারি বন্ধুর কাছে শেয়ার করতে। তবে সমবয়সী বন্ধুর বুদ্ধি আর কতই বা হবে! তাই তাতে ভুল হাওয়ার সম্ভবনা প্রবল। তাই বন্ধু যদি একটু সিনিয়ার হয় তো কোনো কথাই নেই। তবে যে হাতের কথা আমি আজকে বলছি সেটা এই বন্ধুত্বের মধ্যে সব থেকে বেশী দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, কোনো বন্ধুই আরেক বন্ধুর প্রাণ বাঁচাতে এগিয়ে এসেছে। আবার দেখা গেছে আপনার কোনো অপরিচিত ব্যক্তি আপনাকে কোনো স্বার্থ ছাড়াই আপনাকে সাহায্য করেছে। এমন অনেক মানুষ আছেন যারা ভালো কাজ করতে বিশেষ তৎপর হয়েছেন কোনো স্বার্থ ছাড়াই। আমরা করোনা কালে তা তো ভীষণ ভাবে দেখেছি। সুতরাং ভালো মানুষ, ভালো কাজের মানুষ আজ মোটেই বিরল নয়। এখনও আমাদের সমাজে অনেক অনেক ভালো চিন্তার মানুষ রয়েছেন। আর যারা রয়েছেন তারা নিঃশব্দে কাজ করে চলেছেন। হ্যাঁ, আমি তাদের বাড়িয়ে দেওয়ার হাতের কথা বলেছি। একটা সমাজ, রাজ্য, দেশ সফল হতে পারে শুধু তাদেরই গুনে। আমি মানুষ — এটা যেন আমরা ভুলে না যাই। আমাদের সভ্যতা, আমাদের শিক্ষা, আমাদের রুচিবোধ, আমাদের মূল্যবোধ, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের আচার-আচরণ সবেতেই যেনো একটা ভালবাসা থাকে। আমার কি পারি আর কি করতে পারি না সেটা না ভেবে আমরা চেষ্টা তো করতে পারি। আমি চেষ্টা করলেই আমি সফল হবো, আমি চেষ্টা করলেই আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো। আমাকে কোনো শক্তি কোনো ভাবেই টলাতে পারবে না যতক্ষণ না আমি থামবো- এই আমাদের লক্ষ্য হাওয়া উচিত।

আমার ভালোবাসায় গড়ে উঠবে আমার উত্তরপুরুষ। মানে আমার সৎ কর্মে আমার উত্তরপুরুষ প্রজন্ম বাহিত হবে — এ তো গর্বের বিষয়। একটা ভালোবাসার হাত কি পারে না এই সভ্য সমাজে বাড়িয়ে দিতে তার নিজের হাত? পারলে নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করুন। উত্তর পেয়ে যাবেন। তাও যদি না পান তবে হৃদয়ের কাছে যান। সে আপনাকে ফেরাবে না — কথা দিলাম।

অর্থনীতিতে কম নম্বর বিশ্ববরেণ্য অর্থবিদ কেইন্‌সকে খুবই ব্যথিত করেছিল

সুজন কুমার দাস

জন মেনার্ড কেইন্‌স যে ভবিষ্যতে একজন বড় মাপের প্রথিতযশা স্বনামধন্য একজন ব্যক্তিত্ব হবেন তার আভাস শৈশবেই ফুটে উঠেছিল তাঁর বিভিন্ন আচরণ ও চিন্তনে। কিন্তু তিনি যে এত বড় মাপের যুগান্তকারী অন্যতম সেরা অর্থবিজ্ঞানী হবেন সেটা মোটেও বোঝা যায়নি। কেইন্‌স ১৯০১ সালে কিংস কলেজে প্রবেশ করেন। সেই সময় আর এক মহান ধ্রুপদী ধনবিজ্ঞানী আলফ্রেড মার্শালের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও নিরন্তর উদ্যোগে অর্থনীতি বিষয়ে ট্রাইপস (Tripos) পরীক্ষা চালু হয়েছিল। কেইন্‌স সেই পরীক্ষার জন্য মোটেও আগ্রহ দেখাননি। ১৯০৩ সালে কেইন্‌ স গণিতশাস্ত্রে ট্রাইপস পরীক্ষা দিয়ে দ্বাদশ স্থান দখল করেন। বেশ অভিনন্দন যোগ্য রেজাল্ট। গাণিতিক দর্শন তাঁর খুব প্রিয় হলেও গণিতে কেইন্‌সের সহজাত পারদর্শিতা কিন্তু ছিল না। আসলে তখন পর্যন্ত কেইন্‌ স ছিলেন একটা দিশাহীন নৌকা। ভবিষ্যৎ জীবনে কি হবেন তা জীবনের প্রারম্ভে নির্ণয় করে উঠতে পারেননি। এর মূল কারণ ভবিষ্যৎ নয়, বর্তমানটাই তাঁর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সবাই তাঁর এই চিন্তার প্রতিফলন পাই তাঁরই সেই বিখ্যাত উক্তিতে — In the long run we all are dead. অর্থাৎ ভবিষ্যতে আমরা সবাই মৃত। এই নীতি অনুযায়ীই কেইন্‌ স ভবিষ্যৎ নিয়ে কম ভাবতেন এবং বর্তমান কে গুরুত্ব দিয়ে আঁকড়ে ধরে থাকতে ভালোবাসতেন। যে কারণে তাঁর অর্থনৈতিক আলোচনা ও তত্ত্বে বর্তমানকেই গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছেন।১

এই সময়ে কেইন্‌স সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার জন্য মনঃস্থির করেন, আবার ভবিষ্যতে ব্যারিষ্টার হবার কথাও ভাবেন। এ সবের থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে কোন সুনির্দিষ্ট পেশা তিনি ভবিষ্যৎ জীবনে অবলম্বন করবেন সেটা তখনও তিনি স্থির করে উঠতে পারেননি। এমন কি সক্রিয় রাজনীতি করার কথাও তাঁর মাথায় কখনও কখনও খেলা করেছে। অর্থনীতি যে তাঁর প্রধান আলোচ্য বিষয় হবে এটা তখনও বুঝতে পারা যায়নি। তবে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম কর্ণধার অ্যালফ্রেড মার্শাল কেইন্‌স কে পেশাদারী অর্থনীতিবিদ করে তোলবার জন্য পিতা এবং পুত্রের উপর প্রথম থেকেই চাপ সৃষ্টি করেছিলেন।

১৯০৬ সালে তিনি যখন সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসেন তখন অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে অর্থনীতি ছিল তাঁর অন্যতম একটি ঐচ্ছিক বিষয়। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতিপর্ব চলার সময়ে তিনি অ্যালফ্রেড মার্শালের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন এবং নিয়মিত তাঁর নিকট অর্থনীতির পাঠ নিতেন। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক পিগুও প্রতি সপ্তাহে একদিন প্রাতরাশের টেবিলে বসে কেইন্‌সের সঙ্গে অর্থনীতি আলোচনা করতেন।

১৯০৬ সালের প্রথম দিকে ‘সিভিল সার্ভিস’ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বসমেত ১০৪ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হন এবং কেইন্‌স দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন ‘অটো নিয়েমেয়ার’। ইনি পরে ‘স্যার’ উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯০৬ সালের ৭ ই নভেম্বরে অক্সফোর্ড ম্যাগাজিন সাপ্লিমেন্টে পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয় এবং সবথেকে বিস্ময়ের ব্যাপার যে অর্থনীতিতে কেইন্‌সের রেজাল্ট একেবারেই আশানুরূপ হয়নি। এই পরীক্ষায় তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রথম হন, গণিতে অষ্টাদশ স্থান, অর্থনীতিতে সপ্তম স্থান, ইংল্যান্ডের ইতিহাসে দ্বাদশ স্থান পান। সর্বমোট ৬০০০ নম্বরের মধ্যে ৩৪৯৮ নম্বর পেয়ে কেইন্‌স দ্বিতীয় হন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষাতে এই ফললাভ করায় কেইন্‌স অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। এই সময়ে প্রখ্যাত সাহিত্যিক লিটন্ স্ট্র্যাচি-কে লিখিত একটি চিঠিতে তিনি তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন — ‘আমার পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরগুলি এসে পৌঁছেচে এবং আমাকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ করে দিয়েছে। বস্তুত পরীক্ষায় সাফল্যের পথে জ্ঞান একটি সুনিশ্চিত বাধা বলে মনে হয়। গণিত এবং অর্থনীতি-যে দুটি বিষয়ে আমার জ্ঞান সুগভীর সেই দুটি বিষয়েই আমি সবচেয়ে খারাপ করেছি। আমি গণিতের থেকে ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে বেশী নম্বর পেয়েছি-এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? অর্থনীতিতে আমি অপেক্ষাকৃতভাবে শতকরা কম নম্বর পেয়েছি এবং গুণানুসারে অষ্টম অথবা নবম স্থান অধিকার করেছি-কিন্তু এই (অর্থনীতি) বিষয়ের দুটি পত্রেরই বিষয়বস্তু আমি বস্তুত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানতাম। অপরদিকে যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়টির জন্য আমি পনেরদিনেরও কম সময় ব্যয় করেছি, সেই বিষয়টিতেই আমি অতি সহজে সবাইকে টপকে প্রথম হয়েছি।’

কেইন্‌ সের অপরিসীম আত্মপ্রত্যয় এই চিঠির ভাষা থেকেই বোঝা যায়। অর্থনীতিতে আশানুরূপ ফল লাভ না করতে পারার জন্য কেইন্‌স পরীক্ষকদের অজ্ঞতাকেই দায়ী করেছিলেন। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ রয় হ্যারড কেইন্‌স সম্পর্কে তাঁর লেখা বইয়ে লিখেছেন — কেইন্‌সের ক্রোধ পরবর্তীকালে যে উক্তিটির মধ্যে দানা বেঁধে প্রকাশ পেয়েছিল সেটি হল-‘স্পষ্টত আমার পরীক্ষকদের থেকেও অর্থনীতিতে অধিক ব্যুৎপত্তি আমার আছে’।

এই সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কেইন্‌স ইণ্ডিয়া অফিসের Military Department এ অধস্তন কেরানী হিসাবে ১৯০৬ সালের অক্টোবর মাসে যোগদান করেন। ১৯০৮ সালের ইণ্ডিয়া অফিসের চাকুরিতে ইস্তফা দিলেও তাঁর সঙ্গে ইন্ডিয়া অফিসের সংযোগ ছিন্ন হয়ে যায়নি। তাঁর পুরাতন সহকর্মীরা তাঁকে নানান রকমের তথ্যাদি প্রদান করে, পরিসংখ্যান যুগিয়ে এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাঁকে সাহায্য করতেন। তারই ফলস্বরূপ ১৯০৯ সালের মার্চ মাসে ইকনমিক্ জার্ণালে তিনি ‘রিসেন্ট ইকনমিক্ ইভেন্টস্ ইন্ ইণ্ডিয়া’ শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

এখন স্বাভাবিকভাবেই পাঠকদের মনে কৌতূহল হতে পারে — ভারতবর্ষ নিয়ে এই বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ কেইন্‌সের ধারণা বা ভাবনা কিরূপ ছিল? তাঁর বিভিন্ন লেখাতে ভারতের অর্থনৈতিক প্রগতির কথা গুরুত্ব দিয়ে বললেও, ভারতের স্বাধীনতা কখনও বিবেচনার মধ্যেই আনেননি। তাঁর ভারতবর্ষ ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি উপনিবেশ মাত্র। ভারতের নাগরিকরা অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল থাকুক, ভালো থাকুক, এটা তিনি অবশ্যই কামনা করতেন। কিন্তু সেটা ব্রিটিশ শাসনাধীন পরাধীন ভারতবাসী হিসেবে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হোক, এটা তিনি কখনই চাইতেন না। এমনকি ভারতবাসীদের স্বাধীনতা লাভের যোগ্য বলেও মনে করতেন না।

অর্থনীতিতে বৈপ্লবিক বই ‘জেনারেল থিওরি’ এর লেখক, অত্যন্ত প্রতিভাবান এই অর্থনীতিবিদ পৃথিবী ত্যাগ করেন ১৯৪৬ সালের ২১ শে এপ্রিল। পরদিন, অর্থাৎ ২২ শে এপ্রিল বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা ‘দ্যা টাইমস’ এ যে বড়সড় শোক বার্তা প্রকাশিত হয়। ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে ইকোনোমিক জার্নালে অর্থনীতিবিদ অস্টিন রবিনসন কেইন্‌সের উপর একটি সুবৃহৎ মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখেছেন ,সেখানে লিখেছেন — কেইন্‌সের মধ্যে যে সব দুর্লভ গুণের সমাবেশ হয়েছিল, পৃথক পৃথকভাবে দেখলে একটি একটি করে গুণগুলি বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পেলেও পাওয়া যেতে পারে, তবে একই ব্যক্তির মধ্যে ঐ সব গুণের সমাবেশ হওয়ায় জন মেনার্ড কেইন্‌স সত্যই অতুলনীয়।

লেখক: অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ শ্রীপৎ সিং কলেজ, জিয়াগঞ্জ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

১২ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণ, পুঁতে দেওয়ায় গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, জয়পুর: এক ১২ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণ করে পুঁতে দেওয়ার অভিযোগ উঠল তিন যুবকের বিরুদ্ধে। পুলিশ অভিযুক্তদের মধ্যে মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে বলে জানা গিয়েছে। ধৃতের নাম সুশান্ত দোলুই। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে হাওড়া জয়পুর থানার খড়িগেড়িয়া গ্রামে।

জানা গিয়েছে, শনিবার রাত আটটা নাগাদ ওই নাবালিকা বাড়ির পাশে একটি অনুষ্ঠান থেকে বাড়ি ফিরছিল। সেই সময়ে তাকে মুখচাপা দিয়ে পাশের খড়িবনে টেনে নিয়ে যায় সুশান্ত সহ আরও দু'জন যুবক। এরপর তাকে ধর্ষণ করে তারা এরপর টলতে টলতে ওই নাবালিকা বাড়িতে সব বলে দেওয়ার কথা বললে তাকে শ্বাসরোধ করে খুন করে রাস্তার ধারে কিছুটা দূরে খড়িবনে মাটি খুঁড়ে পুঁতে দিয়ে চলে যায় বলে অভিযোগ। ওই কিশোরীর পরিবার সারারাত খোঁজাখুঁজির পর সোমবার সকালে জয়পুর থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করে। পাশাপাশি এলাকায় খোঁজ চালাতে থাকে পরিবারের লোকজন। ইতিমধ্যে নাবালিকার পরিবারের লোকজন খবর পায় যে খড়িবনের মধ্যে কিছু পুঁতে রাখা আছে। এরপরেই পুলিশে খবর দেওয়া হয় এবং পুলিশ গিয়ে মাটি সরিয়ে কিশোরীর মৃতদেহ উদ্ধার করে।

উল্লেখ্য, ওই নাবালিকার সঙ্গে যেতে দেখে এলাকার এক শিশু। এরপরই এলাকার লোকজন সুশান্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। অসঙ্গতি থাকায় পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে তাকে গ্রেপ্তার করেছে। এই ঘটনায় এলাকার মানুষ আতঙ্কিত ও স্তম্ভিত। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ।

তবে এই ঘটনায় নাবালিকার দেহ লোপাটের ক্ষেত্রে ধৃত যুবকের পরিবার যুক্ত রয়েছে বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। কারণ ঘটনার পর থেকেই ধৃত যুবকের পরিবার ঘরছাড়া। তবে নাবালিকার সঙ্গে পাশবিক নির্যাতন হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে পুলিশ নিশ্চিত নয়।

পুলিশ সূত্রে দাবি, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে এ বিষয়ে পরিষ্কার বলা যাবে। তবে যদি বিকৃত মানসিকতার শিকার ওই নাবালিকা না হয়, তাহলে তার খুনের মোটিভ কী ছিল? এই নিয়ে ভাবছেন পুলিশ কর্তারা। অন্যদিকে এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে মাঠে নামছে কংগ্রেস -এমনটাই জানা গিয়েছে। মঙ্গলবারও এলাকা ছিল থমথমে। নাবালিকার পরিবার পরিজন ধৃতের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছে।

হোটেলে শুটআউটে জড়িত থাকার অভিযোগে দার্জিলিং থেকে ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: শনিবার রাতে ইসলামপুর থানার শ্রীকৃষ্ণপুর এলাকায় জাতীয় সড়কের পাশে একটি লাইন হোটেলে শুটআউটের ঘটনার দায়ে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ দার্জিলিং জেলার বিধাননগর থানা এলাকা থেকে ঘটনার তিনদিনের মাথায় অনিকেত সরকার নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। এদিন ধৃতকে আদালতে পেশ করে পুলিশ।

এদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকে শুটআউটের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ইসলামপুর ব্লকের গোবিন্দপুর এলাকায় ফের এক তৃণমূল নেতাকে খুনের চেষ্টা হয় সোমবার রাতে। গভীর রাতে একদল দুষ্কৃতী ওই পঞ্চায়েত সদস্যর বাড়িতে ব্যাপক বোমাবাজি করে। শাসকদলের একের পর এক নেতার ওপর হামলার ঘটনায় কার্যতই আতঙ্কে রয়েছে ইসলামপুর এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ। পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার রাতের ওই বোমাবাজির ঘটনায় তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার গভীর রাতে ইসলামপুর থানার অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যা লাকি পারভিনের বাড়িতে একাধিক বোমা ছোড়ে দুষ্কৃতীরা। ঘটনায় কোনও রকমে প্রাণে বাঁচেন পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী ফারিয়াদ আলম। ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। ইসলামপুরের তৃণমূল নেতা ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যার স্বামী বাপি রায়ের খুনের ঘটনার পরই এই বোমাবাজির ঘটনায় রীতিমতো তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

উল্লেখ্য, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে চোপড়া বিধানসভার অধীন এই গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৬ টি আসনে টিকিট বিলি করা নিয়ে জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালা ও চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমানের মধ্যে একাধিকবার বৈঠক হলেও সমাধান সূত্র বের হয় না। শাসকদলের নেতৃত্বের মধ্যে কোন্দল এতটাই ব্যাপক ছিল যে এখানে কাউকে তৃণমূলের টিকিট দেওয়া হয়নি। পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্যে একমাত্র পঞ্চায়েত যেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও প্রার্থী ছিল না। সবাই লড়াই করেছিলেন নির্দল হয়ে। দলের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যে নির্দল প্রার্থীরা জয়ী হবে, তাদেরকেই দলে নিয়ে নেওয়া হবে। নির্দল প্রার্থী হিসেবে জয়ী হয়ে ওই পঞ্চায়েত দখল করে কানাইয়ালালের অনুগামীরা। পাশাপাশি, বিরোধীদের মনোনয়ন দিতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ তুলে সড়ব হয় বিরোধীরা।

গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যার স্বামী ফারিয়াদ আলম জানিয়েছেন, 'সোমবার রাত ১২ টা নাগাদ আমার শোওয়ার ঘরের জানালার পাশে ও ছাদে পরপর ২টি বোমা ছুঁড়ে পালায় দুষ্কৃতীরা। একটুর জন্য খোলা জানালা দিয়ে বোমা ঘরে ফাটেনি। প্রাণে বেঁচে গিয়েছি। অচেনা লোক হলে আমার শোওয়ার ঘর চেনার কথা নয়। প্রতিহিংসা থেকে কেউ এই হামলা চালায়। পুলিশকে জানিয়েছি। আমি পরিবার নিয়ে চরম আতঙ্কে রয়েছি।'

পঞ্চায়েত সদস্যা লাকি পারভিন জানিয়েছেন, 'সোমবার রাতে আমি বাড়িতে ছিলাম না। বোমাবাজির খবর পেয়ে আত্মীয়ের বাড়ি থেকে আসি। এই এলাকায় আমাদের তো কোনও বিরোধী নেই। আমাদেরই কেউ এই কাজ করে থাকবে। ৩ দিন আগেই আমাদের এক নেতাকে গুলি করে খুন করা হয়েছে। এদিন আমার বাড়িতে খুনের চেষ্টা হয়। আমাদেরই যদি নিরাপত্তার এই অবস্থা হয়। আমি চরম আতঙ্কে রয়েছি।'

১৩ জুলাই রাত ৯টা নাগাদ ইসলামপুর থানার শ্রীকৃষ্ণপুর এলাকায় জাতীয় সড়কের পাশে একটি লাইন হোটেলে শাসকদলের কয়েকজন নেতার উপস্থিতিতে বৈঠক চলাকালীন কয়েকজন দুষ্কৃতী সশস্ত্র অবস্থায় হামলা চালায়। তাদের এলোপাথাড়ি ছোড়া গুলিতে বাপি রায় নামে স্থানীয় এক তৃণমূল কংগ্রেসের নেতার মৃত্যু হয়। মহম্মদ সাজ্জাদ নামে আর এক নেতা গুলিবিদ্ধ হয়ে বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এই ঘটনায় এলাকাজুড়ে ব্যাপক আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। পুলিশের উত্তরবঙ্গের আইজি সহ জেলার আধিকারিকরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে তদন্ত শুরু করে।

সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় ভাওয়াল জানিয়েছেন, 'ওই শুটআউটের ঘটনায় অনিকেত সরকার নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে এদিন আদালতে পেশ করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৩,১১৮ (২), ১০৯, ৬১(২), ৩(৫) ধারায় খুন, খুনের চেষ্টা, ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত, ষড়যন্ত্র ও আর্মস অ্যাক্টে মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগকারীর থেকে জানা গিয়েছে, ধৃতের সঙ্গে গুলিতে মৃত বাপি রায়ের ব্যবসার টাকাপয়সা লেনদেন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই শত্রুতা তৈরি হয়েছিল। পুলিশের আর্জি বিবেচনা করে আদালত ধৃতের ১০ দিনের পুলিশি রিমান্ড মঞ্জুর করেছে।'

ইসলামপুর পুলিশ জেলার সুপার জবি থমাস জানিয়েছেন, 'গোবিন্দপুর এলাকায় কাল রাতে পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়িতে কেউ একটা বোমা ছুড়েছে। পুলিশ খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। তবে আমরা এখনও এই ব্যাপারে অফিসিয়ালি কোনও কমপ্লেন পাইনি। পাশাপাশি, লাইন হোটেলের শুটআউটের ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাকে জেরা করে বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হবে।' তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালা জানিয়েছেন, 'ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে বলে জানতে পেরেছি। তবে গোবিন্দপুরে পঞ্চায়েত সদস্যর বাড়িতে বোমাবাজির ঘটনায় জড়িতদের শীঘ্রই গ্রেপ্তার করতে পুলিশকে বলেছি। একের পর এক এই ধরনের ঘটনা বাড়তে দেওয়া যাবে না।

বিপদে পড়ার কথায় ডেকে সাংবাদিককে আক্রমণে অভিযুক্ত দুই বিজেপি কার্যকর্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: সাংবাদিককে বিপদে পড়েছি বললে সাংবাদিকরা তা যাচাই করে সেই স্থানে যায়। কিন্তু বিপদে পড়েছি বলে ডেকে সাংবাদিককে হুমকি ভিডিও করতে গেলে ধাক্কা দিয়ে সাংবাদিকের মোবাইল ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ হুগলির উত্তরপাড়া।

উত্তরপাড়ায় বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তুঙ্গে তার মধ্যেই গত রবিবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার আসেন তাকে সম্মান দেন বিজেপির কার্যকর্তারা। কিন্তু সুকান্ত মজুমদারের আসার সময় দেওয়া ছিল বিকেল ৪টে কিন্তু তিনি এসে উপস্থিত হন রাত ৭টার পরে। এর মধ্যে সাংবাদিক শুভজ্যোতি চক্রবর্তী ওই স্থানে বিজেপির মিডিয়া ইনচার্জ এই আমন্ত্রণে গিয়ে উপস্থিত হন। এর পরে তাঁর সঙ্গে সকল বিজেপি কর্যকর্তাদের কথোপকথন হতে থাকে।

বিজেপি মাখলা মণ্ডল সভাপতি তাপস দেবের সঙ্গে সে কথা বলার পরে বিরজা নন্দ বন্ধু মানে এক বিজেপির কার্যকর্তা সাংবাদিককে এসে বলেন যে, 'বিজেপির মাখলা মণ্ডল সভাপতি একাধিক অনৈতিক কাজ করছেন উনি দাবি করেন, এখন আমি পদ পেয়েছি এইসব অশিক্ষিতের বক্তব্য নিলে চ্যানেলের মান কমে যাবে তাই আমাদের বক্তব্য নিও পরিপ্রেক্ষিতে সাংবাদিক জানান যে আমাকে সবার সঙ্গে মিশতে হবে তুমি যখন পদে যাবে তোমার বিবৃতি নিয়ে খবর হবে স্বাভাবিক কথোপকথন হয় তাঁদের মধ্যে।'

বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এসে উপস্থিত হন রাত ৭টার পরে। সেখানে তিনি বলেন, 'ওপর থেকে দাদা সিবিআইকে বলুন একে অ্যারেস্ট করে নিতে হবে না অনুব্রত মণ্ডল আছে কিনা জেলে বীরভূম জিতেছি আমরা।' এই কথা একমাত্র সাংবাদিক শুভজ্যোতি চক্রবর্তীর ক্যামেরাবন্দি হয়।

এর পরে মিটিং শেষ হয়ে যাওয়ার পরে বিজেপির কর্মী বিরজা নন্দ বন্ধু তাঁর ফোন থেকে সাংবাদিককে একাধিকবার ফোন করে জানান, তিনি বিপদে পড়েছেন জরুরি দরকার তাই দেখা করতে চান। সাংবাদিক তাঁর কথামতো উত্তরপাড়া মাখলা অগ্রদূত ক্লাবের সামনে অন্ধকার গলিতে দেখা করে।

সাংবাদিক শুভজ্যোতি চক্রবর্তী দাবি করেন, মদ্যপ অবস্থায় এই বিরজা নন্দ বন্ধু ও বুদ্ধদেব রায়চৌধুরী সাংবাদিককে ঘেরাও করে ও বলেন এবার থেকে বিজেপির মাখলা মণ্ডল সভাপতি তাপস দেবের বদলে তাঁদের বিবৃতি নিতে হবে। এর পর তাঁরা মদ্যপ অবস্থায় সাংবাদিককে কর্মিসভার সব ভিডিও ডিলিট করতে বলেন এবং ফোন কেরে সাংবাদিককে প্রহার করেন ও গালমন্দ করেন। এর পরে এই দু'জন বিজেপির কর্মীর বিরুদ্ধে উত্তরপাড়া থানায় অভিযোগ জানানো হয়।

এ বিষয়ে বিজেপির কর্মী অমর চট্টোপাধ্যায় ক্ষমা চেয়ে জানান, আগেও এই দু'জনের বিরুদ্ধে মদ্যপ অবস্থায় বিভিন্ন মানুষদের সঙ্গে অশালীন আচরণের একাধিক অভিযোগ আছে এবং এই ঘটনার কথা তারা বিজেপির উচ্চনেতৃত্ব দের জানিয়েছেন। বিজেপির মাখলা মণ্ডল সভাপতি এই ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করে জানান, এই দু'জন দীর্ঘদিন ধরে ভুলভাল কাজ করে চলছে বারবার না করার পরেও শোনেনি পালটা আমাকে বদনাম করার চেষ্টা করছে। উনি জানান, বিএন বন্ধু দলের কোনও পদে নেই বুদ্ধদেব রায়চৌধুরী বিজেপি মাখলা মণ্ডলের সহ-সভাপতি। পাশাপাশি এই ঘটনায় উত্তরপাড়া উপপ্রধান খোকন মণ্ডল জানান, এরা মদ্যপ অবস্থায় বিভিন্ন জায়গায় বিজেপির নেতা পরিচয় দিয়ে তোলাবাজি করেন।

নাবালিকার বিয়ে রুখল কাঁকসা থানার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: এক নাবালিকার বিয়ে রুখল কাঁকসা থানার পুলিশ। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার কন্যাভ্রূণ হত্যা রুখতে ও কন্যাদের জন্য নানান প্রকল্প বার করলেও, আজও কন্যাদের বোঝা মনে করে প্রাপ্ত বয়সের আগেই অনেক পিতা লুকিয়ে চুড়িয়ে তাঁর কন্যাকে অন্যের হাতে তুলে দিচ্ছে। এমনই এক ঘটনা ঘটেছে পানাগড়ে।

সোমবার ছিল বিয়ের আয়োজন। সেইমতো সন্ধ্যা থেকেই বিয়েবাড়িতে আনন্দে মেতে ছিলেন সবাই। এই বিয়েবাড়িতে নিমন্ত্রিতরাও পাত পেরে খেতেও বসে পড়েছিলেন। অন্যদিকে বিয়ের প্রস্তুতিও প্রায় শেষ। আর কয়েক ঘণ্টা পরেই বিয়ে শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু সব আনন্দ মাটি করল প্রশাসন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, বিয়েবাড়িতে হঠাৎ করে পুলিশ ঢুকে পড়ায় হতবাক হয়ে যান বিয়েবাড়ির নিমন্ত্রিতরা। এদিকে পাত্রপক্ষ ও কনেপক্ষ কেউ বুঝতে পারেননি কেন তাদের অনুষ্ঠানে পুলিশ ঢুকে পড়েছে। হঠাৎ করে পুলিশ কনের জন্ম সার্টিফিকেট চেয়ে বসায় সকলের বুক ধড়ফড় করা শুরু করে। আমতা আমতা করে কনের পরিবার জানায়, সমস্ত ডকুমেন্ট নাকি তাদের উখড়া এলাকায় আছে। সেখানে এখন কেউ নেই। কনের পরিবারের কথায় অসঙ্গতি দেখে ও কনের শরীরের গঠন দেখেই পুলিশ নিশ্চিত হয় ওই কনে নাবালিকা। তার পরেই কনে ও হবু বরকে নিয়ে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।

কাঁকসা থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে আনুমানিক ১৫ বছর বয়সি ওই নাবালিকার সঙ্গে বছর ৩০ ঊর্ধ্ব এক ব্যক্তির সঙ্গে মহা ধুমধামে বিয়ের আয়োজন করা হয়েছিল পানাগড় বাজারের বিশ্বকর্মা মন্দির সংলগ্ন একটি ম্যারেজ হলে। রাত প্রায় ৯টা নাগাদ খবর পেয়ে কাঁকসা থানার পুলিশের একটি দল সেখানে পৌঁছে ওই নাবালিকার পরিচয়পত্র দেখতে চাইলে পরিবারের কেউ তার সঠিক পরিচয় দেখাতে না পারায় পুলিশ ওই নাবালিকা ও হবু বরকে তুলে নিয়ে যায় থানায়। সেখানে গভীর পর্যন্ত তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করার পর দুই পরিবার নিজেদের ভুল বুঝতে পারায় পুলিশের কাছে ওই নাবালিকার ১৮ বছর না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে না দেওয়ার কথা লিখিত ভাবে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরে ওই নাবালিকাকে তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

দুর্ভোগ মেটাতে গ্রামের বেহাল রাস্তা সংস্কারে চাঁদা তুলে কাজ বাসিন্দাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হরিহরপাড়া: বারংবার মেম্বার থেকে পঞ্চায়েত প্রধানকে জানিয়ে বেহাল রাস্তার সংস্কার হয়নি বলে দাবি। লোকসভা ভোটে তৃণমূল প্রার্থী প্রতিশ্রুতি দিলেও, ভোটে জেতার পর প্রার্থীর দেখা নেই বলে অভিযোগ গ্রামবাসীর। বর্ষার বেহাল রাস্তায় হাঁটাচলায় দায় হয়ে পড়েছে। বর্ষার দুর্ভোগ মেটাতে বাধ্য হয়ে গ্রামবাসীরা গ্রামের দুশো মিটার রাস্তা সংস্কারে চাঁদা তুলে হাত লাগিয়েছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির দাবি, রাস্তার বিষয়ে তাঁদের লিখিত ভাবে জানানো হয়নি। গ্রামবাসীরা যে ভাবে রাস্তা করছেন তাও সঠিক নয়।

মুর্শিদাবাদ জেলার হরিহরপাড়া ব্লকের মালোপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের খলিলাবাদ এলাকায় দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে একটি পাড়ার রাস্তার বেহাল দশায় পড়ে রয়েছে বলে দাবি। অল্প বৃষ্টি হলেই এক হাঁটু কাদা হয়ে যায় রাস্তায়। কাদা জল পেরিয়েই পড়ুয়াদের বিপদের ঝুঁকি নিয়ে স্কুল যাতায়াত করতে হচ্ছিল। চরম সমস্যায় পড়তে হয় ওই পাড়ার প্রায় ৫০টি পরিবারের মানুষজনদের। বারংবার স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ও পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতি এবং বিডিও অফিসে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের।

অবশেষে রাস্তা সংস্কারে নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে এলেন। গ্রাম থেকে ৩৫ হাজার টাকা চাঁদা সংগ্রহ করে রাস্তা মেরামতির কাজে নিজেরাই স্বেচ্ছাশ্রম দিচ্ছেন। প্রতিবেশীরা চাঁদা তুলে প্রায় ২০০ মিটার রাস্তায় ইটের কুচি ফেলে গর্ত বিছিয়ে সমতল করার চেষ্টায় হাত লাগিয়েছেন। গ্রামের মহিলারাও স্বেচ্ছাশ্রম দিতে এগিয়ে এসেছেন। ইটের ওপর ফেলা হচ্ছে ঘাসের চাঙর। স্থানীয় বাসিন্দা লিয়াকত আলির দাবি, প্রশাসন, জন প্রতিনিধিদের বারবার বলা হয়েছে। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। অথচ ভোটের আগে তৃণমূলের পক্ষ থেকে সংস্কারের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। সুষমা বিবির দাবি, ভোট চলে গেল তারপর আর কারও দেখা নেই। কাদাজল পাড়িয়েই যাওয়া আসা করতে হচ্ছে। যদিও এই বিষয়ে হরিহরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মীর আলমগীর ওরফে পলাশ দাবি করেন, হরিহরপাড়া ব্লকে পথশ্রী প্রকল্পে প্রচুর ঢালাই রাস্তার কাজ হচ্ছে। বহু রাস্তার টেন্ডারও হয়ে গিয়েছে। ওই রাস্তাটি স্কিমে দেওয়া আছে কিনা খতিয়ে দেখতে হবে। পাশাপাশি মীর আলমগীরের দাবি, গ্রামবাসীরা যে ভাবে রাস্তা করছে, সেই রাস্তা বেশিদিন টিকবে না। আগামী দিন অবশ্যই ওই রাস্তার কাজ করা হবে বলে জানান তিনি।

ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ক্যুইজ প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বড়ম গোকুলপুর জুনিয়র হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হল 'আনন্দ পরিসর' ক্যুইজ প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার শেষে বিভিন্ন স্থান অধিকারী ছাত্রছাত্রীদের হাতে সার্টিফিকেট ও পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে। জানা গিয়েছে, পড়াশোনার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের সৃজনশীল মনোভাবকে উৎসাহ দিতে গঙ্গারামপুর উত্তর চক্রের অন্তর্গত বড়ম গোকুলপুর জুনিয়র হাই স্কুলের তরফে নিয়মিত এই ক্যুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সেইমতো এদিনের এই ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয়ের পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণতে পাঠরত ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেয়। এ বিষয়ে বড়ম গোকুলপুর জুনিয়র হাই স্কুলের শিক্ষক প্রদীপ কুমার দাস বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশনের তরফে জারি করা একটি নির্দেশিকা জেলা শিক্ষা দপ্তরের তরফে এ বছরের শুরুতেই পাঠানো হয়েছিল। সেই নির্দেশিকায় প্রতিমাসে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে 'আনন্দ পরিসর' নামক ক্যুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজনের উল্লেখ ছিল। সেইমতো শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশিকা মেনে আমরা প্রতিমাসে এই ক্যুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকি।'

গাজোলে রথের কার্নিভাল দেখতে উপচে পড়া ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদার গাজোলে রথের কার্নিভাল দেখতে উপচে পড়ল মানুষের ভিড়। সারি সারি ১১টি রথের সাজানো কার্নিভাল চলল গাজোলের রাজপথে। সোমবার উলটো রথের প্রথা মেনে মঙ্গলবার বিকেল থেকেই শুরু হয় জগন্নাথ দেবের মাসির বাড়ি থেকে বিদায় বেলার রথের কার্নিভাল। যা দেখতে মালদার পাশাপাশি আশপাশের জেলা থেকেও বহু মানুষ এসেছিলেন গাজোলে। মূলত গাজোল ব্লকের নয়াপাড়া এলাকার রায়বাড়ির সদস্যদের উদ্যোগেই ১১টি রথের কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হয়েছে। পাশাপাশি ভক্তদের জন্য এদিন পংক্তিভোজনের আয়োজন করা হয়। কয়েক হাজার মানুষ এদিনের এই পংক্তি ভোজনে সামিল হন। আগামী ৯ দিন ধরেই রথ কার্নিভাল উপলক্ষেই গাজলের জগন্নাথ দেবের পুজো এবং মহাভোজের আয়োজন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গাজোল ব্লকের নয়াপাড়া এলাকার বাসিন্দা প্রয়াত দুলার রায় ২৫ বছর আগে পুরীর রথযাত্রা অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সেখানকার রথযাত্রা অনুষ্ঠান দেখে সেই মতো তিনি মালদার গাজোলের বাসভবনে গুন্ডিচি মন্দির তৈরি করেন। সেখানে প্রথমে একটি রথ আসত। এরপর জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলরামের পুজো শুরু হয়। বেশ কয়েক বছর এই ভাবে রথযাত্রা অনুষ্ঠান চলতে থাকে। এরপর গাজোলের অন্যান্য রথ কমিটি সিদ্ধান্ত নেয় সমস্ত রথ সোজা রথে গুন্ডিচি মন্দিরে আসবে। এরপর সেখানে মন্দিরে ৯দিন ধরে পুজো হবে। প্রতিদিন দু' বেলা গাজোলের বাসিন্দারা অন্ন গ্রহণ করবেন। এখনও পরিবারের পুরনো ঐতিহ্য ধরে রেখেছেন তাঁর ছেলে বিধান রায়। প্রথা মেনে উলটো রথ যাত্রার আগের দিন নিরামিষ ভাত,ডাল, সবজি বিশেষ করে কচু শাক খাওয়ানো হয় ভক্তদের। এরপর পায়েস ও রকমারি মিষ্টির পালাও রয়েছে।

গাজোলের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, '২৫ বছর ধরে এই গাজোলের বাসিন্দারা ১১টি রথের মাসির বাড়ি করেছে গুন্ডিচি মন্দিরকে।১১টি জগন্নাথের পুজো হয় এই মন্দিরে। জগন্নাথ দেবের সঙ্গে কচুর শাকের একটি বিশেষ ব্যাপার রয়েছে। ফলে আহারে প্রতিপাতে কচু শাক দেওয়া হয়। আমরা সকলে মিলে ৯দিন এই অনুষ্ঠানে যোগদান করি।'

রথযাত্রার কার্নিভাল উৎসবের আয়োজক বিধান রায় বলেন, '২৫ বছর থেকে ১১টি রথ নিয়ে গাজোলে কার্নিভাল হয়। এই রথের কার্নিভালে যোগ দেন শুধু মালদা জেলার নয় পার্শ্ববর্তী দুই দিনাজপুর সহ কলকাতার বহু মানুষ। ৯দিন ধরে ধুমধাম করে পুজোপাঠ হয়। দু'বেলা অন্ন আহারের ব্যবস্থা থাকে। প্রতিদিন ১০ থেকে ১২ হাজার মানুষ এই আহারে অংশ গ্রহণ করেন।'

মেসার্স শ্রদ্ধা এজেন্সিস প্রাইভেট লিমিটেড (লিকুইডেশন অধীন)
CIN No. U51909WB1996PTC078810
ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড বাঙ্করাপসি কোড অধীনে কর্পোরেট দেনাদারের বিক্রয়
ডাক জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : সোমবার ৫ আগস্ট, ২০২৪ তারিখের মধ্যে (বিকাল ৫টার আগে)
ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : শুক্রবার ১৬ আগস্ট, ২০২৪ তারিখের মধ্যে (বিকাল ৫টার আগে)
ই-নিলামের দিন, তারিখ এবং সময় : মঙ্গলবার, ২০ আগস্ট, ২০২৪ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত (প্রতিটি ৫ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণ সহ)
শ্রদ্ধা এজেন্সিস প্রাইভেট লিমিটেডের মালিকানাধীন সম্পদ ও সম্পত্তি বিক্রয় (লিকুইডেটরের অধীনে)
লিকুইডেশন এস্টেটের অংশ, মাননীয় এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত লিকুইডেটর ২৮.০২.২০২৪ তারিখের আদেশের মাধ্যমে এর আদেশ নং - IA (IB) No. 1424/KB/2023 CP (IB) No. 991/KB/2019-অধীনে।
ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম www.eauctions.co.in-এর মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা বিক্রয় করা হবে

সম্পদ	ব্লক	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	ইএমডি পরিমাণ (আইএনআর)	ডাক বর্ধিত পরিমাণ (আইএনআর)
বিকল্প সুবিধা/ ব্লক এ				
বাণিজ্যিক সম্পত্তি, বেসমেন্ট আনুমানিক ৫১০০ বর্গফুট অবস্থিত এ, সূর্য অ্যাপার্টমেন্টস, ১৪/১ এবং ১৪/৭ ম্যাকেঞ্জি লেন, হাওড়া, এসি মার্কেটের নিকট, হাওড়া : ৭১১১০১	এ	১,৫১,২০,০০০ টাকা	১৫,১২,০০০ টাকা	৫০,০০০ টাকা

নিয়ম ও শর্তাদি :
১. ব্লক এ-র সমস্ত সম্পদ-এর বিশদ বিবরণ যেকোনো মুলতুবি আইনি মামলা ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে প্রকাশ করা হয়েছে এবং নিলামে অংশগ্রহণের আগে বাধ্যতামূলকভাবে দেখতে হবে।
২. এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে, এই আমন্ত্রণটি সম্ভাব্য দরদাতাদের আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্য এবং বিক্রয় কার্যকর করার জন্য লিকুইডেটর বা কোম্পানির পক্ষ থেকে কোনো প্রকার বাধ্যতামূলক বাধ্যবাধকতা তৈরি করে না। লিকুইডেটর কোনো কারণ ব্যতীত এবং কোনো দায় ছাড়াই কোনো আগ্রহী পক্ষ/সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী/দরপত্রদাতাকে গ্রহণ এবং/অথবা গ্রহণ না করার এবং প্রক্রিয়াটি বাতিল বা সংশোধন করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
৩. সফল দরদাতা মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্সের পুরানো বকেয়া, সোসাইটির পুরানো রক্ষণাবেক্ষণ বিল/সমস্ত প্রযোজ্য কর, শুল্ক/স্থানান্তর চার্জ, ফি, জিএসটি ইত্যাদি বহন করবে।
৪. ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড-এর অধীনে প্রণীত প্রবিধানের বিধান সাপেক্ষে বিক্রয় হবে। **www.eauctions.co.in** পোর্টালে ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য দরদাতাদের নাম লিকুইডেটর চিহ্নিত করবেন। ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী লিংকস্টার ইনফোসিস প্রা লি. যোগ্য দরদাতাদের ইমেলের মাধ্যমে ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড প্রদান করবে।
৫. অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স লিংকস্টার ইনফোসিস লিমিটেড-এর মাধ্যমে ই-নিলাম কঠোরভাবে **'যেখানে যেমন আছে' 'যেখানে যা আছে' এবং 'যেমন অবস্থায় আছে' এবং 'কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'** পরিচালিত হবে। নিলামের সমস্ত শর্তাবলী **www.eauction.co.in**-এ উপলব্ধ ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
৬. অংশগ্রহণকারীদের জন্য যোগ্যতার মানদণ্ড ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে। বিড নথির বিশদ বিবরণ এবং ইএমডি অর্থপ্রদানের বিবরণ ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে বর্ণিত নির্ধারিত সময়েরে মধ্যে নীচে দেওয়া ঠিকানায় নথিতথ্যের বা ইমেলের মাধ্যমে লিকুইডেটরের অফিসে পৌঁছাতে হবে।
৭. কেওয়াইসি সহ বিড ফর্ম/ইওআই জমা দেওয়ার শেষ তারিখ, যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করার জন্য নথিগুলি **সোমবার, ৫ আগস্ট, ২০২৪ (বিকাল ৫টার পূর্বে)** দাখিল করতে হবে। ইএমডি জমা হওয়া সাপেক্ষে ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য সম্ভাব্য দরদাতাদের যোগ্যতা লিকুইডেটরের দ্বারা **শনিবার, ১৭ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে (বিকাল ৫টার পূর্বে)** ঘোষণা করা হবে।
৮. **ipcamanishjain@gmail.com/liquidation.shradhaagencies@gmail.com/shradhaagencies.ip@gmail.com**-এ লিখিত অনুরোধ প্রাপ্তির পর ১৮.০৭.২০২৪ থেকে ১৪.০৮.২০২৪ পর্যন্ত সম্পদ/স্থান পরিদর্শনের সুযোগ দেওয়া হবে।
৯. ব্লক এ-এর অধীনে উল্লিখিত সম্পদের ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **শুক্রবার, ১৬ আগস্ট, ২০২৪ (বিকাল ৫টার পূর্বে)**।
১০. নির্ধারিত সময় এবং সংশোধন উপযুক্ত দরদাতাদের যথা সময়ে জানানো হবে।
১১. যেকোনো প্রশ্নের জন্য, নীচে দেওয়া বিশদ বিবরণে লিকুইডেটরের সাথে যোগাযোগ করুন।

মনীশ জৈন
IBBI/IPA-001/IP-P00582/2017-2018/11023
২বি, গ্রান্ট লেন, রুম নং ৩০৩, ৪র্থ তল, বজরং কুঞ্জ, কলকাতা-৭০০০১২
ipcamanishjain@gmail.com/liquidation.shradhaagencies@gmail.com/ shradhaagencies.ip@gmail.com
মোবাইল নং ৯৮৩০২৪৮৬৮৪/৮৫৮২৮০৬২২১

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৭.০৭.২০২৪

COSMIC CRF LIMITED
Registered Office: "Cosmic Tower"
19, Monohar Pukur Road, 2nd Floor, Kolkata-700029, West Bengal.
CIN: L27100WB2021PLC250447, Email: info@cosmiccrf.com
Tel: +91 33 7964 7499, Website: www.cosmiccrf.com

The 3rd Annual General Meeting ("AGM") of Cosmic CRF Limited ("the Company") will be held on Saturday, August 10, 2024 at 12:00 Noon/P.M. (IST) through Video Conference ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 read with various circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"), to transact the businesses as set out in the Notice convening the 3rd AGM of the Company.

Electronic copy of the Notice convening the 3rd AGM, containing among others, procedure & Instructions for e-voting and the Annual Report for the Financial Year 2023-2024 will be sent, in due course, to those Members whose e-mail ID is registered with the Company/Company's Registrar and Transfer Agent, M/s. MAS Services Limited/Depository Participant(s).

Notice convening the 3rd AGM and the Annual Report for the Financial Year 2023-2024 will also be available on the website of the Company at www.cosmiccrf.com and of the stock exchange viz. BSE at www.bseindia.com in due course.

The Members are provided with the facility to cast their vote electronically, through the e-voting services provided by National Securities Depository Limited (NSDL) on all resolutions set forth in the Notice of 3rd AGM. The e-voting will commence from 7th August, 2024 at 9:00 A.M. and ends on 9th August, 2024 at 5:00 P.M. During this period, shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off/entitlement date of 2nd August, 2024 may cast their votes electronically. The Members who have not cast their votes electronically, and are otherwise not barred from doing so, can exercise their voting rights through the e-voting system during the AGM. The Company will make necessary arrangements for e-voting during the AGM.

Members, who have not registered their e-mail address, are requested to register the same at the earliest:
a) In respect of shares held in demat form with their depository participants (DPs);
b) In respect of shares held in physical form:
(i) by writing to the Company's Registrar and Share Transfer Agent viz, MAS Services Limited, with details of Folio number, and self- attested copy of PAN card at T-34 2nd Floor, Okhla Industrial Area Phase II, New Delhi-110020 or;
(ii) by sending e-mail to Registrar and Share Transfer Agent viz, MAS Services Limited at info@masserv.com.

Members holding shares in demat form can also send e-mail to aforesaid e-mail address to register their e-mail address for the limited purpose of receiving the Notice of 3rd AGM and the Annual Report for the Financial Year 2023-2024.

For Cosmic CRF Limited
Sd/-
Aditya Vikram Birla
Managing Director

Place: Kolkata
Date: 16/07/2024

PUBLIC NOTICE

On behalf of my client **Krishnasis Maity**, S/o- Late Nalini Ranjan Maity, at Vill- Palasia, P.O- Shirishdanga, P.S- Gurguripal, Dist- Paschim Medinipur, it is hereby informed that **1) Tapan Kumar Mahapatra, 2) Swapan Kumar Mahapatra, 3) Tarun Kumar Mahapatra, 4) Barun Kumar Mahapatra, 5) Tuhin Baran Mahapatra, 6) Mousumi Roy** all sons and daughter of Late Surya Kanta Mahapatra, **7) Santanu Mondal** S/o- Jagadish Mondal**. 8) Aditi Santra,** W/o-Chandi Charan Santra and **9) Apurba Mondal,** S/o- Jagadish Mondal have appointed to my client as a Power of Attorney holder for the schedule property below with **Regd. General Power of Attorney vide being No. 1-988/2024 dated 19th April, 2024** before the Additional District Sub Registrar Sadar, Paschim Medinipur.

If anybody is having any objection, claim, interest, dispute for the above intended Power of Attorney, he/she/they may contact the undersigned with the documentary proof substantiating his/her /their objection/claims/details of disputes within seven (7) days from the date of this publication, failing which, my client will be prepare and finally publish his name in L.R.R.O.R as a Power of Attorney holder or he will proceed to complete the sale transaction as if there are no third party claim/objections/ disputes in respect of the schedule property and thereafter no claims/ objections/ disputes will be entertained.

Schedule of Property

Dist- Pachim Medinipur, P.S- Pingla, Gram Panchayat-Maligram, Mouza-Chhotokhelna, J.L no. 195, Khatian no.293, Pin-721140.

R.S. Plot	L.R. Plot	Classification	Area
360	437	Pukur	2.4 dec out of 6 dec.
604	726	Pukur	0.80 dec. out of 2 dec.
683	821	Pukur	0 80 dec. out of 2 dec.
693	827	Danga	6.80 dec. out of 17 dec.
707	847	Jal	0.40 dec. out of 10 dec.
711	857	Jal	2.40 dec. out of 6 dec.
715	862	Bastu	0.40 dec. out of 1 dec.
716	863	Bastu	1.20 dec. out of 3 dec.
718	866	Kala	04 dec. out of 10 dec.
905	887	Danga	11.60 dec. out of 29 dec.
897	888	Bastu	6.80 dec. out of 17 dec.
1521	912	Jal	2 dec, out of 5 dec.
1526	914	Pukur	2.80 dec. out of 7 dec
782	1094	Pukur	3.60 dec. out of 9 dec
999	1319	Jal	2.40 dec. out of 6 dec.
1015	1336	Jal	1.20 dec. out of 3 dec.
1031	1352	Jal	2.80 dec. out of 7 dec.
1418	1378	Danga Puratan Patit	4.40 dec. out of 11 dec.
1086	1430	Jal	4.40 dec. Out of 11 dec.
1329	1508	Pukur	9.20 dec. out of 23 dec.
1328	1509	Kala	8.80 dec. out of 22 dec.
1303	1726	Jal	2 dec. out of 5 dec.
1805	2088	Jal	5.20 dec. out of 13 dec.
1865	2177	Jal	5.20 dec. out of 13 dec
1671	2207	Danga Puratari Patit	2 dec. out of 5 dec.
1690	2306	Jal	5.20 dec. out of 13 dec.
1538	2316	Doba	0.80 dec. out of 2 dec.
1537	2318	Kala	0.80 dec. out of 2 dec.
1536	2326	Kala	2 dec. out of 5 dec.
1706	2331	Jal	1.60 dec. out of 4 dec.

undivided 30th plots and all total Area is 1 acre 04 dec.

Bani Bikash Chakraborty (Advocate)
Midnapore Judge's Court, Dist- Paschim Medinipur, Residence and Chamber- Vill- Sukantapally, P.O Abash, P.S- Kotwali, Dist- Paschim Medinipur, Pin- 721102.

SBI

এসবিআই, আরএসিপিসি রাজারহাট (১৬৮২২)
সন্তোষ চেম্বার, ৩য় তল, সিটি সেন্টার - II
এর নিকট, নিউ টাউন, কলকাতা-৭০০১৬১
ই-মেল - sbi.16822@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : শ্রী পঙ্কজ কুমার, মো: ৯৬৭৪৭ ১৩৩১২ ই-মেল আইডি : sbi.16822@sbi.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২০.০৮.২০২৪ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

প্রাক ডাক ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : "আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিকট প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি কর্তৃক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ গৃহীত হওয়ার পর এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে সর্বশেষ তথ্য জ্ঞাত করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া কিছু সময় লাগতে পারে ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য ফলে ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের যথেষ্ট পূর্বে অসুবিধা এড়াতে দাখিল করার অনুরোধ করা হচ্ছে।"

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২০.০৮.২০২৪** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১০,৯৮,১০১.১০ টাকা (দশ লাখ আটানব্বই হাজার একশ এক টাকা এবং দশ পয়সা) ১৯.০৪.২০২৪** অনুযায়ীপরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা **শ্রী উত্তর কুমার পোল্লে, পিতা গোবিন্দ কুমার পোল্লে, মা কঙ্কালী অ্যাপার্টমেন্ট,** ফ্ল্যাট নং ৩সি, ৪র্থ তল, নারায়ণপুর, নতুনপল্লী, থানা - এয়ারপোর্ট, পো. গোপালপুর, কলকাতা - ৭০০১৩৬ **আরও :** নিউ বিশ্বকর্মা ইলেকট্রিক ওয়ার্কস, স্বত্বাধিকারী শ্রী উত্তম কুমার পোল্লে, ২য় তল, ২০৫, পঞ্চান্নগ্রাম, মার্টিন পাড়া, কলকাতা, পিন - ৭০০১০০ কাছ থেকে। সংরক্ষিত মূল্য - **২০,২১,৬০০.০০ টাকা,** বায়না জমা - **২,০২,১৬০ টাকা** এবং ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : **১০,০০০ টাকা।**

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং '৩সি' চতুর্থ তলে, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭০০ কমবেশি দক্ষিণ পূর্ব দিকে, ২ বেড রুম, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং, ১ কিচেন, ১ বাথ এবং প্রিভি , ১ ডব্লুসি, ১ ব্যালকনি, উক্ত **"মা কঙ্কালী অ্যাপার্টমেন্ট"** ভবনে অবস্থিত পুর হোল্ডিং নং আরজিএম-৪/২৮০, ব্লক -এন,নরেন্দ্র নগর, নতুনপল্লি,নারায়ণপুর, থানা : এয়ারপোর্ট, বর্তমানে নারায়ণপুর, পিওআর : গোপালপুর, কলকাতা : ৭০০১৩৬, এবং সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং/বা পরিষেবাদি ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত। উক্ত ফ্ল্যাট অবস্থিত নির্মিত জমির মোট পরিমাণ ৪ কাঠা কমবেশি অবস্থিত মৌজা : গোপালপুর, জেএল নং ২, আরএস দাগ নং ১৪০, তৌজি নং ১২৫বি/১, সিএস খতিয়ান নং ১৮৬৭/১, এবং আরএস খতিয়ান নং ১৯৪০/৫, এলআর খতিয়ান নং ৭০/২, সিএস দাগ নং ৫০২৭, এবং আরএস এবং এলআর দাগ নং ৩২৩০, থানা : এয়ারপোর্ট, রাজারহাট -গোপালপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ৪ অধীন, বর্তমানে বিধাননগর পৌর নিগমের ওয়ার্ড নং ২ অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা। স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫০৪-২০১৯, পৃষ্ঠা ১৩৯০৮৯-১৩৯১২৪, দলিল নং ১৫০৪০৩২৩৭-২০১৯ সালের। সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী উত্তম কুমার পোল্লে, পিতা গোবিন্দ পোল্লে। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : অন্যান্য অংশ সিএস দাগ নং ৫০২৭; দক্ষিণে : রঞ্জিত দেব এর জমি এবং ভবন, পূর্বে : ১৪ ফুট চওড়া চলার পথ; পশ্চিমে : হিমাংশু ভৌমিকের ভবন।

পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : ১৬.০৮.২০২৪ এবং সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত | দখলের ধরণ : স্বত্ব দখলীকৃত

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিঙ্ক https://mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল: https://ibapi.in দেখুন।

তারিখ : ১৭.০৭.২০২৪
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বিষ্ণুপুরবাসীর সমস্যা সমাধানে হেল্পলাইন নম্বর চালু পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিষ্ণুপুরের মানুষের সমস্যার সমাধান এখন হাতের মুঠোয় বন্দি। একটি ফোন করলেই আপনার সমস্ত সমস্যা সমাধান হবে। উন্নত নাগরিক পরিষেবা দিতে বিষ্ণুপুর পুরসভার পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে ৭৪৩২০০০০৩৯ এই হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়। যার নামকরণ করা হয় 'সরাসরি পুরপ্রধান'। পুরসভার পক্ষ থেকে জানানো হয় বিষ্ণুপুর শহরের যে কোনও মানুষ কোনও ধরনের সমস্যায় পড়লে যদি কেউ এই হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করে তার সমস্যার কথা জানাতে পারবে সরাসরি পুরপ্রধানের কাছে। এমনকি অতি দ্রুত তার সেই সমস্যার সমাধান করা হবে।

পুরসভার এই উদ্যোগকে তীব্র কটাক্ষ করেছে বিজেপি। বিষ্ণুপুর পুরসভা ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলর তথা বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক শঙ্খজিৎ রায় বলেন, 'আমরা পশ্চিমবঙ্গে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী দেখেছি, সরাসরি এমএলএ দেখেছি, সরাসরি মেয়র দেখেছি কোনও সমস্যার সমাধান হয়নি। এটা সম্পূর্ণ গিমিক। যে সমস্ত মানুষ অবৈধ কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত তারা যাতে সরাসরি পুরপ্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে তাই এই হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে। বিষ্ণুপুর পুরসভার প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের প্রতিনিধি রয়েছে। কিন্তু এ ভাবে পশ্চিমবঙ্গের কোথাও সমস্যার সমাধান হয় না।'

'বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে সম্প্রীতি আছে, বিজেপি নষ্ট করে দাঙ্গার চেষ্টা করে'

খুঁটিপুজোর সূচনায় আক্রমণ কীর্তির

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: 'বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে সম্প্রীতির অনেক ছবি উঠে আসে, যেটাকে বিজেপি নষ্ট করে তাদের মধ্যে দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করে।' মঙ্গলবার বর্ধমানের বাজেপ্রতাপপুর ট্রাফিক কলোনিতে খুঁটিপুজোর সূচনা করতে এসে এভাবেই মোদি সরকারকে আক্রমণ করলেন সাংসদ কীর্তি আজাদ।

খুঁটিপুজোর সূচনা করতে এসে সাংসদ কীর্তি আজাদ বিজেপি সরকার ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে খোঁচা দিয়ে বললেন, 'বিজেপি-হিন্দু মুসলিমের মধ্যে ধর্মের বিভাজন করে শুধু দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করে। বাংলার মানুষ সেটা বুঝে গিয়েছে। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে সম্প্রীতির এমন অনেক ছবি উঠে আসে, যেটাকে বিজেপি নষ্ট করে বিজেপি তাদের মধ্যে দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করে।'

সাংসদ কীর্তি আজাদ ও বিধায়ক খোকন দাসের হাত ধরে খুঁটি পুজোর সূচনা হল বর্ধমানের বাজেপ্রতাপপুর ট্রাফিক কলোনিতে। হাতে গোনা বাকি আর মাত্র তিন মাস প্রায়। তার পরই দুর্গাপুজো বলতেই কলকাতার পর নাম আসে বর্ধমানের। বর্ধমানের বড় বড় বেশ কয়েকটি পুজোর মধ্যে বর্ধমানের বাজেপ্রতাপপুর ট্রাফিক কলোনির পুজো অন্যতম। তাদের এ বছরের পুজো ১০১তম বর্ষে পদার্পণ করল প্রত্যেক বছরেই এই পুজোর নতুনত্ব চমক থাকে। এ বছরও সেই একই রকম চমক নিয়ে তাদের এ বছরের থিম তাঁরা চমক রেখেছেন। চারটি ধামের মধ্যে যে কোনও একটি ধাম মণ্ডপ হবে। কিন্তু থিম কী হবে তা এখনও নাম প্রকাশ করেনি পুজো কমিটির সম্পাদক নুরুল আলম।

এই পূজার আর একটি বিশেষত্ব হল একদিকে রয়েছে মসজিদ আর একদিকে রয়েছে মন্দির। শুধু তাই নয়, এই পুজোর সম্পাদক একজন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ হয়ে এই পুজোর সব দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। এলাকার হিন্দু-মুসলিম মহিলারা একসঙ্গে সমস্ত কাজকর্ম করেন।

উলটো রথযাত্রায় শেষ জগন্নাথদেবের মহোৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার আলমগঞ্জ বারোয়ারির রাধাবল্লভপুর মন্দিরের রথযাত্রার বহু বছরের পুরনো ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা পালন হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে বর্ধমানের রাজার আমল থেকে। রাজার আমলের প্রথা অনুযায়ী একই ভাবে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা পালন করা হয় আলমগঞ্জ বারোয়ারি কমিটির পক্ষ থেকে। মঙ্গলবার উলটো রথের শোভাযাত্রায় মেতে ওঠেন বর্ধমানবাসী ও ভক্তরা।

সাতদিন মাসির বাড়ি থেকে এদিন জগন্নাথ বলরাম ও তাঁদের বোন সুভদ্রা দেবীর নিজের বাড়িতে প্রত্যাবর্তনের পালা। সেই মতো আলমগঞ্জ বারোয়ারি থেকে প্রথমে বের হয় রথ এবং বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে বিসি রোড হয়ে কার্জনগেট পরিক্রমা করে আবার ফিরে যান রাধাবল্লভজি মন্দিরে। আলমগঞ্জ বারোয়ারি পরিচালিত এই উলটো রথযাত্রায় শহরের রাস্তায় নামে মানুষের ঢল। প্রভু জগন্নাথ দেবের রথের রশিতে টান দিতে ভিড় জমে যায় ভক্তদের। যদিও সমস্ত নিয়মশৃঙ্খলা মেনে প্রশাসনের সহযোগিতায় নির্বিঘ্নে গন্তব্যস্থলে পৌঁছয় উলটোরথের শোভাযাত্রা। এর পাশাপাশি রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় কিছু ক্যাম্প করা হয়। ভক্তদের জন্য কোথাও মিষ্টিমুখ করানো হয়, কোথাও জল-সরবত খাওয়ানো হয় বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে।

ছেলেধরা সন্দেহে গণপিটুনি রুখতে পুলিশ প্রশাসনের বৈঠক জামুরিয়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: ছেলেধরাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জায়গায় যে গণপিটুনি চলছে এবং বিভিন্ন সাধারণ মানুষ থেকে মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি অকারণে গণধোলাইয়ের শিকার হচ্ছেন, এই প্রসঙ্গে মঙ্গলবার আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের জামুড়িয়া অডিটরিয়ামে এক সভার আয়োজন করা হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিভিন্ন থানা ও ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকরা,এছাড়াও ছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান থেকে কাউন্সিলরাও। এছাড়াও ছিলেন জামুড়িয়া এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বিগত চার কয়েক মাস ধরে দেখা যাচ্ছে ছেলেধরা নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় গুজব ছড়িয়ে পড়েছে আবার কখনও দেখা যাচ্ছে কোনও সাধারণ মানুষ এমনকি মানসিক ভারসাম্য ব্যক্তি গণধোলাইয়ের শিকার হচ্ছেন। এই বিষয়কে সামনে রেখে এলাকার মানুষদের সঙ্গে একটি বৈঠক করা হয় আসানসোল দুর্গাপুর জামুরিয়া থানার পক্ষ থেকে। বৈঠকে সার্কেল ইন্সপেক্টর সুশান্ত চট্টোপাধ্যায় জানান যে, গুজবে কোনও ভাবেই কান দেওয়া যাবে না। এমনকি কোনও সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গণধোলাই করা যাবে না। আর আইনকে নিজের হাতে নেওয়া যাবে না। কোনও এলাকায় যদি কোনও রকম সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে স্থানীয়রা লক্ষ্য করেন, তা হলে সঙ্গে সঙ্গেই স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে ব্যাপারটা জানাতে হবে। প্রশাসন তার ব্যবস্থা নেবে বলে তিনি জানান।

নৈতিক অধিকারের দাবিতে ডেপুটেশন ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সর্বভারতীয় আদিবাসী সামাজিক সংগঠন ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের কেন্দ্রীয় কমিটির ডাকে নৈতিক অধিকারের দাবিতে জেলায় জেলায় চলছে ডিএমের নিকট গণ ডেপুটেশন। সেই কর্মসূচিকে সামনে রেখে মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান জেলায় শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ৫০০/৬০০ আগত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল সংগঠনের সদস্যরা দাবি করেন, দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা বারবার বিভিন্ন জায়গায় তাঁদের দাবিদাওয়া নিয়ে দারস্থ হয়েছেন। কিন্তু কোনও সুরাহা মেলেনি। বাধ্য হয়ে তাঁরা তাঁদের বেশ কিছু দাবিদাওয়া স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি নিয়ে এদিন পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন জমা দেন।

তাঁদের প্রধান দাবিগুলো হল সাঁওতাল সমাজের পরম্পরা, প্রথাগত বিধিকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে, ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সাঁওতালি ভাষাকে প্রথম ভাষার স্বীকৃতি দিতে হবে, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে, সকল আদিবাসী ধর্মের সমন্বয়ে আদিবাসী ধরম কোড দিতে হবে, অবিলম্বে ইউসিসি বাতিল করতে হবে, আদিবাসীদের জমি জায়গা থেকে উচ্ছেদ করা চলবে না সহ মোট ৮ দফা দাবি নিয়ে তাঁরা বিক্ষোভ মিছিলের মধ্য দিয়ে ধামসা মাদল বাজিয়ে জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে এসে বিক্ষোভ দেখানোর পর ডেপুটেশন জমা দেন।

ভাঙা সাঁকোতে ঝুঁকির যাতায়াত

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: চন্দ্রকোনায় একটি কাঠের সাঁকোর নষ্ট হয়েছে লোহার পিলার, কাঠের পাটাতন ভেঙে গিয়েছে, ভেঙেছে লোহার রেলিং। এই অবস্থাতেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছেন এলাকার বাসিন্দারা। উপায়ান্তর না দেখে মোটর বাইক ও ছোট গাড়িগুলি শুকনো নদীর ওপর দিয়েই যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছে।

তার ওপর, ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে বর্ষা। এবার শিলাবতী নদীতে জল বইবে। তখন কী ভাবে যাতায়াত হবে সেই দুশ্চিন্তায় পড়েছেন চন্দ্রকোনা ১ ও ২ নম্বর ব্লকের একাধিক গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ। কাঠের সাঁকো মেরামত না হওয়ায় প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বাড়ছে এলাকার বাসিন্দাদের। চন্দ্রকোনা ১ ও ২ নম্বর ব্লকের ব্লকের সংযোগকারী শিলাবতী নদীর ওপর কদমতলা ঘাটের এই কাঠের সঁকোটির দেখ ভালের দায়িত্বে রয়েছে চন্দ্রকোনা দুই নম্বর ব্লক প্রশাসন। সাঁকোটি এলাকাবাসীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এটি মেরামত না হওয়ায় ভাঙাচোরা সাঁকোর ওপর দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে চলছে যাতায়াত। কোনও উপায় না পেয়ে মোটর বাইকে যাতায়াতকারী মানুষজন শুকনো নদীর ওপর রাস্তা তৈরি করে যাতায়াত করছে।

এলাকার মানুষের অভিযোগ, প্রশাসনকে বারবার জানিয়েও কাজের কাজ কিছু হয়নি। সাঁকো মেরামতের কোনও উদ্যোগ নেয়নি শাসকদল তথা প্রশাসনের আধিকারিকরা। বর্ষায় নদীর জল বাড়লে যাতায়াতের চরম সমস্যায় পড়বে এলাকার মানুষজন। সাঁকোটি মেরামত না হওয়ায় প্রশাসন ও শাসকদলকে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। এ বিষয়ে চন্দ্রকোনা দু'নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অলোক ঘোষ বলেন, 'শুনেছি যোগাযোগের সমস্যায় পড়েছেন সাধারণ মানুষ, বিডিও'র সঙ্গে কথা বলে কাঠের সাঁকোটি দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড, ১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, এসি মার্কেট বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০০৭১

দাবি নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ	ক) নোটিশের তারিখ খ) এনপিএ তারিখ (কার্যকর হইতে)	বকেয়া ব্যালান্স (দাবি) টাকায়	সুবিধার পরিমাণ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং- AUR021306773061 নাম ১ সৌম্যজিৎ ভট্টাচার্য (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা : ১৩সি ইশ্বর ঠাকুর লেন বড়তলা বিডন স্ট্রিট কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০০৬ , ভারত এছাড়াও এখানে: মা চণ্ডী এন্টারপ্রাইজ, ১৩সি ইশ্বর ঠাকুর লেন বড়তলা বিডন স্ট্রিট কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০০৬	রেজিস্ট্রেশন নং - WB02AR8941 ইঞ্জিন নং - K12NP4047347 চেসিস নং- MBHCZFB3SML168407 মডেল- MARUTI CAT C - SWIFT-DZIRE ZXI PLUS	ক) বিজ্ঞপ্তির তারিখ- ৩০ মার্চ ২০২৪ খ) এনপিএ-র তারিখ- ১১ মে ২০২২	টাঃ ১১,৬৭,২৭৫	টাঃ ৯,৪৩,৪২৬
লোন অ্যাকাউন্ট নং- UCR043706851528 নাম ১ মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা: ১৩সি ইশ্বর ঠাকুর লেন বড়তলা বিডন স্ট্রিট কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০০৬, ভারত এছাড়াও : মা চণ্ডী এন্টারপ্রাইজ ১৩সি ইশ্বর ঠাকুর লেন বড়তলা বিডন স্ট্রিট কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০০৬	রেজিস্ট্রেশন নং- WB36H7575 ইঞ্জিন নং- D4FALM154993 চেসিস নং.- MZBEP813LMN194009 মডেল- KIA MOTORS CAT C - SELTOS D1.56MT HTK PLUS	ক) বিজ্ঞপ্তির তারিখ- ৩০ মার্চ ২০২৪ খ) এনপিএ-র তারিখ- ১০ এপ্রিল ২০২২	টাঃ ১৪,৫২,৭৮৭	টাঃ ১০,৩৬,৬০০
লোন অ্যাকাউন্ট নং- UCR043704956646 নাম ১ সুমন আগরওয়াল (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা: বিবেক বিহার, ফেজ-৫.ব্লক-৫. ফ্ল্যাট-৪৮.৪৯৩/সি/এ জিটি রোড দক্ষিণ শিবপুর, হাওড়া কর্পোরেশন বিবেক বিহার হাওড়া পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১১০২ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং- WB12AU5321 ইঞ্জিন নং- G4FGIW424639 চেসিস নং - MALC381CLJM393398 মডেল- HYUNDAI HYUNDAI CAT C-CRETA	ক) বিজ্ঞপ্তির তারিখ- ২১ নভেম্বর ২০২৩ খ) এনপিএ-র তারিখ- ২১ মে ২০২৩	টাঃ ১০,১৭,১৪০	টাঃ ১৭,৮৬,৫৩৬
লোন অ্যাকাউন্ট নং- CVR000501765787 নাম ১ মুখতার খান (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা : ৮৩/এ/এইচ/৩৯ বেলগাছিয়া রোড কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৩৭ ভারত ২. সহিদ খান (সহ ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা : ৮৩/এ/এইচ/৩৯ বেলগাছিয়া রোড কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৩৭	রেজিস্ট্রেশন নং- WB22D6087 ইঞ্জিন নং- 61A63491303 চেসিস নং - MAT466420G1A02180 মডেল- সম্পূর্ণরূপে নির্মিত - LPT 3118 CHASSIS	ক) বিজ্ঞপ্তির তারিখ- ২৯ এপ্রিল ২০২৪ খ) এনপিএ-র তারিখ- ০৪ জানুয়ারী ২০২০	টাঃ ১০,২১,৯৯০	টাঃ ২২,২০,০০০
লোন অ্যাকাউন্ট নং- AUR000504533693 নাম ১ শৈবাল দেসরকার (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা: কেই ১১৯৭ আন্দুল রোড ব্লক কে ফ্যাট ১ হাওড়া শিবপুর হাওড়া হাওড়া পশ্চিমবঙ্গ- ৭১১১০৯ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং- WB12AZ8228 ইঞ্জিন নং- KS04919 চেসিস নং - MAJAXXMRKAKS04919 মডেল- FORD CAT C - ECOSPORT	ক) বিজ্ঞপ্তির তারিখ- ২৯ এপ্রিল ২০২৪ খ) এনপি-এর তারিখ- ০৬ নভেম্বর ২০২০	টাঃ ১০,৪৬,৮৬৪	টাঃ ৭,২২,২১২
লোন অ্যাকাউন্ট নং- AUR003503611837 নাম ১তমাল গুহ রায় (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা: পুরাতন পান্ডা পাড়া খারিয়া পান্ডা পাড়া কালি বাড়ি জলপাইগুড়ি পশ্চিমবঙ্গ - ৭৩৫১৩২ ভারত এছাড়াও এখানে : এনএফ হলিডে অশোক নগর জলপাইগুড়ি পশ্চিমবঙ্গে - ৭৩৫১০১	রেজিস্ট্রেশন নং- WB72T8004 ইঞ্জিন নং- K12MN2213030 চেসিস নং - MA3CZF63SJE355658 মডেল- MARUTI CAT C - SWIFT DZIRE ZXI PLUS	ক) বিজ্ঞপ্তির তারিখ- ২৯ এপ্রিল ২০২৪ খ) এনপিএ-র তারিখ- ১০ ডিসেম্বর ২০২০	টাঃ ১১,০০,৯৫৬	টাঃ ৮,৪২,৮৩২
লোন অ্যাকাউন্ট নং- CVR000502761272 নাম ১ দীপিকা শর্মা (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা: হোল্ডিং নং ১৮১/২ ওয়ার্ড ১১ মালঞ্চ রোড পিন- ৭২১৩০৪ সুষমপল্লী পশ্চিম মেদিনীপুর খড়গপুর পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৩০১ ভারত ২. দীপক শর্মা (সহ-ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা: হোল্ডিং নং- ১৮১/২ সুষমপল্লী মালঞ্চ রোড, খড়গপুর জেলা মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৩০৪	রেজিস্ট্রেশন নং- WB33D 6400 ইঞ্জিন নং- ISBE5.9180471K63628910 চেসিস নং - MAT466602HGK01048 মডেল- TATA - FULLY BUILT - LPT 3118 CHASSIS	ক) বিজ্ঞপ্তির তারিখ- ২৯ এপ্রিল ২০২৪ খ) এনপিএ-র তারিখ- ০৭ মে ২০২১	টাঃ ১২,০১,৫৭৬	টাঃ ৩২,৪৫,২৮০
লোন অ্যাকাউন্ট নং- CVR000501700767 নাম ১ মুখতার খান (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা: ৮৩/এ/এইচ/৩৯বেলগাছিয়া রোড কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৩৭ ভারত ২. সহিদ খান (সহ-ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা: ৮৩/এ/এইচ/৩৯বেলগাছিয়া রোড কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৩৭	রেজিস্ট্রেশন নং- WB23D 5417 ইঞ্জিন নং- 51M63482869 চেসিস নং - MAT466420F1P28550 মডেল- TATA - FULLY BUILT - LPT 3118	ক) বিজ্ঞপ্তির তারিখ- ২৯ এপ্রিল ২০২৪ খ) এনপি-এর তারিখ- ০৪ জানুয়ারী ২০২০	টাঃ ১২,৬৪,৭৬০	টাঃ ২১,৬৯,৫০০
লোন অ্যাকাউন্ট নং- CER000506466950 নাম ১ লাকি হাউজিং প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা: ৯২ দ্বিজেন মুখার্জি রোড বেহালা মেল ৮২ দ্বিজেন মুখার্জি রোড কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৬০ ভারত এছাড়াও এখানে- লাকি হাউজিং প্রাইভেট লিমিটেড মেল ৮২ দ্বিজেন মুখার্জি রোড কলকাতা ৭০০০৬০ ২. স্বপ্না ব্যানার্জি (জামিনদার) ঠিকানা: ১ম ফ্লোর ফ্ল্যাট ১০১, ৮৮ দ্বিজেন মুখার্জি রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৬০	রেজিস্ট্রেশন নং- WB20BL0640 ইঞ্জিন নং- NKG5WAE0055 চেসিস নং - MDZAM2EFEK6L49597 মডেল- MAHINDRA CONS EQUIP-BACKHOE LOADER. MAHINDRA EARTH MASTER SX-4WD IT	ক) বিজ্ঞপ্তির তারিখ- ২৯ এপ্রিল ২০২৪ খ) এনপিএ-র তারিখ- ১৩ মার্চ ২০২২	টাঃ ১২,৭৬,২৮৮	টাঃ ২০,২০,৫৩২
লোন অ্যাকাউন্ট নং- AUR021305983606 নাম ১ অনামিকা মুখার্জি (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা: ৬ সি শ্রাচিগ্রীন ভিউ কমপ্লেক্স ব্লক ফ্ল্যাট নং ৬ সি বর্ধমান দুর্গাপুর পশ্চিমবঙ্গ -৭১৩২১২ ভারত এছাড়াও এম এস ডিভিসি ইঞ্জিনিয়ারিং ২ডি আশিয়ানা শঙ্করপুর আরাহ দুর্গাপুর পশ্চিম বর্ধমান দুর্গাপুর পশ্চিমবঙ্গ - ৭১৩২১২	রেজিস্ট্রেশন নং- WB40AR9842 ইঞ্জিন নং- L15ZD1215380 চেসিস নং- MAKGN256BM4003508 মডেল- HONDA CAT C. HONDA CITY ZX MT PETROL	ক) বিজ্ঞপ্তির তারিখ- ২৯ এপ্রিল ২০২৪ খ) এনপিএ-র তারিখ- ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২২	টাঃ ১২,৭৯,৪৫৯	টাঃ ১২,০০,৬১৪
লোন অ্যাকাউন্ট নং- CVR000504533859 নাম ১ বিএমআর কমার্শিয়াল প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা: ১৪১ বিটি রোড ওয়ার্ড নং ১ কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১০৮ ভারত ২. বিনোদ কুমার আগরওয়াল (জামিনদার) ঠিকানা: ১৫৬/৯৬/১ এ বিটি রোড বরানগর (মিউ), উত্তর ২৪ পরগনা আইএসআই পোস্ট কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১০৮	রেজিস্ট্রেশন নং- WB2989709 ইঞ্জিন নং - ISB5984S230T191E63793047 চেসিস নং - MAT541207K1E12019 মডেল- টাটা মোটরস লিমিটেড- COWL CHASSIS. LPT 4923 CHASSIS	ক) বিজ্ঞপ্তির তারিখ- ২৯ এপ্রিল ২০২৪ খ) এনপিএ-র তারিখ- ০৬ ফেব্রুয়ারী ২০২১	টাঃ ১২,৮২,৫৪৩	টাঃ ৩৯,২০,৮২৭
লোন অ্যাকাউন্ট নং- CVR000504533945 নাম ১ বিএমআর কমার্শিয়াল প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা: ১৪১ বিটি রোড ওয়ার্ড নং ১ কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১০৮ ভারত ২. বিনোদ কুমার আগরওয়াল (জামিনদার) ঠিকানা: ১৫৬/৯৬/১ এ বিটি রোড বরানগর (মিউ), উত্তর ২৪ পরগনা আইএসআই পোস্ট কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১০৮	রেজিস্ট্রেশন নং- WB2989732 ইঞ্জিন নং- ISB5.984S230T191E63792623 চেসিস নং- MAT541207K1E11967 মডেল- টাটা মোটরস লিমিটেড - COWL CHASSIS. LPT 4923T CHASSIS	ক) বিজ্ঞপ্তির তারিখ- ২৯ এপ্রিল ২০২৪ খ) এনপিএ-র তারিখ- ১৮ জুন ২০২৩	টাঃ ১২,৮২,৫৪৩	টাঃ ৩৯,২০,৮২৭
লোন অ্যাকাউন্ট নং- CVR000504533203 নাম ১ বিএমআর কমার্শিয়াল প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা: ১৪১ বিটি রোড ওয়ার্ড নং ১ কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১০৮ ভারত ২. বিনোদ কুমার আগরওয়াল (জামিনদার) ঠিকানা: ১৫৬/৯৬/১এ বিটি রোড ৩৩ বরানগর, উত্তর ২৪ পরগনা আইএসআই পোস্ট কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১০৮	রেজিস্ট্রেশন নং- WB2989693 ইঞ্জিন নং- ISB5984S230T191E63792526 চেসিস নং - MAT541207K1E11954 মডেল- টাটা মোটরস লিমিটেড- COWL CHASSIS. LPT 4923T CHASSIS	ক) বিজ্ঞপ্তির তারিখ- ২৯ এপ্রিল ২০২৪ খ) এনপিএ-র তারিখ- ১৯ অগাস্ট ২০২১	টাঃ ১২,৮২,৫৪৩	টাঃ ৩৯,২০,৮২৭
লোন অ্যাকাউন্ট নং- CVR000504534053 নাম ১ বিএমআর কমার্শিয়াল প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা: ১৪১ বিটি রোড ওয়ার্ড নং ১ কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১০৮ ভারত ২. বিনোদ কুমার আগরওয়াল (জামিনদার) ঠিকানা: ১৫৬/৯৬/১এ বিটি রোড বরানগর (মিউ), উত্তর ২৪ পরগনা আইএসআই পোস্ট কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১০৮	রেজিস্ট্রেশন নং- WB2989694 ইঞ্জিন নং- ISB5984S230T191E63792191 চেসিস নং - MAT541207K1E11983 মডেল- টাটা মোটরস লিমিটেড- COWL CHASSIS. LPT 4923T CHASSIS	ক) বিজ্ঞপ্তির তারিখ- ২৯ এপ্রিল ২০২৪ খ) এনপিএ-র তারিখ- ১৯ অগাস্ট ২০২১	টাঃ ১২,৮২,৬৪৪	টাঃ ৩৯,২০,৮২৭
লোন অ্যাকাউন্ট নং- CVR000504533686 নাম ১ বিএমআর কমার্শিয়াল প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা: ১৪১ বিটি রোড ওয়ার্ড নং ১ কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১০৮ ভারত ২. বিনোদ কুমার আগরওয়াল (জামিনদার) ঠিকানা: ১৫৬/৯৬/১ এ বিটি রোড ৩৩ বরানগর, উত্তর ২৪ পরগনা আইএসআই পোস্ট কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১০৮	রেজিস্ট্রেশন নং- WB2989675 ইঞ্জিন নং- ISB5984S230T191E63792521 চেসিস নং - MAT541207K1E11955 মডেল- টাটা মোটরস লিমিটেড- COWL CHASSIS. LPT 4923T CHASSIS	ক) বিজ্ঞপ্তির তারিখ- ২৯ এপ্রিল ২০২৪ খ) এনপিএ-র তারিখ- ০৬ ফেব্রুয়ারী ২০২১	টাঃ ১২,৮২,৬৪৪	টাঃ ৩৯,২০,৮২৭
লোন অ্যাকাউন্ট নং- AUR000502647500 নাম ১ অশ্বিনী কুমার (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা: বিএল এ৪৮ ফ্ল্যাট ১বি গ্রীনফিল্ড সিটি ইও ৩৯৮ নিউ জোত শিবরামপুর রোড গ্রী গ্রীনফিল্ড সিটি কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১৪১ ভারত এছাড়াও : আইডিয়া সেলুউর লিমিটেড সাসারাম বক্সার বিহার ৮০২১০১	রেজিস্ট্রেশন নং- UK07BZ4949 ইঞ্জিন নং- L15Z15319471 চেসিস নং - MAKGM669GH4304912 মডেল- HONDA CAT C. city	ক) বিজ্ঞপ্তির তারিখ- ২৯ এপ্রিল ২০২৪ খ) এনপিএ-র তারিখ- ০১ ডিসেম্বর ২০২০	টাঃ ১৩,৬৮,৩২৭	টাঃ ১২,৮৩,০০০
লোন অ্যাকাউন্ট নং- AUR003503280065 নাম ১ প্রিতু বিশ্বকর্মা (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা: রায়গাঁও মঙ্গলাবাড়ি জয়গাঁও জয়গাঁও কল্লাই জয়গাঁও পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৬১৮২ ভারত এছাড়াও: ফেব্রিকা হোমসমানলাবাড়ি জয়গাঁও আলিপুরদুয়ার জয়গাঁও পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৬১৮২	রেজিস্ট্রেশন নং- WB70K 6000 ইঞ্জিন নং - SJH4M19281 চেসিস নং - MA1TA2SJXJ2A12159 মডেল- MAHINDRA CAT C - SCOR-PIO S5 2WD BS4	ক) বিজ্ঞপ্তির তারিখ- ২৯ এপ্রিল ২০২৪ খ) এনপিএ-র তারিখ- ১১ মার্চ ২০২১	টাঃ ১৩,৭৫,৫৩৬	টাঃ ১২,৬২,৯০৪
লোন অ্যাকাউন্ট নং- CVR021306558927 নাম ১ বাপি দাস (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা: দোলগোবিন্দপুর উত্তর শ্রীরামপুর শ্রীরামপুর পূর্বস্থলী ২ বর্ধমান নদীয়া পশ্চিমবঙ্গ ৭৪১৩১৬ ভারত ২. শম্পা দাস (সহ-ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা: দোলগোবিন্দপুর উত্তর শ্রীরামপুর শ্রীরামপুর পূর্বস্থলী ২ বর্ধমান নদীয়া পশ্চিমবঙ্গ ৭৪১৩১৬ ৩. প্রণব কুন্ডু (জামিনদার) ঠিকানা কান্তি ভট্টাচার্য, রোড ওয়ার্ড ১৭ নবদ্বীপ, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪১৩০২	রেজিস্ট্রেশন নং- WB434891 ইঞ্জিন নং- MJEZ406254 চেসিস নং- MB1A3GCD9MRJL8651 মডেল- অশোক লেল্যান্ড-কেবিন চেসিস - AL 1615 HE BS6	ক) বিজ্ঞপ্তির তারিখ- ২৯ এপ্রিল ২০২৪ খ) এনপিএ-র তারিখ- ১৩ অক্টোবর ২০২৩	টাঃ ১৩,৯৩,১৭৪	টাঃ ১৭,২৫,২৬৪
লোন অ্যাকাউন্ট নং- AUR000504641947 নাম ১ বাবর আলী (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা: পিতা সফিকুল ইসলাম সিদ্ধার্থ পার্ক ১ ১৯৮ এইচ বি টাউন রোড নং ৫ এসকে বালিকা বিদ্যালয় সোদপুর পিন ৭০০১১০ উত্তর ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩১২৭ ভারত এছাড়াও আরটি মেগা মার্ট ২১৪ দম দম কাসিপুর রোড বাগজোলা ঘোষপাড়া দমদম কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৭৪	রেজিস্ট্রেশন নং- WB24AV3199 ইঞ্জিন নং- WRK4J12556 চেসিস নং - MA1TA2WR2K2J29067 মডেল- MAHINDRA CAT C. SCORPIO S11	ক) বিজ্ঞপ্তির তারিখ- ২৯ এপ্রিল ২০২৪ খ) এনপিএ-র তারিখ- ০৮ জুন ২০২২	টাঃ ১৩,৯৬,৫৬৬	টাঃ ১৫,০৮,৯৫৫
লোন অ্যাকাউন্ট নং- CVR043705334602 নাম ১ বংশিকা ট্রেডিং কোম্পানি (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা: ১৫ গোমস লেন গ্রাউন্ড ফ্লোর স্যুট নং ৩ কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৪ ভারত এছাড়াও: ৬/১ ডঃ অমল রায় চৌধুরী লেন গ্রাউন্ড ফ্লোর কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০০৯ ২. বিনয় কুমার গুপ্ত (সহ-ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা: ১৫ গোমস লেন গ্রাউন্ড, ফ্লোর স্যুট নং ৩, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০১৪	রেজিস্ট্রেশন নং - WB25K4405 ইঞ্জিন নং - E446CDLG002489 চেসিস নং- MC2ELGRC0LG467225 মডেল- VE COMMERCIAL-FULLY BUILT - PRO 2080	ক) বিজ্ঞপ্তির তারিখ- ২৯ এপ্রিল ২০২৪ খ) এনপিএ-র তারিখ- ০৮ অক্টোবর ২০২২	টাঃ ১৫,১০,৭০২	টাঃ ১৪,০৭,৫৭৩
লোন অ্যাকাউন্ট নং- CVR043705334558 নাম ১ বংশিকা ট্রেডিং কোম্পানি (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা: ১৫ গোমস লেন গ্রাউন্ড ফ্লোর স্যুট নং ৩ কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৪ ভারত এছাড়াও: ৬/১ ডঃ অমল রায় চৌধুরী লেন গ্রাউন্ড ফ্লোর কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০০৯ ২. বিনয় কুমার গুপ্ত (সহ-ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা: ১৫ গোমস লেন গ্রাউন্ড, ফ্লোর স্যুট নং ৩, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০১৪	রেজিস্ট্রেশন নং - WB25K4406 ইঞ্জিন নং - E446CDLG002472 চেসিস নং - MC2ELGRC0LG467222 মডেল- VE COMMERCIAL-FULLY BUILT - PRO 2080	ক) বিজ্ঞপ্তির তারিখ- ২৯ এপ্রিল ২০২৪ খ) এনপিএ-র তারিখ- ০৮ অক্টোবর ২০২২	টাঃ ১৫,১৫,৯০৯	টাঃ ১৪,৪২,৯৯৬
লোন অ্যাকাউন্ট নং- AUR021304797042 নাম ১ প্রজেশ ব্যানার্জী (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা: এগারা পঞ্চায়েত অফিস, সারদা পল্লী সাহেবগঞ্জ বল্লভপুর রায়গড় আসানসোল পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩২৩ ভারত এছাড়াও: বল্লভপুর সারদা পল্লী সাহেবগঞ্জ বর্ধমান আসানসোল পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩২৩	রেজিস্ট্রেশন নং - WB38AT4265 ইঞ্জিন নং - K10C1161313 চেসিস নং - MBHEWB425KJ364424 মডেল- MARUTI CAT C. BALENO BS IV	ক) বিজ্ঞপ্তির তারিখ- ২৯ এপ্রিল ২০২৪ খ) এনপিএ-র তারিখ- ০৯ নভেম্বর ২০২০	টাঃ ১৫,১৭,৫৬৪	টাঃ ১০,১৩,১১১
লোন অ্যাকাউন্ট নং- CVR043705334976 নাম ১ বংশিকা ট্রেডিং কোম্পানি (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা: ১৫ গোমস লেন গ্রাউন্ড ফ্লোর স্যুট নং ৩ কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৪ ভারত এছাড়াও: ৬/১ ডঃ অমল রায় চৌধুরী লেন গ্রাউন্ড ফ্লোর কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০০৯ ২. বিনয় কুমার গুপ্ত (সহ-ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা: ১৫ গোমস লেন গ্রাউন্ড, ফ্লোর স্যুট নং ৩, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০১৪	রেজিস্ট্রেশন নং - WB25K4402 ইঞ্জিন নং - E446CDLG002296 -mdl চেসিস নং - MC2ELGRC0LG467226 মডেল- VE COMMERCIAL-CABIN CHASSIS - EICHER PRO 2080	ক) বিজ্ঞপ্তির তারিখ- ২৯ এপ্রিল ২০২৪ খ) এনপিএ-র তারিখ- ০৮ অক্টোবর ২০২২	টাঃ ১৫,২১,৯৪৯	টাঃ ১৪,৪৩,৬৪২
লোন অ্যাকাউন্ট নং- CVR000504465277 নাম ১ দেবব্রত পাহাড়ি (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা: মথুরা পশ্চিম উত্তর মধ্যপাড়া মথুরা পটাশপুর পূর্ব মেদিনীপুর শহর পটাশপুর পূর্ব মেদিনীপুর পশ্চিমবঙ্গ ৭২১৪৫৬ ভারত ২. তপতি পাহাড়ি (সহ-ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা: মৌজা নাথুরা জে এল নং ২১৯ পশ্চিম উত্তর, মধ্য মথুরা পটাশপুর পূর্ব, মেদিনীপুর শহর পটাশপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৪৫৬	রেজিস্ট্রেশন নং - WB2989023 ইঞ্জিন নং - KGPZ110369 চেসিস নং- MB1PBEHD5KAGK2406 মডেল- অশোক লেল্যান্ড - সম্পূর্ণরূপে নির্মিত - VK1611	ক) বিজ্ঞপ্তির তারিখ- ২৯ এপ্রিল ২০২৪ খ) এনপিএ-র তারিখ- ২০ সেপ্টেম্বর ২০২১	টাঃ ১৫,২৭,৭৮৬	টাঃ ২৭,০৪,২৯৬
লোন অ্যাকাউন্ট নং- CER003505843978 নাম ১ সাই ট্রেডার্স (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা: পিতা- সুরেন্দ্র কুমার গয়াল আরএম কম্পাউন্ড, থার্ড মাইল, সেভোক রোড চয়ন পাড়া, ওয়ার্ড নং ৪২, শ্রী বালাজী কমপ্লেক্সের কাছে শিলিগুড়ি এম কর্প, শিলিগুড়ি জেলা জলপাইগুড়ি পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৪০০৮ ভারত এছাড়াও: সাই ট্রেডার্সে, হোল্ডিং নং-এন/১৮১২/২ চয়ন পাড়া, সালুগাড়া, শ্রী বালাজি কমপ্লেক্সের বিপরীতে, শিলিগুড়ি পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৪০০৮ ২. সুরন্দর কুমার গোয়েল (সহ-ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা: পিতা- রাম মূর্তি গোয়েল, আরএম কম্পাউন্ড, থার্ড মাইল, সেভোক রোড চয়ন পাড়া, ওয়ার্ড নং ৪২, শ্রী বালাজী কমপ্লেক্সের কাছে শিলিগুড়ি এম কর্প, শিলিগুড়ি জেলা জলপাইগুড়ি পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৪০০৮	রেজিস্ট্রেশন নং - WB73F8558 ইঞ্জিন নং - H00291114 চেসিস নং- HAR3DXSUK03017074291114 মডেল- JCB-BACKHOE LOADER-JCB 3DX SUPER BACKHOE LOADER	ক) বিজ্ঞপ্তির তারিখ- ২৯ এপ্রিল ২০২৪ খ) এনপিএ-র তারিখ- ১০ এপ্রিল ২০২৩	টাঃ ১৮,৬৬,০৭২	টাঃ ২৬,৫৯,৯০০
লোন অ্যাকাউন্ট নং- CER003505843849 নাম ১ সাই ট্রেডার্স (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা: পিতা- সুরেন্দ্র কুমার গয়াল আরএম কম্পাউন্ড, থার্ড মাইল, সেভোক রোড চয়ন পাড়া, ওয়ার্ড নং ৪২, শ্রী বালাজী কমপ্লেক্সের কাছে শিলিগুড়ি এম কর্প, শিলিগুড়ি জেলা জলপাইগুড়ি পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৪০০৮ ভারত এছাড়াও: সাই ট্রেডার্সে, হোল্ডিং নং-এন/১৮১২/২ চয়ন পাড়া, সালুগাড়া, শ্রী বালাজি কমপ্লেক্সের বিপরীতে, শিলিগুড়ি পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৪০০৮ ২. সুরন্দর কুমার গোয়েল (সহ-ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা: পিতা- রাম মূর্তি গোয়েল, আরএম কম্পাউন্ড, থার্ড মাইল, সেভোক রোড চয়ন পাড়া, ওয়ার্ড নং ৪২, শ্রী বালাজী কমপ্লেক্সের কাছে শিলিগুড়ি এম কর্প, শিলিগুড়ি জেলা জলপাইগুড়ি পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৪০০৮	রেজিস্ট্রেশন নং - WB73F8568 ইঞ্জিন নং - H00291116 চ্যাসি নং - HAR3DXSUC03017076 মডেল- JCB-BACKHOE LOADER-JCB 3DX SUPER BACKHOE LOADER	ক) বিজ্ঞপ্তির তারিখ- ২৯ এপ্রিল ২০২৪ খ) এনপিএ-র তারিখ- ০৯ নভেম্বর ২০২১	টাঃ ১৮,৬৬,১১২	টাঃ ২৬,৫৯,৯০০
লোন অ্যাকাউন্ট নং- AUR021303099695 নাম ১ বাসুদেব গুপ্ত (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা: মির্জাপুর মির্জাপুর বর্ধমান বর্ধমান পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩১০২ এছাড়াও: নরেন্দ্রনাথ এক্সপোর্ট হাটুদেওয়ান পিরতলা কাটোয়া রোড বর্ধমান বর্ধমান পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩১০২	রেজিস্ট্রেশন নং - WB42AP1921 ইঞ্জিন নং - JHJ4K23618 চেসিস নং - MA1YU4HJUH6K15485 মডেল- মাহিন্দ্রা ক্যাটাগরি সি প্লাস- XUV 500 AWD	ক) বিজ্ঞপ্তির তারিখ- ২৯ এপ্রিল ২০২৪ খ) এনপিএ-র তারিখ- ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০	টাঃ ১৮,৭৪,১৭৩	টাঃ ১৫,০০,০০০
লোন অ্যাকাউন্ট নং- CVR021308091668 নাম ১ বাপী দাস (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা: দোলগোবিন্দপুর উত্তর শ্রীরামপুর শ্রীরামপুর পূর্বস্থলী ২ বর্ধমান নদীয়া পশ্চিমবঙ্গ ৭৪১৩১৬ ভারত ২. শম্পা দাস (সহ-ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা: দোলগোবিন্দপুর উত্তর শ্রীরামপুর, শ্রীরামপুর পূর্বস্থলী ২ বর্ধমান, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪১৩১৬	রেজিস্ট্রেশন নং - WB435106 ইঞ্জিন নং - NHHZ415243 চেসিস নং - MB1A3GCD7NRHY1522 মডেল- অশোক লেল্যান্ড-কেবিন চেসিস- AL 1615 HE BS6	ক) বিজ্ঞপ্তির তারিখ- ২৯ এপ্রিল ২০২৪ খ) এনপিএ-র তারিখ- ১৩ অক্টোবর ২০২৩	টাঃ ১৯,৫৪,৮৪৫	টাঃ ২০,০০,০০০
লোন অ্যাকাউন্ট নং- CVR021305747638 নাম ১ আব্বাস আলী (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা: মালঞ্চ মহিপালপুর হুগলি পশ্চিমবঙ্গ- ৭১২১৪৬ ভারত এছাড়াও: গ্রাম মালঞ্চ থানা বলাগড় হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ ৭১২১৪৬ ২. সামসের আলী (সহ-ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা: মালঞ্চ মহিপালপুর, পশ্চিমবঙ্গ, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১২১৪৬	রেজিস্ট্রেশন নং - WB15D8146 ইঞ্জিন নং - LMHZ417584 চেসিস নং - MB1JJIHD8MRLJ7898 মডেল- অশোক লেল্যান্ড - সম্পূর্ণরূপে নির্মিত AL UJ3520T TIPPER	ক) বিজ্ঞপ্তির তারিখ- ২৯ এপ্রিল ২০২৪ খ) এনপিএ-র তারিখ- ০৬ মে ২০২৩	টাঃ ২৪,৮২,২৯৮	টাঃ ৩৭,২৭,২০৮
লোন অ্যাকাউন্ট নং- CVR021304424724 নাম ১ সঞ্জয় কুমার পাসওয়ান (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা: ভিরিঙ্গি চাষিপাড়া দুর্গাপুর ভিরিঙ্গি চাষিপাড়া দুর্গাপুর হিন্দি স্কুল বেনাচিতি দুর্গাপুর এম কর্প বেনাচিতি বর্ধমান দুর্গাপুর পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩২১৩ ভারত ২. সুনীতা দেবী (সহ-ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা: ভিরিঙ্গি চাষিপাড়া দুর্গাপুর ভিরিঙ্গি চাষিপাড়া দুর্গাপুর হিন্দি স্কুল বেনাচিতি দুর্গাপুর এম কর্প বেনাচিতি বর্ধমান দুর্গাপুর পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩২১৩	রেজিস্ট্রেশন নং - NL01AE0178 ইঞ্জিন নং - KEPZ122657 চেসিস নং- MB1CTCHD0KPEK0716 মডেল- অশোক লেল্যান্ড লিমিটেড- COWL CHASSIS - AL 2818	ক) বিজ্ঞপ্তির তারিখ- ২৯ এপ্রিল ২০২৪ খ) এনপিএ-র তারিখ- ২৩ ডিসেম্বর ২০২০	টাঃ ৩৫,২৩,৩০০	টাঃ ২৪,৪৫,৯৪৯
লোন অ্যাকাউন্ট নং- CVR000508208503 নাম ১ আরোচন লজিস্টিক প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা: ১১৩৪/৫ ৩৭ পিডব্লিউডি রোড ডানলপ পোস্ট আইএসআই পোস্ট অফিস থানা বরানগর ওয়ার্ড নং ৩ কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১০৮ ভারত ২. কুমার চৌধুরী (জামিনদার) ঠিকানা: ২৪০ ৩ অনুশ্রী পল্লী উত্তর নওদাপাড়া, আড়িয়াদহ উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৫৭	রেজিস্ট্রেশন নং - WB23F7888 ইঞ্জিন নং - VEDX8589136K6P চেসিস নং - MC2BFSRF0NH082742 মডেল- VE COMMERCIAL-CABIN CHASSIS - EICHER PRO 6048 BS6	ক) বিজ্ঞপ্তির তারিখ- ২৯ এপ্রিল ২০২৪ খ) এনপিএ-র তারিখ- ১৮ অক্টোবর ২০২৩	টাঃ ৪৫,২৫,৬৪৯	টাঃ ৪৫,০১,৯৬৫
লোন অ্যাকাউন্ট নং- CVR000508208414 নাম ১ আরোচন লজিস্টিক প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা: ১১৩৪/৫ ৩৭ পিডব্লিউডি রোড ডানলপ পোস্ট আইএসআই পোস্ট অফিস থানা বরানগর ওয়ার্ড নং ৩ কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১০৮ ভারত ২. কুমার চৌধুরী (জামিনদার) ঠিকানা: ২৪০ ৩ অনুশ্রী পল্লী উত্তর নওদাপাড়া, আড়িয়াদহ উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৫৭	রেজিস্ট্রেশন নং - WB23F7988 ইঞ্জিন নং - VEDX8589133K6P চেসিস নং - MC2BFSRF0NH082741 মডেল- VE COMMERCIAL-CABIN CHASSIS - EICHER PRO 6048 BS6	ক) বিজ্ঞপ্তির তারিখ- ২৯ এপ্রিল ২০২৪ খ) এনপিএ-র তারিখ- ১৮ অক্টোবর ২০২৩	টাঃ ৪৫,২৫,৭৭৭	টাঃ ৪৫,০১,৯৬৫

নোটিশের বিকল্প পরিষেবার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতাদের এবং/অথবা গ্যারান্টারদের (যেখানে প্রযোজ্য) তাদের এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ভবিষ্যতের সুদ এবং প্রযোজ্য চার্জ সহ উপরে উল্লিখিত বকেয়া পাওনার পরিমাণ পরিশোধ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যা ব্যর্থ হলে এই নোটিশের তারিখের ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অনুসারে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উক্ত আইনের ধারা ১৩(১৩) এর অধীনে, কোন ঋণগ্রহীতা, উপ-ধারা (২) তে উল্লেখিত নোটিশ প্রাপ্তির পরে, বিক্রয়, ইজারা বা অন্যথায় উল্লিখিত তার সুরক্ষিত সম্পদের মাধ্যমে হস্তান্তর করবেন না সুরক্ষিত পাওনাদারের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়াই।

সারফায়েসি আইন, ২০০২-এর ধারা ১৩-এর উপধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, ঋণগ্রহীতাদের কাছে সুরক্ষিত সম্পদগুলি উদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের জন্য।

সারফেসি আইন, ২০০২ এর ধারা ১৩ উপ-ধারা (৮) -

যেখানে সুরক্ষিত পাওনাদারের সমস্ত খরচ, চার্জ এবং খরচের সাথে তার বকেয়া পরিমাণ পাবলিক নিলামের জন্য নোটিশ প্রকাশের তারিখের আগে বা সরকারী বা বেসরকারী চুক্তি থেকে কোটেশন বা দরপত্র আমন্ত্রণ জানানোর তারিখের আগে যে কোনো সময়ে সুরক্ষিত পাওনাদারকে টেন্ডার আহ্বান করা হয়। লিজ, অ্যাসাইনমেন্ট বা সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রি করা যাবে না।

(ক) সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক ইজারা, নিয়োগ বা বিক্রয়ের মাধ্যমে সুরক্ষিত সম্পদ স্থানান্তর করা হবে না; এবং

(খ) যদি, এই উপ-ধারার অধীনে এই জাতীয় অর্থের দরপত্রের আগে সম্পত্তির ইজারা বা বরাদ্দকরণ বা বিক্রয়ের মাধ্যমে স্থানান্তর করার জন্য সুরক্ষিত পাওনাদারের দ্বারা কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তাহলে এই ধরনের সুরক্ষিত পাওনাদার দ্বারা পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে না। লিজ বা অ্যাসাইনমেন্ট বা এই ধরনের সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রির মাধ্যমে স্থানান্তর করা যাবে না।

তারিখ : ১৭.০৭.২০২৪
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

কাশ্মীরে বাড়ন্ত জঙ্গি তৎপরতায় কেন্দ্রকে তোপ মেহবুবার

শ্রীনগর, ১৬ জুলাই: উপত্যকায় লাগাতার জঙ্গি তৎপরতা এবং জওয়ানদের শহিদ হওয়ার ঘটনায় জবাবদিহি করতে হবে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের ডিজিকে, মন্তব্য করলেন ভূস্বর্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি। সম্প্রতি কাশ্মীরের বাড়ন্ত সন্ত্রাসবাদ নিয়ে বলতে গিয়ে আঞ্চলিক দলগুলিকে দোষারোপ করেছিলেন ডিজি আর আর সোয়াইন। এদিন তারই কড়া জবাব দিলেন পিডিপি নেত্রী।

সম্প্রতি কাশ্মীরের ডিজি মন্তব্য করেন, উপত্যকার আঞ্চলিক দলগুলোর নেতারা প্রায়ই নিহত সন্ত্রাসবাদীদের বাড়িতে যান এবং জনসমক্ষে তাঁদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে থাকেন। তিনি আরও দাবি করেন, রাজনৈতিক লাভের জন্য বহু নেতা জঙ্গিবাদের চাষ করছেন কাশ্মীরে। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ভূস্বর্গের সর্বনাশ করছে পাকিস্তান। এর পালটা মেহবুবা প্রশ্ন তোলেন, গত ছয় বছর ধরে ডিজি এবং নরেন্দ্র মোদি সরকার তাহলে কী করছে?

এদিন মেহবুবা বলেন, 'সীমান্তে প্রতিদিন আমাদের জওয়ানরা শহিদ হচ্ছেন। যদিও তা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে কোনও তদন্ত নেই! বদলে রাজনৈতিক দলগুলিকে দোষারোপ করা হচ্ছে।' কটাক্ষের সুরে পিডিপি নেত্রী বলেন, 'গত ছয় বছর ধরে জম্মু ও কাশ্মীর কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন চলছে। কিন্তু তারা কী করেছে? নিরীহ সাধারণ কাশ্মীরি এবং সাংবাদিকদের জেলে ভরছে। আপনারা নিজেদের লোকর সঙ্গে যুদ্ধ করছেন এবং দাবি করছেন যে উপত্যকায় জঙ্গিবাদ শেষ হয়েছে।'

পিডিপি নেত্রী দাবি করেন, 'কাশ্মীরের সাধারণ নাগরিকদের পাসপোর্ট দেওয়া হচ্ছে না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রীর উচিত জম্মু ও কাশ্মীরে জঙ্গি হামলা এবং হতাহতের বিষয়টিতে নজর দেওয়া। এই বিষয়ে জবাবদিহি করা উচিত। বর্তমান ডিজি দায়িত্ব নেওয়ার পরে সব থেকে বেশি প্রাণ ঝরেছে। সাধারণ নাগরিক, আঞ্চলিক নেতা কিংবা সাংবাদিকরা সীমান্তে পাহারা দেন না। উপত্যকায় জঙ্গি তৎপরতা রোখার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার এবং ডিজির।'

প্রসঙ্গত, সোমবার জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডায় জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে শহিদ হয়েছেন ৫ জওয়ান। মঙ্গলবার এই হামলার দায় স্বীকার করেছে পাক জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের ছায়াসঙ্গী কাশ্মীর টাইগার্স। সেনার এক পরিসংখ্যান থেকে জানা গিয়েছে, জঙ্গি তৎপরতা রুখতে গিয়ে কাশ্মীরে গত ৩২ মাসে ৪৮ জওয়ান শহিদ হয়েছেন। আহত বহু।

নিট প্রশ্নফাঁসকাণ্ডে আরও দু'জনকে গ্রেপ্তার করল সিবিআই

পাটনা, ১৬ জুলাই: ডাক্তারির প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নফাঁসকাণ্ডে এ বার আরও দু'জনকে গ্রেপ্তার করল সিবিআই। বিহারের হাজারিবাগে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির ট্রাঙ্ক থেকে নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র চুরির অভিযোগ রয়েছে পঙ্কজ কুমারের বিরুদ্ধে। তাঁকে সাহায্য করেছিলেন রাজু সিং নামে অপর এক ব্যক্তি। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, মঙ্গলবার দুই পৃথক অভিযানে দু'জনকেই পাকড়াও করেছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অফিসাররা। পঙ্কজকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে পাটনা থেকে। রাজুকে ধরা হয়েছে ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুর থেকে। উল্লেখ্য, নিট প্রশ্নফাঁসের তদন্তে এই নিয়ে এখনও পর্যন্ত নয় জনকে গ্রেপ্তার করল সিবিআই।

সূত্রের খবর, ২০১৭ সালে জামশেদপুরেরই এক কলেজ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছিলেন পঙ্কজ কুমার ওরফে আদিত্য। ডাক্তারির প্রবেশিকা পরীক্ষার নিয়ামক সংস্থা এনটিএ-র ট্রাঙ্ক থেকে প্রশ্নপত্র চুরিতে মূল অভিযোগ এই পঙ্কজের বিরুদ্ধেই। তার পর সেই ফাঁস হওয়া প্রশ্ন বিলি করার অভিযোগ রয়েছে পঙ্কজের সাগরেদ রাজুর বিরুদ্ধে।

নিট পরীক্ষায় বেনিয়মের অভিযোগ আসতেই হইচই পড়ে যায় গোটা দেশে। অস্বস্তিতে পড়তে হয় পরীক্ষার নিয়ামক সংস্থা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সিকে। শিক্ষা মন্ত্রককেও সমালোচনার মুখে পড়তে হয়।

করোনায় অনাথ শিশুর সহায়তার অর্ধেক আবেদনই খারিজ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই: মারণ করোনার প্রকোপে দেশে অনাথ হয়েছে অসংখ্য শিশু। তাঁদের পাশে দাঁড়াতে সেই সব অনাথ শিশুদের জন্য আর্থিক সহায়তার ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নিঃসন্দেহে প্রধানমন্ত্রীর এই উদ্যোগ প্রশংসিত হয়েছিল দলমত নির্বিশেষে। তবে ওইটুকুই, বাস্তবে দেখা যাচ্ছে প্রতিশ্রুতি মতো আর্থিক সহায়তা দিতে খুব একটা আগ্রহ নেই মোদি সরকারের। সাম্প্রতিক তথ্য পরিসংখ্যান সেদিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

করোনায় অসহায় অনাথ শিশুদের উদ্দেশে মোদি সরকারের তরফে চালু করা হয়েছিল 'পিএম কেয়ার্স ফর চিলড্রেন স্কিম'। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, এই প্রকল্পের আবেদনকারীর মধ্যে ৫১ শতাংশ আবেদন খারিজ করে দিয়েছে কেন্দ্র। কেন সেই আবেদন খারিজ করা হয়েছে তার কোনও উপযুক্ত কারণও দেখানো হয়নি। হিন্দি সংবাদ মাধ্যম 'অমর উজালা' প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকারের এক বরিষ্ঠ আধিকারিক এই তথ্য প্রকাশ করেছেন। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, দেশের ৩৩ রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের ৬১৩ জেলা থেকে মোট ৯ হাজার ৩৩১টি আবেদন জমা পড়েছিল এই প্রকল্পের জন্য। তবে নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট বলছে, ৯ হাজার ৩৩১টি আবেদনের মধ্যে ৪,৫৩২ টি আবেদন গ্রহণ করেছে সরকার। বাতিল করা হয়েছে ৪,৭৮১টি আবেদন। পাশাপাশি ১৮টি আবেদনের এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

এছাড়া নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, যে সব আবেদন জমা পড়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আবেদন জমা পড়েছে মহারাষ্ট্র থেকে (১৫১১)। এছাড়া উত্তরপ্রদেশ (১০০৭), রাজস্থান (১৫৫৩)। সর্বাধিক এই তিন রাজ্যের আবেদনের মধ্যে মহারাষ্ট্রে ৮৫৫টি আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থান থেকে যথাক্রমে ৪৬৭ ও ২১০টি আবেদন গ্রহণ করা হয়। তবে কেন এত আবেদন বাতিল করা হল তার কোনও স্পষ্ট উত্তর সরকারের তরফে দেওয়া হয়নি।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালের ২৯ মে 'পিএম কেয়ার্স ফর চিলড্রেন স্কিম' প্রকল্প চালুর ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জানানো হয়, এই প্রকল্পের মাধ্যমে সেই সব শিশুকে সরকার সাহায্য করবে যারা করোনার জেরে তার বাবা-মা কিংবা আইনি অভিভাবককে হারিয়েছেন। জানানো হয়, এই সব অনাথ শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্যের পাশাপাশি পড়াশুনার সমস্ত খরচ বহন করবে সরকার। এবং যতদিন না তারা স্বাবলম্বী হচ্ছে, ২৩ বছর বয়স পর্যন্ত তাদের আর্থিক সহায়তা দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। নিশ্চিতভাবে সরকারের এই মানবিক পদক্ষেপ প্রশংসিত হয় গোটা দেশে। যদিও বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, এই প্রকল্পে আবেদনকারীর অর্ধেকের বেশি আবেদন বাতিল করেছে সরকার। এবং এর জন্য কোনও কারণও দেখানো হয়নি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নের মুখে কেন্দ্রের এই প্রকল্প।

সাইয়ানশের নতুন পালক

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই: ড. এপিজে আবদুল কালাম ইগনাইট মাইন্ডস চিল্ড্রেন ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ড ২০২৩-২৪ জিতলেন সাইয়ানশ টাপুরিয়া। গুরুগ্রামের শ্রীরাম স্কুলের নবম শ্রেণির পড়ুয়া সাইয়ানশ। সারা দেশের ১৬ হাজার ৫৭০ পড়ুয়ার মধ্যে মাত্র ১৪ জন এই পুরস্কারটি পেয়েছেন। যার মধ্যে সাইয়ানশ অন্যতম। কুষ্ঠ রোগীদের জন্য একটি ডিভাইস আবিষ্কার করেছেন সাইয়ানশ।

গৌরী লঙ্কেশ হত্যাকাণ্ডে বিস্ফোরক প্রধান সাক্ষী

বেঙ্গালুরু, ১৬ জুলাই: গৌরী লঙ্কেশ হত্যাকাণ্ডের তদন্তে এবার নয়া মোড়। সাংবাদিক খুনের মামলায় অন্যতম সাক্ষী হিসেবে উঠে আসা মাদেতিরা থিন্মাইয়ার দাবি, এই মামলায় তাঁকে মিথ্যে বয়ান দিতে বাধ্য করেছে পুলিশ। বেঙ্গালুরুর ব্যবসায়ী মাদেতিরার এহেন দাবিতে স্বাভাবিকভাবেই শোরগোল শুরু হয়েছে। পাশাপাশি এই মামলায় আরও ৩ অভিযুক্তকে এদিন জামিন দিয়েছে কর্নাটক হাইকোর্ট।

২০১৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বর তাঁর বেঙ্গালুরুর রাজরাজেশ্বরী নগর এলাকায় নিজের বাড়ির বাইরে খুন হয়েছিলেন সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশ। তিন জন মোটরসাইকেল আরোহী গুলি করে হত্যা করেন হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির সমালোচক গৌরিকে। তবে ঘটনার ৭ বছর পার হয়ে গেলেও এখনও সেভাবে এই মামলার কোনও দিশা খুঁজে পায়নি পুলিশ। এই মামলায় অন্যতম সাক্ষী ৪৬ বছর বয়সী থিন্মাইয়া আগে জানিয়েছিলেন, হত্যাকাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত রাজেশ বাঙ্গেরা তাঁর পূর্ব পরিচিত। রাজেশ-সহ ৪ জনকে তিনি তাঁর অফিস ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। অফিসের বাকি দুজনের সঙ্গে রাজেশ এই বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছিল। অভিযোগ এখান থেকে রচিত হয় হত্যার ষড়যন্ত্র। খুনিদেরও ঠাঁই দেওয়া হয়েছিল এই অফিসে। তবে নিজের সেই বয়ান থেকে এবার ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গেলেন সাক্ষী থিন্মাইয়া।

কর্নাটক কন্ট্রোল অফ অর্গানাইজড অ্যাক্টের আওতায় স্পেশাল কোর্টে থিন্মাইয়া জানান, এই মামলায় স্পেশ্যাল ইনভেস্টিগেশন টিমের সদস্যরা তাঁকে জোর করে মিথ্যে বয়ান দিতে বাধ্য করে। তিনি বলেন, ২০১৮ সালে বেঙ্গালুরুর সিআইডি দপ্তরে তাঁকে ডাকা হয়। এবং ২ দিন বেঙ্গালুরুতে থাকতে বলা হয়। বাঙ্গেরার সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক রয়েছে কিনা জানতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ চলে। এমনকী, পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে তাঁর চিরুনি ও টুথব্রাশ বাজেয়াপ্ত করে। তাঁর দাবি, কোনওরকম যোগ সূত্র না পাওয়ায় শেষে পুলিশের তরফে তাঁকে হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এবং পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতার নির্দেশ দেওয়া হয়। গৌরী লঙ্কেশ মামলায় অন্যতম সাক্ষীর এহেন বয়ান প্রকাশ্যে আসার পর স্বাভাবিকভাবেই শোরগোল শুরু হয়েছে।

মণিপুর থেকে প্রথম দুই বিচারপতি নিয়োগ সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই: সুপ্রিম কোর্ট আরও দু'জন বিচারপতি পেল। বিচারপতি এন কোতিস্বর সিং এবং বিচারপতি আর মহাদেবনের সর্বোচ্চ আদালতে নিয়োগে শিলমোহর দেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বিচারপতি নিয়োগের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেছেন আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘাওয়াল। এর ফলে শীর্ষ আদালতে শূন্যপদের অবসান হল।

সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়াম আগেই এই দুই বিচারপতির পদোন্নতির সুপারিশ করেছিল। নতুন দুই বিচারপতি নিয়োগের ফলে সুপ্রিম কোর্টে ভারতের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়-সহ বিচারপতিদের সংখ্যা দাঁড়াল ৩৪। অর্থাৎ শূন্যপদের অবসান হল। উল্লেখ্য, মণিপুর থেকে প্রথমবার বিচারপতি হলেন এন কোতিস্বর সিং। বর্তমানে জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখের প্রধান বিচারপতি তিনি। মণিপুরের প্রথম অ্যাডভোকেট জেনারেল বা সরকারি উকিল হন এন ইবোতোম্বি সিং। এই ইবোতোম্বি সিংয়ের ছেলে হলেন বিচারপতি এন কোতিস্বর সিং।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ছাত্র এন কোতিস্বর সিং আইনজীবী হিসেবে জীবন শুরু করেন ১৯৮৬ সালে। কাজ করেন মণিপুর হাইকোর্ট এবং গুয়াহাটি হাইকোর্টে। বিচারপতি হওয়ার আগে মণিপুর হাইকোর্টে সরকারি কৌশলী বা অ্যাডভোকেট জেনারেল হিসেবেও কাজ করেছেন। অন্যদিকে, বিচারপতি মহাদেবন বর্তমানে মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে কর্মরত।

পাকিস্তানে জঙ্গি হামলায় নিহত ৮ পাক সেনা

ইসলামাবাদ, ১৬ জুলাই: পাকিস্তানে বড়সড় জঙ্গি হামলা। বিস্ফোরক বোঝাই গাড়ি নিয়ে সেনা ঘাঁটিতে জঙ্গি হামলায় মৃত্যু হল ৮। পালটা ১৮ ঘণ্টা অপারেশনে ১০ জঙ্গিকে নিকেশ করল পাক সেনা। সোমবার খাইবার পাখতুনখোয়ার বান্নুর সেনাঘাঁটিতে সোজা ঢুকে যায় বিস্ফোরক বোঝাই

পালটা হামলায় নিকেশ ১০ জঙ্গি

জঙ্গিদের গাড়িটি। গোটা চত্বরে হামলা চলে। একপাশের দেওয়াল ভেঙে আশপাশের এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রাণ হারান আট সেনা। এর পরই পালটা অপারেশনে নামে সেনাবাহিনী। ১৮ ঘণ্টা ধরে অপারেশন চালিয়ে জঙ্গিদের খতম করে সেনাবাহিনী। এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সময়োচিত সিদ্ধান্তে অনেক বড় নাশকতা রুখে দেওয়া গিয়েছে। হামলার দায় স্বীকার করেছে পাক তালিবান নেতা গুল বাহাদুর।

সোমবার বান্নুর সেনাবাহিনীর আবাসনে প্রথম হামলা চলে। পাক সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, বিস্ফোরক বোঝাই গাড়ি নিয়ে ওই আবাসনের দেওয়ার ভেঙে ঢুকে গিয়েছিল। গুলিতে একে একে ৮ জন সেনার প্রাণ কাড়ার পরই পালটা হামলার মুখে পড়ে জঙ্গিরা। দ্রুত পালটা অপারেশনে নামে পাক সেনাবাহিনী। তাতেই খতম হয়েছে সব সন্ত্রাসবাদী। সেনার দাবি, সময়মতো পালটা অপারেশনেই বড় হামলার ছক বানচাল হয়েছে।

এই হামলার দায় স্বীকার করেছে উত্তর ওয়াজিরিস্তানের তালিবান নেতা হাফিজ গুল বাহাদুর। তালিবানি হলেও পাকিস্তানের তেহেরিক-ই-তালিবান সংগঠনের চেয়ে আলাদা গুল বাহাদুরের সংগঠন।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল-২৭-২৪, তারিখ ১৬.০৭.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক প্রখ্যাত টেন্ডারদাতা যাঁদের বৈধ বৈদ্যুতিক ঠিকাদারি লাইসেন্স আছে এবং যাঁরা নিম্নলিখিত কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য আর্থিকভাবে সক্ষম তাঁদের নিকট থেকে নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **স্থান সহ কাজের নাম ঃ** আসানসোল ডিভিসন - মধুপুর কোচিং কমপ্লেক্স-এ ০.৫ টন/শিফ্ট ক্ষমতার যান্ত্রিক লন্ড্রি ব্যবস্থা প্রবর্তন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১০,৩৮,৮৪৮.৮৮ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **বায়না অর্থ ঃ** ২০,৮০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **বন্ধের ও খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ০৭.০৮.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা। সম্পূর্ণ বিশদ রেলওয়ের যে ওয়েবসাইট থেকে দেখা যাবে ঃ **www.ireps.gov.in**। ASN-119/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Notice e-Tender

The Prodhan Garibpur Panchayat invites e-Tender through e-Procurement System from the bonafied and resourceful Contractors for **NIeT Nos.: i) 01/PRODHAN/ GARIBPUR GP/2024-25 (FOR-05-WORKS) ii) 02/PRODHAN/ GARIBPUR GP/2024-25 (FOR-05-WORKS) iii) 03/PRODHAN/ GARIBPUR GP/2024-25 (FOR 05 WORKS), All Dated: 15.07.2024,** All Last date of Bid submission **23.07.2024 upto 14:00 Hours.** For details please visit website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Prodhan Garibpur G.P. DOMKAL BLOCK, MURSHIDABAD

KASHIPUR GRAM PANCHAYAT
Kashipur: Rejinagar : Murshidabad

TENDER NOTICE

Percentage rate Tender invited vide Niet No. **03/2024-2025 With Vide Memo No. 459/15h F.C/KGP/24-25, Dated: 16-07-2024** by The Prodhan, kashipur Gram Panchayat. Last Date of Application **26-07-2024 up to 6.00 PM.** Interested contractors may visit NOTICE BOARD of Kashipur Gram Panchayat, under Beldanga-II Block, MSD.

Sd/- Prodhan
Kashipur G.P: Rejinagar: Murshidabad

TENDER NOTICE
NIT NO: WBBIR/SURI-II PS/ Enit-3/2024-25 dated 15/07/2024

E-Tender is hereby invited by the Executive Officer, Suri-II PS, Birbhum on behalf of Governor of W.B. from bonafied working contractors for construction of various works under Suri-11 Panchayat Samiti. Last date for bid submission is **24.07.2024.** Details are available on **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer
Suri-II Panchayat Samiti, Birbhum

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

"ওপেন" ই-টেন্ডার

ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/কলোনি, এন.ই. রেলওয়ে, গোরখপুর ভারতের রাষ্ট্রপতির হয়ে ও পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন (ই-টেন্ডারিং) এর মাধ্যমে "**ওপেন**" ই-টেন্ডার আমন্ত্রণ জানিয়েছে- **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং এবং কাজের বিবরণ: দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি নম্বর এবং কাজের বিবরণ: ১০-২০২৪-** কলোনি, কাজের নাম- গোরখপুর এলাকায় রেলওয়ে কোয়ার্টার, বাংলো এবং বাণিজ্যিক গ্রাহকদের আউট সোর্সিং (দুই বছরের জন্য) দ্বারা মিটারিং এবং সংশ্লিষ্ট কাজের বিধান প্রায়। **আনুমানিক মূল্য:** ১০,৯১,৪৩৪.০৮ টাকা, **ই.এম.ডি. অর্থ:** ২১,৮০০.০০ টাকা, **টেন্ডার ফর্মের খরচ:** শূন্য, **সমাপ্তির সময়/সময়কাল গ্রহণযোগ্যতা পত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে সময়কাল :** ২৪ মাস, • ই-টেন্ডার অনলাইনে ০৫.০৮.২০২৪ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যাবে।

• এই টেন্ডারগুলির বিরুদ্ধে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং এই ধরনের যে কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা উপেক্ষা করা হবে। সম্পূর্ণ বিবরণ এবং বিড জমা দেওয়ার জন্য অনুগ্রহ করে ভারতীয় রেলওয়ের আইআরইপিএস অফিসিয়াল ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন।

ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/কলোনি,
CPRO/EL-81 গোরখপুর

কখনই ট্রেনে বিড়ি/সিগারেট পান করবেন না

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে দুপুর ১২টার পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নোটিস নং (১) ১১৪-ইএলসি-জি-কেজিপি-২৪-২৫-১৮। কাজের বিবরণ ঃ** খড়গপুর-রাবণ ময়দান সুইচ হাউস থেকে গোকুলপুর সাব-স্টেশন পর্যন্ত এইচটি পাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট-এর সম্প্রসারণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৬৯,১৮,১১৩.০৩ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন/প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১,৩৮,৪০০ টাকা। **টেন্ডার নোটিস নং (২) ১১৪-ইএলসি-জি-কেজিপি-২৪-২৫-১৯। কাজের বিবরণ ঃ** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের খড়গপুর ডিভিসনের এস অ্যান্ড টি সম্পদের ও পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং সিগন্যাল ওয়ার্কশপ/কেজিপি-র আধুনিকীকরণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২৮,৮০,১৫৫.০৭ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন/প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৫৭,৬০০ টাকা। **খোলার তারিখ ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ০৭.০৮.২০২৪। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** প্রতিক্ষেত্রে শূন্য টাকা। **সম্পূর্ণ হওয়ার মেয়াদ ঃ** ক্র. নং ১ ও ২-এর জন্য স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখের পর থেকে ৬ মাস। **দাখিলের তারিখ ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ০৭.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ-এর জন্য এবং তাঁদের দরপ্রস্তাব অনলাইনে দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন। এই কাজের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিলকৃত টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্র.ঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশ নিতে নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। (PR-385)

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিশ

ডে. সিএমই/ওয়ার্কস, চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজার এন ই রেলওয়ে, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, গোরক্ষপুর-ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নোক্ত কাজের জন্য অন লাইনে (ই-টেন্ডারিং) সিঙ্গল টেন্ডার মাধ্যমে আহ্বান করছেন। **ক্রম নং -১, ই-টেন্ডার নোটিশ নং এবং কাজের নাম :** টেন্ডার নং "১৭-জিকেপি-এমডব্লুএস-২০২৪-২৫" "বাল্ক আরএসপি পিঙ্ক বুক দফা নং - ৭৭৭/২৪-২৫ অ্যালোকেশন-সিএপি স্থিত অধীনে মঞ্জুরীকৃত জিকেপিএস/এনইআর এর জন্য স্যানরক মেক এর ১৬ পাওয়ার কার/প্যান্ট্রি কারসমূহস্থিত ম্যানুয়াল ফায়ার সাপ্রেশন সিস্টেম থেকে স্বয়ংক্রিয় সিস্টেমে উন্নয়ন", **আনুমানিক ব্যয় (টাকায়) :** ৩৩,৯৮,৫৭০.২৪ টাকা, **বায়না জমা (টাকায়) :** ৬৮,০০০.০০ টাকা, **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ :** ০৩.০৮.২০২৪ তারিখ বেলা ১১ টা পর্যন্ত, **টেন্ডার ফর্ম মূল্য (টাকায়) :** নেই, **চুক্তির মেয়াদ :** ১২ মাস, **ক্রম নং -২, ই-টেন্ডার নোটিশ নং এবং কাজের নাম :** টেন্ডার নং - "১৮-জিকেপি-এমডব্লুএস-২০২৪ - ২৫" "বাল্ক আরএসপি পিঙ্ক বুক দফা নং -৭৭৭/২৪-২৫ অ্যালোকেশন-সিএপি স্থিত অধীনে জিকেপিএস/এনইআর মঞ্জুরিকৃত এর জন্য চৈতন্য মেক ০৬ পাওয়ার কার/প্যান্ট্রি কারসমূহস্থিত ম্যানুয়াল ফায়ার সাপ্রেশন সিস্টেম স্বয়ংক্রিয় সিস্টেমে উন্নয়ন", **আনুমানিক ব্যয় (টাকায়) :** ১৯,৮৩,৮১৬.০০ টাকা, **বায়না জমা (টাকায়) :** ৩৭,৯০০.০০ টাকা, **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ:** ০৫.০৮.২০২৪ তারিখ বেলা ১১টা পর্যন্ত, **টেন্ডার নথি মূল্য : (টাকায়) :** নেই, **চুক্তির মেয়াদ :** ০৬ মাস। **দ্রষ্টব্য :** উক্ত টেন্ডারের বিস্তারিত ভারতীয় রেলওয়ে ওয়েবসাইটেও **"http://www.ireps.gov.in"** পাওয়া যাবে।"

Dy. CME/Works, Mechanical Workshop
CPRO/Mech-45 Gorakhpur

"ট্রেনে ভ্রমণের সময়ে কোনও দাহ্য পদার্থ বহন করবেন না"

Lakshmisagar Gram Panchayat
PO-Lakshmisagar, Dist.-Bankura

e-NIT No-25/LAK/2023-24 vide memo no-141/LAK/2024-25 Dated 15.07.2024

It is hereby invited E-tender and tender by the Pradhan, Lakshmisagar Gram Panchayat for **03 Nos.** works (Last date of Dropping **23.07.2024 up to 05.00 PM**) will be available from the office of the undersigned in working days and the website **www.wbtenders.gov.in/bankura.gov.in**

Sd/-
Prodhan
Lakshmisagar Gram Panchayat

Office of the Block Development Officer Sagardighi Murshidabad

NIT NO-05/SB/EN/2024-2025, Memo No-1543/1(54)/EN/SB, Date -09/07/2024. Name of Work: As mentioned in the NIT Column No. 2 (Name of the work) Date of Publishing - **09/07/2024 From 18:00 houre** on **https://wbtenders.gov.in** Period and time for download of bidding documents: **From- 09/07/2024 18:00 hours To -30/07/2024 14:00 hours.** Period and time of submission Bids: **From- 09/07/2024 18:00 hours** To **-30/07/2024 14:00 hours.** Date for opening Technical Bid/Bids: **01/08/2024.** For more details visit **https://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.

Sd/- Block Development Officer
Sagardighi Development Block
Sagardighi, Murshidabad

Durgapur Gram Panchayat
Chotkhanda, Memari-I, Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders having 60% credential for execution of **4 nos.** work under **15th FC Tied 2024-25** Fund vide **Memo No.: 491/DGP & e-NIT No.: 07/DGP/PRO/2024-25, Date: 16.07.2024.** Bid Submission Start Date (Online): **16.07.2024 at 05:00 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **24.07.2024 up to 12:00 PM.** Date of Opening of Technical Bid (Online): **26.07.2024 at 12:00 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Pradhan
Durgapur Gram Panchayat

Office of the Sagardighi Panchayat Samity

NIT NO-08/SPS/EN/2024-2025, (United Fund), Memo No-427/1(54)/EN/SPS, Date -11/07/2024. Name of Work: As mentioned in the NIT Column No. 2 (Name of the work) Date of Publishing - **12/07/2024 From 18:00 houre** on **https://wbtenders.gov.in** Period and time for download of bidding documents: **From- 12/07/2024 18:00 hours To -26/07/2024 14:00 hours.** Period and time of submission Bids: **From- 12/07/2024 18:00 hours** To **-26/07/2024 14:00 hours.** Date for opening Technical Bid/Bids: **29/07/2024.** For more details visit **https://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.

Sd/- Executive Officer
Sagardighi Panchayat Samity
Sagardighi, Murshidabad

Durgapur Gram Panchayat
Chotkhanda, Memari-I, Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders having 60% credential for execution of **4 nos.** work under **15th FC Tied 2024-25** Fund vide **Memo No.: 492/DGP & e-NIT No.: 08/DGP/PRO/2024-25, Date: 16.07.2024.** Bid Submission Start Date (Online): **16.07.2024 at 05:00 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **24.07.2024 up to 12:00 PM.** Date of Opening of Technical Bid (Online): **26.07.2024 at 12:00 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Pradhan
Durgapur Gram Panchayat

Office of the Sagardighi Panchayat Samity

NIT NO-09/SPS/EN/2024-2025, (United Fund), Memo No-428/1(54)/EN/SPS, Date -11/07/2024. Name of Work: As mentioned in the NIT Column No. 2 (Name of the work) Date of Publishing - **12/07/2024 From 18:00 houre** on **https://wbtenders.gov.in** Period and time for download of bidding documents: **From- 12/07/2024 18:00 hours To -26/07/2024 14:00 hours.** Period and time of submission Bids: **From- 12/07/2024 18:00 hours** To **-26/07/2024 14:00 hours.** Date for opening Technical Bid/Bids: **29/07/2024.** For more details visit **https://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.

Sd/- Executive Officer
Sagardighi Panchayat Samity
Sagardighi, Murshidabad

DASPUR-II GRAM PANCHAYAT
DASPUR::GHATAL:: PASCHIM MEDINIPUR

NOTICE INVITING E-TENDER 1st Call

WBPMID/DAS-II/GP/e NIT-7/24-25, Memo No-494, Date-16.07.2024

Tender Through inviting by the under singned from the bonafide and experienced contractor, Registred engineers co-opp socities & lobaur co-opp socities having credential of similar type of work at Daspur-II GRAM Panchayat Under Daspur-I Panchayat Samiti. Bid Submission Start Date- **17.07.2024.** Bid Submission end Date-**23.07.2024.** Bid Opening Date-**26.07.2024.** For Details Please Visit website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Daspur-II Gram Panchayat

Durgapur Abhoynagar-II Gram Panchayat
Belanagar, Abhoynagar, Nischinda, Howrah - 711205

Notice Inviting e-Tender

E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 5 nos. different development work(s) under **15th FC Tied & Untied** Fund vide **e-Tender No. - WB/HOW/BJPS/DAII GP/NIT-05/ 2024-25, Dated: 16.07.2024.** Bid submission end date: **24/07/2024 at 06.00 PM.** Technical Bid opening date: **27/07/2024 at 10.00 AM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Durgapur Abhoynagar-II Gram Panchayat

DHABLAT GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.- Chemaguri, P.S.- Sagar Coastal, Dist- South 24 Parganas

Memo No-125/DGP **Date-16/07/2024**

On behalf of Dhablat Grampanchayat of sagar block under south 24 parganas dist invites bids through open e-tender process for the vide **NIT No 121 DGP 15TH CFC UNTIED (3 nos) & 122/ DGP (2 NOS)** under 15th fc TIED 1nd installment of Dhablat Gram panchayat Dated **16/07/2024**

Details are available in the website wb **tenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Dhablat Gram Panchayat

প্রতিবন্ধীদের উপহাস হরভজন, রায়না, যুবরাজের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের চার প্রাক্তন ক্রিকেটারের নামে থানায় অভিযোগ। হরভজন সিংহ, যুবরাজ সিংহ, সুরেশ রায়নার মতো ক্রিকেটারদের নামে অভিযোগ করা হয়েছে। ‘তবা তবা’ গানের সঙ্গে রিল তৈরি করেছিলেন তাঁরা। সেই রিলে প্রতিবন্ধীদের মতো করে হাঁটাচলা করে বিপাকে হরভজনেরা।

সোমবারই সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন হরভজন। কিন্তু তাতেও লাভ হয়নি। সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর, প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করা একটি সংস্থার কর্তা আরমান আলি নয়াদিল্লির অমর কলোনি থানায় অভিযোগ করেছেন। চার ক্রিকেটার ছাড়াও অভিযোগ করা হয়েছে সন্ধ্যা দেবনাথনের বিরুদ্ধেও। তিনি মেটা ইন্ডিয়ার সহ-সভাপতি। ভিডিয়োটি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা হয়েছিল। ইনস্টাগ্রামের মালিক এখন মেটা। তার ভারতীয় শাখার অন্যতম প্রধান সন্ধ্যা। ওই ভিডিয়োর বিরুদ্ধে মেটা কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে।

হরভজন, যুবরাজ, রায়না এবং গুরকীরত মানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে। তাঁরা কয়েক বছর আগে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। এখন আর নিয়মিত খেলেন না। ১৫ দিন লেজেন্ডস টি-টোয়েন্টি চ্যাম্পিয়নশিপ খেলে সকলেই শারীরিক ভাবে বেহাল হয়ে পড়েছিলেন। নিজেদের সেই অবস্থা বোঝাতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর তৈরি রিলে প্রতিবন্ধীদের মতো করে হাঁটাচলা করেছিলেন তাঁরা। সেই রিল ঘিরে তৈরি হয় বিতর্ক। প্রতিবন্ধীদের অপমান করার অভিযোগ ওঠে হরভজনদের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদ করেন প্যারা অ্যাথলিট মানসী। তিনি বলেছিলেন, খেলার জগতের তারকাদের আরও দায়িত্বশীল আচরণ করা উচিত। দয়া করে প্রতিবন্ধীদের এ ভাবে উপহাস করবেন না। এটা কোনও মজা হতে পারে না। আপনাদের এই আচরণ আমাদের মতো মানুষের কতটা ক্ষতি করতে পারে, তা বুঝতে পারবেন না। আপনারা প্রতিযোগিতায় জিতে মজা করে রিল তৈরি করতেই পারেন। তা নিয়ে বলার কিছু নেই। কিন্তু আপনারা যে ভাবে প্রতিবন্ধীদের মতো হেঁটে রিল তৈরি করেছেন, তাতে অনেকে হাসির পাত্র হতে পারে। অনেক শিশুর মনে আঘাত লাগতে পারে। আপনাদের এই রকম রিল তৈরি করা মোটেও উচিত হয়নি। ভেবে অবাক হচ্ছি, এই খেলোয়াড়দের জনসংরযোগের দায়িত্বে থাকা সংস্থা কী করে এমন রিল প্রচারে নিয়ে আসতে পারে! আমি অত্যন্ত হতাশ। হরভজন, রায়নাদের থেকে এটা প্রত্যাশিত নয়।

নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে হরভজন ক্ষমা চেয়ে নেন। তিনি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে লেখেন, ইংল্যান্ডে প্রতিযোগিতা জেতার পর আমরা কয়েক জন ‘তবা তবা’ গানের সঙ্গে একটা রিল তৈরি করেছিলাম। সেই রিল নিয়ে সমাজমাধ্যমে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। কারও মনে আঘাত দিতে চাইনি আমরা। প্রত্যেক এবং সব ধরনের মানুষকে আমরা শ্রদ্ধা করি। আমরা শুধু ১৫ দিন ক্রিকেট খেলার পর নিজেদের ক্লান্ত শরীরের অবস্থা বোঝাতে চেয়েছিলাম। কাউকে অপমান করতে চাইনি আমরা। তবু যদি মানুষের মনে হয় আমরা ভুল করেছি, তা হলে সকলের কাছে দুঃখপ্রকাশ করছি। অনুরোধ করব এই সংক্রান্ত আলোচনা বন্ধ করে সামনে দিকে তাকানোর। সবাই সুস্থ এবং আনন্দে থাকুন। সকলের প্রতি ভালবাসা থাকল।

‘খ্যাতি ও ক্ষমতা কোহলিকে বদলে দিয়েছে’

নিজস্ব প্রতিনিধি: রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি;দুজনই গত দশকের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার। দুজনের মধ্যে তুলনা টানলে আবার কোহলির নামটাই ওপরে রাখতে হয়। সেঞ্চুরি থেকে শুরু করে গড় , স্ট্রাইকরেটে সবকিছুতেই তিনি এগিয়ে। এ তো খেলোয়াড়ি অর্জনের কথা, ব্যক্তি হিসেবে কে কেমন?

ইউটিউবে এক পডকাস্টে ভারতের সাবেক ক্রিকেটার অমিত মিশ্র ব্যক্তি হিসেবে রোহিত-কোহলির পার্থক্য তুলে ধরেছেন। এই লেগ স্পিনার দাবি করেছেন, তারকাখ্যাতি পাওয়ার পর অনেকটাই বদলে গেছেন কোহলি। যেখানে রোহিত আছেন সেই আগের মতোই।

মিশ্র মনে করেন নিজেকে বদলে ফেলার কারণেই দলে কোহলির চেয়ে রোহিতের বন্ধু বেশি। এই লেগ স্পিনার বলেছেন, ‘ক্রিকেটার হিসেবে আমি ওকে (কোহলি) অনেক সম্মান করি। তবে কোহলির সঙ্গে আগের মতো এখন আর সম্পর্কটা নেই। কোহলির রোহিতের তুলনায় বন্ধুর সংখ্যা কম কেন? রোহিত-কোহলির আচার-ব্যবহার ভিন্ন।’

মিশ্র সর্বশেষ ভারতের হয়ে খেলেছেন ২০১৭ সালে। তবে এখনো নাকি রোহিত তাঁর সঙ্গে আগের মতোই মজা করেন, ‘অনেক বছর ধরেই আমি ভারতীয় দলের অংশ নই। তবে এখনো যদি আইপিএল কিংবা অন্য কোনো ইভেন্টে রোহিতের সঙ্গে দেখা হয়, ও সব সময় মজা করে। রোহিত কী মনে করবে সেটা আমার ভাবতে হয় না। আমি বিরাটের মধ্যে অনেক পরিবর্তন দেখেছি। আমরা প্রায় কথা বলা বন্ধই করে দিয়েছি। আপনার যখন খ্যাতি ও ক্ষমতা থাকে, তখন অনেকে মনে করে তার সঙ্গে নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্যে নিয়ে কথা বলছে। অবশ্য আমি কোনো দিনই এমনটা করিনি।’

তিনি যোগ করে বলেছেন, ‘যখন ওর বয়স ১২,১৪, তখন থেকে ওকে চিনি। ওই সময়ে ওর রাতে সামুসা লাগত, প্রতিরাতে পিৎজা লাগত। আমি যে চিকুকে (কোহলির ডাক নাম) চিনতাম তার সঙ্গে অধিনায়ক বিরাট কোহলির অনেক পার্থক্য আছে।’

এর আগে অনেকটা একই দাবি করেছিলেন ভারতের সাবেক অলরাউন্ডার যুবরাজ সিং। কোহলির বদলে যাওয়া সম্পর্কে যুবরাজ বলেছিলেন, ‘কোহলি ব্যস্ত থাকে, তাই ওকে বিরক্ত করি না। তরুণ বিরাট কোহলির নাম তো ছিল চিকু, আর এখন তো ও বিরাট কোহলি, এখানে অনেক বড় পার্থক্য আছে।’

মেসিকে ছাড়াই আর্জেন্টিনায় কোপা জয় উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ‘আমরা চ্যাম্পিয়নদের নিয়ে এসেছি’ লেখা বিশেষ বিমানটা যখন এজেইজার রানওয়ে স্পর্শ করল, বুয়েনস এইরেসের সময় তখন সোমবার রাত ১০টা। উৎসবের প্রস্তুতি ছিল আগে থেকেই। কোপা আমেরিকার চ্যাম্পিয়নদের বরণ করতে তাই বিমানবন্দরের বাইরে উপস্থিত ছিলেন হাজারো আর্জেন্টাইন সমর্থক। কোপার ট্রফি হাতে বিমান থেকে সবার আগে বের হলেন আনহেল দি মারিয়া, সঙ্গে কোচ লিওনেল স্কালোনি। অধিনায়ক লিওনেল মেসি যেতে পারেননি দলের সঙ্গে। ফাইনালে ডান অ্যাঙ্কেলে চোট পাওয়া আর্জেন্টাইন অধিনায়কের আপাতত পুনর্বাসন চলবে ফ্লোরিডায়। দলের সঙ্গে যেতে পারেননি কোপার সেরা গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেজও। ফ্লোরিডায় রয়ে গেছেন হুলিয়ান আলভারেজ, নিকোলাস ওতামেন্দি ও হেরোনিমো রুয়ি। এই তিনজন আছেন আর্জেন্টিনার অলিম্পিক দলে। ফ্লোরিডা থেকে তাই তাঁরা উড়াল দেবেন প্যারিসে।

টিম বাসে ওঠার আগে অবশ্য স্কালোনি ও দি মারিয়াদের বেশ কিছুক্ষণ সমর্থকদের সঙ্গে সেলফি তুলতে হয়েছে, দিতে হয়েছে অটোগ্রাফও। আর্জেন্টিনা দল বিমানবন্দর থেকে ট্রেনিং সেন্টারে যাওয়ার পথেও সমর্থকেরা রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন খেলোয়াড়দের।

লিওনেল মেসি স্টেডিয়ামে পৌঁছার পর সেখানে হয়েছে আরেক দফা উৎসব। উড়েছে কনফেত্তি, পুড়েছে আতশবাজি। এরই মধ্যে পুরো আর্জেন্টিনা দলকে নিজের বাসভবনে নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের মিলেই।

দেশে ফিরে সতীর্থদের সঙ্গে উৎসবে যোগ দিতে না পারলেও ইনস্টাগ্রামে কোপা জয় নিয়ে আবেগঘন একাধিক পোস্ট দিয়েছেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক মেসি।

এ বারের লিগে প্রথম পয়েন্ট নষ্ট ইস্টবেঙ্গলের, ডার্বি জেতার পরেই কাস্টমসের সঙ্গে ড্র

নিজস্ব প্রতিনিধি: কাস্টমসের বিরুদ্ধে ড্র করল ইস্টবেঙ্গল। এ বারের লিগে প্রথম বার পয়েন্ট নষ্ট করল বিনু জর্জের ছেলেরা। বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের কাস্টমস আটকে দিল লাল-হলুদকে। গোলশূন্য ভাবে শেষ হল মঙ্গলবারের ম্যাচ।

শনিবার ডার্বি জয়ের পর এই প্রথম খেলতে নেমেছিল ইস্টবেঙ্গল। সেই ম্যাচেই আটকে গেল তারা। ডার্বিতে প্রথম একাদশে থাকা একাধিক ফুটবলার এই ম্যাচে শুরুতে ছিলেন না। এই ম্যাচেও পরের দিকে নামানো হয়েছিল সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়দের। জাস্টিন ছিলেন না কার্ড সমস্যায়। খেলানো হয়নি গোলরক্ষক দেবজিৎ মজুমদারকেও। কাস্টমসের বিরুদ্ধে গোলপোস্টের নীচে দেখা যায় আদিত্য পাত্রকে।

কাস্টমসের বিরুদ্ধে খুব বেশি গোলের সুযোগ তৈরি করতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। মাত্র তিনটি গোলমুখী শট নেয় তারা। কিন্তু গোল করতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধে বাধ্য হয়ে সায়নদের নামিয়ে দেন জর্জ। তাতেও গোলের মুখ খুলতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল।

তবে শুরু থেকেই ইস্টবেঙ্গল আক্রমণ করছিল। কিন্তু বল গোলে রাখতে পারেননি হীরা মণ্ডলেরা। শুরুর দিকের আক্রমণ সামলে কাস্টমসও আক্রমণে ওঠে। বক্সের বাইরে থেকে একটি ফ্রি-কিকও পেয়েছিল তারা। কিন্তু রবি হাঁসদা গোল করতে পারেননি। ফলে ১ পয়েন্ট নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল দু’দলকে।

ব্যর্থ চিকিৎসকদের চেষ্টা, দুর্ঘটনায় মৃত্যু ২০ বছরের গোলরক্ষকের

নিজস্ব প্রতিনিধি: দু’বছর আগে জাস্টিন কর্নেজোর অভিষেক হয়েছিল আন্তর্জাতিক ফুটবলে। মৃত্যু হল ২০ বছরের সেই গোলরক্ষকের। রবিবার পড়ে গিয়ে আহত হয়েছিলেন কর্নেজো। মাথায় আঘাত লাগে তাঁর। দুর্ঘটনার পরেই তাঁকে ভর্তি করানো হয় হাসপাতালে। কিন্তু শেষরক্ষা হল না।

ইকুয়েডরের বার্সেলোনা স্পোর্টিং ক্লাবের হয়ে খেলতেন কর্নেজো। চলতি মরসুমেই যোগ দিয়েছিলেন দেশের অন্যতম সেরা ফুটবল ক্লাবে। ইকুয়েডরের প্রতিশ্রুতিমান গোলরক্ষকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। সে দেশের সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার তিনি কোনও ভাবে পড়ে যান। মাথায় চোট পান। আর একটি সূত্রের দাবি, দুর্ঘটনায় আহত হয়েছিলেন তিনি। সোমবারই চিকিৎসকেরা জানিয়েছিলেন, পরিস্থিতি সঙ্কটজনক। মঙ্গলবার তাঁর ‘ব্রেন ডেথ’ হয়েছে। কর্নেজোর মৃত্যুর খবর সমাজমাধ্যমে দিয়েছেন বার্সেলোনা এসসি কর্তৃপক্ষ।

তরুণ গোলরক্ষকের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে ইকুয়েডরের ফুটবল মহলে। কর্নেজোর সতীর্থ ডিলান লুক বলেছেন, ‘‘ও আমার ভাইয়ের মতো ছিল। ঘটনাটা মেনে নিতে পারছি না। দুর্দান্ত ছেলে ছিল। খুব তাড়াতাড়ি আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। বন্ধুর থেকেও বেশি ও আমার ভাই ছিল।’’ আর এক সতীর্থ বলেছেন, ‘‘মানসিক ভাবে কথা বলার মতো অবস্থায় নেই। আমাদের এই ক্ষতি পূরণ হওয়ার নয়।’’

তৃতীয় গোলরক্ষক হিসাবে কর্নেজোকে সই করিয়েছিল বার্সেলোনা এসসি। ২০২২ সালে ইকুয়েডরের অনূর্ধ্ব ২০ দলের হয়ে অভিষেক হয়েছিল তাঁর। ক্লাবের হয়ে ইকুয়েডরের সিরি আ লিগের ম্যাচ খেলার অবশ্য সুযোগ হয়নি কর্নেজোর।

এমবাপ্পেকে ভরা গ্যালারিতে বরণ করে নিল রিয়াল

নিজস্ব প্রতিনিধি: সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে টানেলের সিঁড়ি ভেঙে হাত নাড়তে নাড়তে দেখা দিলেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। রিয়াল মাদ্রিদের সাদা জার্সিতে তাঁকে একটু অন্য রকমই লাগছিল। স্বপ্নপূরণের আতিশয্যে ফরাসি তারকা নিজেও সম্ভবত একটু লজ্জা পাচ্ছিলেন। হাসছিলেন মিটিমিটি।

সমর্থকদের অবশ্য এত খুঁটিনাটি দেখার সময় কোথায়! টানেলের সিঁড়ি ভাঙার সময়ই গর্জনে ফেটে পড়েছে বার্নাব্যুর গ্যালারি। স্লোগান ধরেছে এমবাপ্পের নামে। কিছুক্ষণ পর এমবাপ্পে যখন মঞ্চে কথা বলার মাঝে ‘আলা মাদ্রিদ’ বলে উঠলেন, তখন সমর্থকদের গর্জনে কেউ কেউ কানেও হাত দিয়েছেন। আর কেউ কেউ হয়তো ভেবেছেন যাক, স্বপ্ন সত্যি হলো!

স্বপ্ন সত্যি হওয়ার ব্যাপারটি দুই পক্ষের জন্যই সত্যি। রিয়ালে যোগ দেওয়া যেমন এমবাপ্পের স্বপ্ন ছিল, তেমনি মাদ্রিদের ক্লাবটিও ২০১৭ সাল থেকে ছুটছিল তাঁর পিছু। প্রায় প্রতি মৌসুমে দলবদলের বাজারে গুঞ্জন উঠেছে, এবার বুঝি পিএসজি ছেড়ে রিয়ালে যাচ্ছেন। কিন্তু ছয় বছর ধরে কোনোভাবেই ব্যাটে,বলে মেলাতে পারেনি দুই পক্ষ। ২০২২ সালে জুনে এমবাপ্পের রিয়ালে যোগ দেওয়া যখন নিশ্চিত মনে হচ্ছিল, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁর হস্তক্ষেপে পিএসজিতে থেকে যেতে রাজি হন তিনি। শেষ পর্যন্ত গত জুনে ‘ফ্রি এজেন্ট’ হয়ে পড়া এমবাপ্পের সঙ্গে পাঁচ বছরের চুক্তি করে রিয়াল। এরপর অপেক্ষা ছিল আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার।

ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ (ইউরো) শেষে আজ সে আনুষ্ঠানিকতাও সারল রিয়াল। বার্নাব্যুতে সমর্থকদের সামনে ঐতিহ্যবাহী ৯ নম্বর জার্সিতে এমবাপ্পেকে নিজেদের খেলোয়াড় হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিল বর্তমান ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নরা।

স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম আগেই জানিয়েছিল, এমবাপ্পেকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার এই অনুষ্ঠানে বার্নাব্যুর কোনো সিট খালি থাকবে না। ৮০ হাজার আসনের এই স্টেডিয়ামে সিট তো নেই,ই, স্টেডিয়ামের বক্সগুলোও খালি নেই বলে আজ অনুষ্ঠান শুরুর আগে জানিয়েছিল স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম এএস। অন্তত ১০০ সংবাদকর্মীও উপস্থিত ছিলেন এই মহাযজ্ঞে। স্টেডিয়ামের ভেতর মাঠে তৈরি করা হয়েছিল নীল রঙের মঞ্চ। তার ওপরে সারি সারি করে রাখা রিয়ালের চ্যাম্পিয়নস লিগ শিরোপা। দর্শক আসনে এমবাপ্পের মা ফাইজা লামারিকেও চশমার নিচ দিয়ে একবার চোখ মুছতে দেখা গেল। সন্তানের এই অর্জনে আবেগ ভর করেছিল লামারির মনে।

আবেগ ভর করেছিল এমবাপ্পের মধ্যেও। রিয়াল সভাপতি ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ এমবাপ্পেকে মঞ্চে ডেকে আনার পর সেখানে উপস্থিত ছিলেন রিয়াল ও ফ্রান্সের কিংবদন্তি জিনেদিন জিদান। ফ্রান্সের এই সময়ের সেরা তারকাকে দলে ভেড়ানোর অনুষ্ঠানে সেই দেশের ইতিহাস,সেরা ফুটবলারকে এর বাইরে রাখার কথা ভাবেনি রিয়াল। আর জিদান তো রিয়ালের ‘ঘরেরই মানুষ’। কোচ হিসেবে টানা তিনবার ইউরো,সেরা বানিয়েছেন রিয়ালকে। মঞ্চে কিংবদন্তির সামনে দাঁড়িয়েই মুখে হাসি ফুটিয়ে একটু ধরে আসা গলায় সমর্থকদের প্রতি ‘শুভ সকাল’ জানান এমবাপ্পে। এরপর বলেছেন, ‘স্প্যানিশে কথা বলার চেষ্টা করব।’

এমবাপ্পে এরপর নিজের কথা বললেন, ‘এখানে আসতে পেরে অবিশ্বাস্য লাগছে। অনেক বছর ধরেই রিয়ালে খেলার স্বপ্ন দেখেছি, আজ সেই স্বপ্ন সত্যি হলো। সুখী লাগছে। রিয়াল সভাপতি ফ্লোরেন্তিনো পেরেজকে ধন্যবাদ। তিনি প্রথম দিন থেকেই আমার ওপর আস্থা রেখেছেন। অনেক কিছুই ঘটেছে...কিন্তু ধন্যবাদ। এখানে আসার জন্য যাঁরা সাহায্য করেছেন, তাঁদেরকেও ধন্যবাদ। (গ্যালারির প্রতি) আমার পরিবারকে দেখছি। মা কাঁদছেন (বলে রিয়ালের ব্যাজে চুমু খান এমবাপ্পে)।’

পিএসজিতে সাত মৌসুম কাটানো এমবাপ্পে এরপর রিয়ালে নিজের লক্ষ্য নিয়ে বললেন, ‘শৈশব থেকে একটি স্বপ্নই দেখেছি এবং এখানে আসতে পারাটা আমার জন্য অনেক কিছু। এখন আমার সামনে আরেকটি স্বপ্ন। এই ক্লাবের ইতিহাসের অংশ হতে চাই। এই ক্লাব ও ব্যাজের জন্য আমি নিজের জীবন উৎসর্গ করব।’ ২৫ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড এরপর একটু থেমে বলে চললেন, ‘ফুটবল ইতিহাসে সেরা ক্লাবটির খেলোয়াড় হয়ে নিজের স্বপ্নপূরণ করতে পেরে ভালো লাগছে...এখন সবাই একসঙ্গে বলি ১, ২, ৩, আলা মাদ্রিদ!’ গ্যালারিতে ৮০ হাজার পেরিয়ে যাওয়া সমর্থকের দলও সঙ্গে সঙ্গে ‘আলা মাদ্রিদ’ বলে সমস্বরে গর্জন করে ওঠেন।

মঞ্চে কথা বলা শেষে মাঠে নেমে কয়েকটি বল নিয়ে কসরত দেখান এমবাপ্পে। কিছু বল কিক মেরে গ্যালারিতেও পাঠান। বলটি স্যুভনির হিসেবে রাখতে সমর্থকদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়েছে। এর মধ্যে গ্যালারির কাছে গিয়ে এক খুদে সমর্থকের হাতে বলও তুলে দিয়েছেন।

জিদান, এমবাপ্পে এবং তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে মঞ্চে ছবিও তুলেছেন রিয়াল সভাপতি পেরেজ। এমবাপ্পে মঞ্চে ওঠার আগে রিয়াল সভাপতি তাঁর বক্তব্যের একটি অংশে বলেছেন, ‘রিয়ালের প্রতি নিঃশর্ত ভালোবাসার জন্য ধন্যবাদ। তোমার চ্যারিটি ফাউন্ডেশনের কারণে ফ্রান্স থেকে হাজারো খুদেরা এসেছে। এসব দেখে খুব গর্ব লাগছে। কিলিয়ান, ঘরে তোমাকে স্বাগত, রিয়াল মাদ্রিদে স্বাগত।’

কোচ কার্লো আনচেলত্তির অধীনে গতকাল থেকেই অনুশীলন শুরু করেছে রিয়াল। এমবাপ্পে কয়েক দিন পর অনুশীলনে যোগ দেবেন। ইউরোয় তাঁর অধিনায়কত্বে সেমিফাইনালে উঠেছিল ফ্রান্স। স্পেনের কাছে হেরে বাদ পড়ে। পিএসজিতে ছয়বার লিগ জিতলেও চ্যাম্পিয়নস লিগ জিততে পারেননি। ইউরোপ,সেরা হওয়ার স্বপ্নও এমবাপ্পের রিয়ালে যোগ দেওয়ার বড় কারণ।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**